সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 30
27 SEP.-03 OCT 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ৩০
১৩ আশ্বিন ১৪৩১
২৩ রবিউল আওয়াল ১৪৪৬হি.

বাইডেন-ইউনুস ঐতিহাসিক বৈঠক

উচ্চতায় বাংলাদেশ

যেকোনো সাহায্যে বাংলাদেশ সরকারের পাশে থাকবো: বাইডেন

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: ঐতিহাসিক বৈঠক হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে। নিউ ইয়র্কে ওয়ান টু ওয়ান বৈঠকটি হয় স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে। জাতিসংঘ ভবনে অনুষ্ঠিত সেই বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের আপৎকালীন সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এক বার্তায় এ তথ্য জানায়। ঐতিহাসিক ও বিরল এই বৈঠকের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অন্যরকম উচ্চতায় পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

বৈঠককালীন ড. ইউনূস ও বাইডেনের কুশল বিনিময়ের ছবিও প্রচার করে প্রেস উইং। বার্তায় বলা হয়, বৈঠকে ড. ইউনূস বিগত সরকারের আমলে সকল ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সাহসী ভূমিকা ও বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা জো

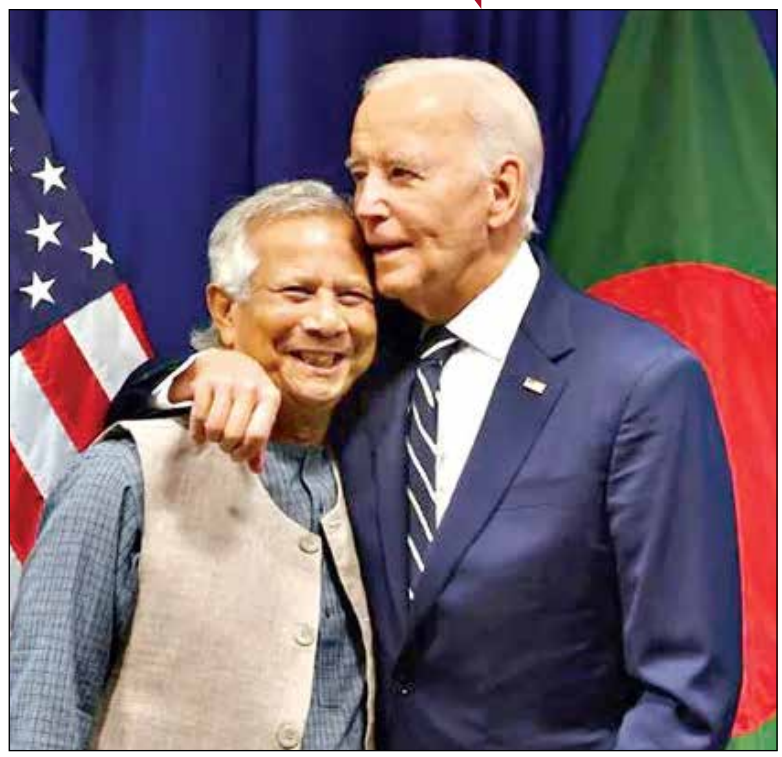

বাইডেনকে জানান। প্রফেসর ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, দেশ পুনর্গঠনে তার সরকারকে অবশ্যই সফল হতে হবে। এসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেকোনো সাহায্যে বাংলাদেশ সরকারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বাইডেন বলেন, শিক্ষার্থীরা যদি দেশের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহলে তাদেরও (যুক্তরাষ্ট্র সরকার) পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা জুলাই বিপ্লব চলাকালীন ও এরপরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়ালচিত্রের ছবি-সংবলিত 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' শীর্ষক আর্টবুক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উপহার দেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনো দেশের শীর্ষ নেতার একান্ত বৈঠকের তেমন নজির নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো এমন বৈঠক বিরল। মঙ্গলবার সেই বিরল বৈঠকই অনুষ্ঠিত হয় নিউ ইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন - ২১ নং পৃষ্ঠা ...

বৃটিশ ক্রাইম এজেন্সিকে চিঠি

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ জব্দ করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আহবান

---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

১৪৮২ কোটি টাকার সার গায়েব

ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর : গায়েব হওয়া আড়াই লাখ টন সার উদ্ধারে তিন বছরেও অগ্রগতি নেই। সরকারি দুই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) থেকে ২০২১ সালে এই সার গায়েব করে পোটন ট্রেডার্স। এর মধ্যে বিএডিসির ১ লাখ ৭৯ হাজার টন এবং বিসিআইসির

৭২ হাজার টন। এই পরিমাণ সারের মূল্য ১ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটির মালিক নরসিংদী-২ আসনের সাবেক এমপি আওয়ামী লীগ নেতা কামরুল আশরাফ খান পোটন।

সার ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি তিনি। গত ২৭ বছর পর্যন্ত সার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছেন পোটন। বিষয়টি নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলার পর বর্তমানে তিনি কারাগারে। আর দুদক বলছে, শিগগিরই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

জানতে চাইলে এই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক মো. রফিকুজ্জামান সোমবার বলেন, বিএডিসি এবং বিসিআইসি দুটি মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে। আশা করছি দ্রুতই প্রতিবেদন দেওয়া যাবে। তিনি বলেন, কয়েকজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আরও কয়েকজন বাকি আছে। এছাড়া কিছু ডকুমেন্ট যাচাই দরকার। এরপর প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত পোটন ট্রেডার্সের সার কেলেঙ্কারি নিয়ে গত বছরের ৩ জানুয়ারি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুগান্তর। এরপর আরও দু-একটি গণমাধ্যম এই রিপোর্টের ফলোআপ করে। এই ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে ৫ জানুয়ারি স্বপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন উচ্চ আদালত। কেন পোটন ট্রেডারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না-দুদককে তা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়।

পরবর্তী সময়ে নড়েচড়ে বসে দুদক। প্রাথমিক তদন্তের পর গত বছরের ২৬ নভেম্বর ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে সংস্থাটি। মামলায় কামরুল আশরাফ খান পোটন ছাড়াও অপর চার আসামি হলেন-পোটন ট্রেডার্সের মহাব্যবস্থাপক মো. শাহাদাত হোসেন ও মো. নাজমুল আলম, প্রতিষ্ঠানটির উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি মো. সোহরাব হোসেন এবং খুলনা প্রতিনিধি মো. আতাউর রহমান। এই মামলায় চলতি বছরের ১৫ মে ৫ জনকে কারাগারে পাঠায় ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত।

তবে কারাগারে যাওয়ার আগেই রিপোর্ট বন্ধ করতে পোটন আদালতের আশ্রয় নেন। পোটনের ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট প্রকাশ না করতে ওই বছরের ২৫ জুলাই ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা দেয় বিচারপতি বিশ্বদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি মো. আলী রেজার দ্বৈত বেঞ্চ।

জানতে চাইলে বিএডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ঘটনাটি তিন বছর আগের। তখন আমি দায়িত্বে ছিলাম না। তবে সার গায়েবের ঘটনাটি তিনি অবগত আছেন বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ ঘটনাটি দুদক তদন্ত করে পোটনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে। কামরুল আশরাফ খান পোটন এখন কারাগারে। বিষয়টি মামলার মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় চলে গেছে। এখন আদালত যে সিদ্ধান্ত দেন, সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইউসিবি থেকে ৫০ কোম্পানিতে ঋণ বিতরণে অনিয়ম

১১ হাজার কোটি টাকা আদায় অনিশ্চিত

ঢাকা, ২৪ সেপ্টেম্বর : বেআইনিভাবে বেপরোয়া ঋণ বিতরণ করায় 'ফোকলা' হয়ে পড়েছে বেসরকারি খাতের ইউনাইটেড কর্মার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি)। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের প্রভাবেই মূলত ব্যাংকটির এমন দশা হয়েছে। বিদায়ি সরকার আমলে দেশের ৫০ শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কমিশনের বিনিময়ে ব্যাংক থেকে ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের অর্থ ফেরত দিচ্ছে না। ব্যাংক ঋণ আদায়ও করতে পারছে না।

ফলে ওইসব ঋণ এখন খেলাপিযোগ্য। কিন্তু ব্যাংক রহস্যময় কারণে ওইসব ঋণকে খেলাপি হিসাবে চিহ্নিত করছে না। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে নিচ্ছে না কোনো ব্যবস্থা। সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ ব্যাংকটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকার সময়ে এসব ঋণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন অনিয়মের ঘটনাও এখন ধরা পড়ছে। অভিযোগ আছে-মোটা অঙ্কের কমিশন বাণিজ্যের মাধ্যমে ঋণের নামে এই টাকা ব্যাংক থেকে অনেকে সরিয়ে নিয়েছে। ঋণের টাকাসহ কমিশনের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করেছে কেউ কেউ। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় অঙ্কের সীমা মানা হয়নি। অনেক প্রতিষ্ঠানকে সীমার চেয়ে বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা ও ব্যাংকের ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, ইউসিবির মোট ঋণের স্থিতি ৫৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে আলোচ্য ৫০ প্রতিষ্ঠান নিয়েছে ১১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। যা মোট ঋণের ২০ দশমিক ৩৬ শতাংশ। এসব

ঋণ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকটি ঝুঁকিতে পড়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর এখন ব্যাংকগুলোতে তদারকি জোরদার করা হয়েছে। আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইঙ্গিতেই খেলাপি ঋণ গোপন করা হতো। এখন সেটি করা হবে না বলে গভর্নর ঘোষণা দিয়েছেন।

ফলে এখন ওইসব ঋণ খেলাপি করা হলে ব্যাংকটির খেলাপির অঙ্ক বেড়ে যাবে। এতে ব্যাংকের প্রভিশন সংরক্ষণের হারও বাড়বে। একই সঙ্গে বেড়ে যাবে মূলধন সংরক্ষণের হার। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৮২ কোটি টাকা। ওইসব ঋণ খেলাপি হলে ব্যাংকটি আরও সংকটে পড়বে।

জানতে চাইলে ইউসিবি ব্যাংকের সদ্য নিয়োগ পাওয়া চেয়ারম্যান ও অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফ জহির বলেন, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর ঋণ নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না-এমন অনেক কোম্পানিকে চিহ্নিত করেছি। তাদের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করেছি। ব্যাংকে অডিট চলমান। ফরেনসিক অডিট সম্পন্ন হওয়ার পরই প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসবে। তখন অডিট রিপোর্টের পূর্ণাঙ্গ তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অবহিত করা হবে। তারপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটুকু বলতে পারি এই মুহূর্তে আমাদের তারল্য সংকট হচ্ছে না। এ অবস্থা ধরে রাখতে এখন থেকে আর কোনো খেলাপি ঋণ পুনঃতফশিল করা হবে না। এরই মধ্যে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ঋণ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেগুলো খেলাপি ঘোষণার যোগ্য।'

Bangladesh Centre London

বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন

26th September,2024

Attention to all who applied for membership at the Bangladesh Centre:

We regret to inform you that the Council of Management (COM) of the Bangladesh Centre has decided to reject 44 applicants. The decision was made at two Executive meetings on December 23, 2021, and May 25, 2022, with Her Excellency in attendance. The decision was finally approved at the Council of Management meeting of Bangladesh Centre on July 23, 2023, and decided to refund the membership fee.

The first notice was issued on May 30, 2024, but we did not receive any requests for a refund.

A subsequent meeting of the Council of Management on August 28, 2024, resulted in the decision to refund the fees of the 41 rejected applicants because 3 applicants' cheques were unpaid. Those who have made payments must collect a cheque within 12 weeks from the Bangladesh Centre's office from September 26 to December 19, 2024. If the money is not collected by that time, it will be forfeited. Proper documentation and a signature will be required upon collecting the money from the Centre's office.

Please contact the office for collection.
Phone: 07949249660 / +442072299404.
Email: Office@bangladeshcentre.org

Note that the money will only be refunded to the person who deposited it. If you have deposited the money through somebody else, please contact them immediately. Also, after rejection, all the rejected applications were taken by Mr. Muhibur Rahman, Former Vice Chair on May 25, 2022. Therefore, we only have the list and amount of the applicants.

Kind Regards,
Md Delwar Hussain
General Secretary
Bangladesh Centre

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

২ লাখ কোটি টাকা যুক্তরাজ্যে পাচার

ফেরত নিতে সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে পাচার হওয়া অর্থ-সম্পদের হদিস পেতে সে দেশের সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সহযোগীদের সম্পদ যুক্তরাজ্যে পাচার করা হয়েছে কি না, তা তদন্ত করতে অন্তর্বর্তী সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের সদস্যদের ওপর নতুন সরকার যে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে, তার অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য সরকারের সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর ব্রিটিশ গণমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেছেন, নতুন প্রশাসন তদন্ত করছে যে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ১৩ বিলিয়ন বা ১ হাজার ৩০০ কোটি পাউন্ডের সমপরিমাণ ২ লাখ কোটি টাকা বিদেশে সরানো হয়েছে কি না। যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশে বাংলাদেশের সাবেক সরকারের সহযোগীরা সম্পদ

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বাংলাদেশে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা

অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাবের চ্যারিটি ডিনার ২৭ সেপ্টেম্বর

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: দ্য অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাব ইউকের উদ্যোগে চ্যারিটি ডিনার ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ক্লু-রুম স্পোর্টস ভেন্যুতে (২২০ হেডস্টোন লেইন, হ্যারো এইচএ২ ৬এলওয়াই) এই ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ও পরিবেশ সুরক্ষায় চ্যারিটি ইভেন্ট থেকে উত্তোলিত অর্থ ব্যয় করা হবে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার লন্ডন-বাংলা প্রেস ক্লাবে দ্য অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ক্লাবের সভাপতি মোঃ হাসিব হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক এনাম খান, কার্যনির্বাহী সদস্য সৈয়দ আহবাব হোসেন, সহ-সভাপতি রাজ্জাকুল হায়দার বাপ্পি,

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে
ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use
promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

কক্সবাজারে ডাকাতের হামলায় সেনা কর্মকর্তা নিহত

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : কক্সবাজারের চকরিয়ায় ডাকাতি প্রতিরোধ অভিযানে ডাকাতের হামলায় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার ভোররাত সাড়ে ৩টায় ডুলাহাজারা ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ডাকাতদলের সদস্য জিয়াবুল ও বেলালসহ ৩ জনকে আটক করা হয়। এ ছাড়া আরও ৩ জনকে সন্দেহজনকভাবে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে বন্দুকসহ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়।

এদিকে আইএসপিআর জানিয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে ডাকাতির খবর পেয়ে চকরিয়া সেনাবাহিনীর ক্যাম্প থেকে একটি টিম রাত ৩টার দিকে অভিযানে যায়। এ সময় ৭-৮ সদস্যের একটি ডাকাতদল সেনা টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার সময় লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জন (২৩) ডাকাতদলের কয়েকজনকে তাড়া করেন। এ সময় ডাকাতদলের সদস্যরা লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জনের ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করলে গুরুতর আহত হয়। এতে তার প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তাৎক্ষণিকভাবে লেফটেন্যান্ট তানজিম ছারোয়ার নির্জনকে উদ্ধার করে মালুমঘাট মেমোরিয়াল হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তানজিম ছারোয়ার টাঙ্গাইল জেলার একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পাবনা ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ৮২তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি থেকে ২০২২ সালের ৮ই জুন আর্মি সার্ভিস কোরে (এএসসি) কমিশন লাভ করে।

সাকিবকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মাঠে সময়টা ভালো যাচ্ছে না সাকিব আল হাসানের। চোখের সমস্যার পর আঙ্গুলের চোট পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে। মাঠের বাইরেও নানা কারণে নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হচ্ছেন টাইগার অলরাউন্ডার। সরকারের পটপরিবর্তনের পর হত্যা মামলারও আসামি হয়েছেন সাকিব। এবার শেয়ার লেনদেনে কারসাজির অভিযোগে তাকে বড় অঙ্কের জরিমানা করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিসিসিআই)। প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনে কারসাজির দায়ে সাকিবকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বিএসইসি'র পরিচালক ও মুখপাত্র ফারহানা ফারুকীর পক্ষ থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিএসইসি'র চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে কমিশনের ৯২৩তম সভায় সাকিবকে জরিমানার সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনে কারসাজির মাধ্যমে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করেছেন সাকিব। তাই তাকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এর আগে গত ২৮শে আগস্ট কমিশন সভায় শুভেচ্ছাদূতের পদ থেকে তাকে বাদ দেয় (বিএসইসি)। সেবার সংস্থাটি জানিয়েছিল, বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান ছিলেন বিএসইসি'র 'দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম'র শুভেচ্ছাদূত। ২০১৭ সালে এ কার্যক্রমে তাকে যুক্ত করে বিএসইসি। একই বছর অক্টোবরে রাজধানী শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজন করা হয় বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে সাকিবকে পরিচয় করে দেন সে সময়ের চেয়ারম্যান এম খায়রুল হোসেন। ২০২০ সালে অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়ত-উল-ইসলামের নেতৃত্বে পুনর্গঠন করা হয় বিএসইসি। তবে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে বহাল রাখা হয় সাকিবকে। শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্ট সূত্রে

জানা যায়, সাকিব আল হাসানসহ একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর হয়ে শেয়ারবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কারসাজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবুল খায়ের হিরু। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে খোলা বিও (বেনিফিসিয়ারি ওনার্স) হিসাব ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার নিয়ে কারসাজির ঘটনা ঘটান। আবুল খায়ের হিরু ছিলেন বিএসইসি'র সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলামের সরাসরি ছাত্র। এ কারণে শিবলী রুবাইয়াত বিএসইসি'র চেয়ারম্যান হওয়ার পর তিনি বিশেষ আনুকূল্য পেতেন। এমনকি অনেক শেয়ারের কারসাজির সঙ্গে হিরুর জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও এসব কারসাজির ঘটনায় অনেক ক্ষেত্রে তদন্তের উদ্যোগ নেননি। কখনো কখনো তদন্তের পর ব্যবস্থা গ্রহণে ধীরগতির কৌশল অবলম্বন করেন। শেয়ারবাজারে সাকিব আল হাসানের বিনিয়োগ ও কারসাজির বিষয়টি কয়েক বছর ধরে বেশ আলোচনায় ছিল। তবে এতদিন তাকে কোনো জরিমানা বা শাস্তি দেয়নি বিএসইসি। সাকিব আল হাসান ছিলেন বিএসইসি'র বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের দূত। গত ৫ই আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিএসইসি'র পক্ষ থেকে সাকিব আল হাসানকে বিশেষ দূত থেকে বাদ দেয়া হয়। এরপর কারসাজির দায়ে তাকে আজ জরিমানা করা হলো। গত কয়েক বছরের মধ্যে শেয়ার কারসাজির দায়ে সাকিব আল হাসানকে এটিই প্রথম জরিমানার ঘটনা। বিএসইসি জানিয়েছে, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার নিয়ে কারসাজির দায়ে সর্বোচ্চ জরিমানা করা হয়েছে ইশাল কমিউনিকেশনকে। প্রতিষ্ঠানটিকে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই দায়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে ক্রিকেটার ও সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানকে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে আবুল খায়ের হিরুকে। এ ছাড়া আবুল খায়ের হিরুর বাবা আবুল কালাম মাতলুবকে ১০ লাখ টাকা, হিরুর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মোনার্ক মার্টকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এর বাইরে লাভা ইলেকট্রোডস ও জাহিদ কামালকে ১ লাখ করে মোট দুই লাখ টাকা জরিমানা করা

ZAKIGANJ ASSOCIATION UK

জকিগঞ্জ এসোসিয়েশন ইউকে

REG. NO: 13572060

উপদেষ্টা পরিষদ

কামাল এমসি এ রহমান

কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী

মাওলানা আব্দুল আজিজ সিদ্দিকী

মোহাম্মদ হেলাল খান

মাওলানা কারী আব্দুল হাফিজ

জামাল আহমেদ চৌধুরী

মুফতি আব্দুল মুনতাকীম

নিজাম উদ্দিন তাফাদার

মোহাম্মদ বদরুল হক চৌধুরী

ইকবাল আহমদ চৌধুরী

ব্যারিস্টার নুরুল গফফার

সৈয়দ মতলুব রেজা

কার্যনির্বাহী পরিষদ

শাহাদাত হোসেন চৌধুরী ফেরদৌস
সভাপতি

আবুল হোসেন
সাধারণ সম্পাদক

মাওলানা কাজী এমদাদুল হক
কোষাধক্ষ্য

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
সিনিয়র সহ-সভাপতি

মাওঃ এনামুল হাসান সাবির
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
সহ-সভাপতি

মাওলানা কাজী আব্দুর রহমান
সহ-সভাপতি

মওলানা মইনুল হক চৌধুরী
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান
সহ-সভাপতি

হাফেজ মাওলানা এনামুল হক
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন
সহ-সভাপতি

মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ইকবাল
সহ-সভাপতি

আবু সাঈদ চৌধুরী শাকিল
জয়েন্ট সেক্রেটারি

আব্দুল গফফার
সহ-সাধারণ সম্পাদক

কামাল উদ্দিন
সহ-সাধারণ সম্পাদক

কামরুল ইসলাম
সহ কোষাধ্যক্ষ

ইসফাক আজিম চৌধুরী
সহ কোষাধ্যক্ষ

কাজী খালিদ আহমেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

দেলোয়ার হোসাইন
সাংগঠনিক সম্পাদক

তারেকুর রহমান তুহিন
সাংগঠনিক সম্পাদক

এয়াহিয়া আহমেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক

শাহেদ আহমদ চৌধুরী
সাংগঠনিক সম্পাদক

সাইফুল্লাহ খালেদ পলাশ
সাংগঠনিক সম্পাদক

আব্দুল হালিম (আজমল)
সাংগঠনিক সম্পাদক

গুলজার আহমেদ
ক্রীড়া সম্পাদক

ইকবাল আহমেদ
সহ ক্রীড়া সম্পাদক

কামিল আহমেদ চৌধুরী
সহ ক্রীড়া সম্পাদক

নাঈম আহমেদ
দপ্তর সম্পাদক

সেলিম আল জামাল
সহ দপ্তর সম্পাদক

মো: শাহাব উদ্দিন
শিক্ষা সম্পাদক

শাহান আহমেদ চৌধুরী
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

তাজুল ইসলাম
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

মাওলানা বদরুর রহমান
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া
সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

মঈন উদ্দিন
মেম্বারশিপ সম্পাদক

আমিনুল এহসান চৌধুরী
সহ মেম্বারশিপ সম্পাদক

মিজান মর্তুজা চৌধুরী
সহ মেম্বারশিপ সম্পাদক

মারুফ আহমেদ খান
প্রচার সম্পাদক

শরীফ আহমেদ
সহ প্রচার সম্পাদক

আশরাফুল আলম
ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক

আবুল কাশেম চৌধুরী
সহ ত্রাণ সম্পাদক

গোলাম মর্তুজা চৌধুরী ইকবাল
কার্যনির্বাহী সদস্য

ফজলে আহমেদ চৌধুরী
কার্যনির্বাহী সদস্য

শাকির আহমেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য

আখলিসুর রহমান
কার্যনির্বাহী সদস্য

কপ সদস্য

আবুল কালাম আজাদ

নুরুল চৌধুরী

তৌফিকুল ইসলাম সাব্বির

সহুল আহমেদ শামিম

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

তানজিমুল ইসলাম চৌধুরী

ভারত শুধু স্বৈরাচার হাসিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়: রিজভী

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ভারত বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে নয়, তারা শুধু স্বৈরশাসক হাসিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পল্লী চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, তারা (ভারত) আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব চায় না, বন্ধুত্ব চায় শুধু শেখ হাসিনার মতো একজন ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু স্বৈরশাসকের সঙ্গে। বাংলাদেশের জনগণকে ওরা পছন্দ করে না। শেখ হাসিনা থাকলে বাংলাদেশে তারা মাতবরি করতে পারে, আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

ভারতে ইলিশ পাঠানো নিয়ে একজন উপদেষ্টার বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে আবেগ দিয়ে কথা বললে তো হবে না। আমি এ নিয়ে বলতে পারি, বাঙালি জনগোষ্ঠী ভারতেও আছে। তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো দুর্গাপূজা। এ সময় ইলিশ মাছ একটা বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে আমরা জানি। আমরা কোনোদিনই ইলিশ মাছ রপ্তানিতে বাধা দিইনি। আমরা নিজেরাই মাঝারি থেকে ছোট ইলিশ এক হাজার ৮০০ থেকে দুই হাজার টাকা দিয়ে কিনি। বাড়তি

দাম মেনে নিয়েও আমরা কিন্তু ইলিশ রপ্তানি করি। আমাদের অর্থ উপদেষ্টা আবেগের প্রশ্নের কথা বলেছেন। একই সময় যখন আমরা দেখছি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, সীমান্তে বাংলাদেশি কাউকে দেখলে পা উপরের দিকে ঝুলিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হবে। তখন তো আমাদের মধ্যে আবেগ তৈরি হবে। খালেদা জিয়া দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি মন্তব্য করে দলের এই মুখপাত্র বলেন, দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি। আমাদের গোটা জাতি তো নিজ দেশ, নিজ রাষ্ট্রের বিষয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। যে সময়ে আপনারা ইলিশ মাছ রপ্তানির কথা বলছেন, রপ্তানি হতেই পারে, কিন্তু যখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঝুলিয়ে রাখার কথা বলেন, তখন আমি কেন বলব না, আমরা ইলিশ মাছ দেব না।

তিনি বলেন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য তো সব সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু আবেগ তখনই আসে, যখন আমাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করে। তখন তো আমরা বলবই, আমরা ইলিশ মাছ কেন দেব? পেঁয়াজ আমরা আমদানি করি ভারত থেকে। ভারতে যখন সংকট হয়, তখন তো তারা পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। রপ্তানির ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দেয়। তারা কিন্তু আমাদের এক ইঞ্চিও ছাড় দেয় না।

'নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বেশি সময় লাগার কথা নয়' এমন মন্তব্যও করেন রিজভী। তিনি বলেন, সংবিধানকে তারা (আওয়ামী লীগ) কেটে নিজেদের মতো করে একটা মুড়ির ঠোঙা বানিয়েছিল। এখন রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আসল সারমর্ম; জনগণের নাগরিক অধিকার, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া দরকার এবং নির্বাচন কমিশনে যতটুকু স্বাধীনতা নিশ্চিত হওয়া দরকার, সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে বেশি সময় লাগার কথা না।

অনুষ্ঠানে খুন-গুমের শিকার বিএনপি নেতাকর্মীদের আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন, বিএনপির তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামিমুর রহমান শামিম, নির্বাহী কমিটির সদস্য নাজিম উদ্দীন আলম। উপস্থিত ছিলেন, রংপুর বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য রবিউল ইসলাম রবি, সাবেক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জাকির হোসেন বাবু প্রমুখ।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে যা জানালেন জয়

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : ছাত্র-জনতার ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে গত মাসে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে কথা বলেছেন তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।

বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জয় বলেছেন, দেশে ফেরার বিষয়টা শেখ হাসিনার ওপর নির্ভর করবে।

এর আগে, গত মাসে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সজীব ওয়াজেদ দাবি করেছিলেন যে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হবেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে চায়।

বাংলাদেশের গণআন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিচার দাবি করেছে শিক্ষার্থীরা। এমন প্রেক্ষিতেই তিনি ওই কথা বলেন।

তবে শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন কী-না, মঙ্গলবার জানতে চাওয়া হলে জয় বলেন, 'এটা তার (শেখ হাসিনা) সিদ্ধান্ত। এ মুহূর্তে আমি আমার দলের লোকজনকে নিরাপদে রাখতে চাই। ইউনূস সরকার তাদের ওপর যে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, সেটাকে আমি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই'।

বাংলাদেশে আগামী দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচন হওয়া উচিত বলে সেনাপ্রধান যে মন্তব্য করেছেন, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কার্যকর কোন সংস্কার বা নির্বাচন করা অসম্ভব। নির্বাচন আয়োজনের সময় আরো আগেই প্রত্যাশিত ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন।

সোমবার রয়টার্সে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, বাংলাদেশে 'দেড় বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ হওয়া উচিত' বলে তিনি মনে করেন। তবে 'পরিস্থিতি যাই হোক না কেনো' তিনি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

Barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি টান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

আ.লীগ ছাড়া রাষ্ট্র সংস্কার ও নির্বাচন অসম্ভব: রয়টার্সকে জয়

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান সংস্কারের মধ্য দিয়ে ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচন দেখার যে প্রত্যাশার কথা বলেছেন, তাতে আশা দেখতে পাচ্ছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, যদিও ওই সময়সীমা তার নিজের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে আরও বলেছেন, তাদের দল আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ ছাড়া অর্থবহ সংস্কার এবং নির্বাচন 'অসম্ভব'।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্যে গত ৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা, যার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের দীর্ঘ শাসনের অবসান ঘটে। এরপর নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েছে, যারা আন্দোলনকারী ছাত্রদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে।

তবে নির্বাচন কবে হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা এখনও সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি। সরকারের উপদেষ্টারা বলে আসছেন, আওয়ামী লীগের 'ফ্যাসিবাদী' শাসনের ক্ষত সারিয়ে দেশকে সঠিক পথে নিতে আগে সংস্কার জরুরি, তারপর নির্বাচন।

সেনাবাহিনী শুরু থেকেই মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসছে। একদিন আগে রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, সংস্কারের মধ্য দিয়ে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে বাংলাদেশের 'গণতন্ত্রে উত্তরণ' ঘটা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

আর অন্তর্বর্তী সরকার যাতে সংস্কার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারে, সেজন্য 'যে প্রয়োজনই হোক না কেন' ইউনূস সরকারকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

সেনাপ্রধানের ওই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় শেখ হাসিনার ছেলে জয় মঙ্গলবার রয়টার্সকে বলেছেন, শেষ পর্যন্ত একটা সময়সূচি অন্তত আমরা পেলাম, তাতে আমি খুশি।

'তবে এরকম নাটক আমরা আগেও দেখেছি, যেখানে একটি অসাংবিধানিক, অনির্বাচিত সরকার সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তারপরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।'

জয় এ কথা বলেছেন ২০০৭-০৮ সালের সেনা নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিকে ইঙ্গিত করে, যে সরকার তিন মাসের জায়গায় দুই বছর ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন দিয়েছিল। সেই নির্বাচনে জিতেই ক্ষমতায় ফিরে টানা ১৫ বছর দেশ শাসন করেছে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের মতো দেশের আরেক বড় রাজনৈতিক দল বিএনপিও দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে।

অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে বুধবারও রয়টার্সকে বলা হয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য গঠিত ছয় কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পর সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসবে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পর ভোটার তালিকা তৈরি হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

ওয়াশিংটনে বসবাসকারী সজীব ওয়াজেদ জয় রয়টার্সকে বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কেউ আলোচনার জন্য তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেনি, তিনিও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে বৈধভাবে সংস্কার কাজ এগিয়ে নেওয়া বা নির্বাচন করা অসম্ভব।

মঙ্গলবারের সাক্ষাৎকারে রয়টার্স জানতে চেয়েছিল, শেখ হাসিনা কবে দেশে ফিরতে পারেন। উত্তরে জয় বলেন, এটা তার ওপরই নির্ভর করবে।

আইএমএফের প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে বৈঠকে ড. ইউনূস

ভোটার তালিকা প্রস্তুত হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : দেশের সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনের ফাঁকে আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার সঙ্গে বৈঠকে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে। বর্তমান বাংলাদেশ একটি নতুন দেশ। নতুন সরকার গঠনের পর নির্বাচন, বেসামরিক প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগ, দুর্নীতিবিরোধী এবং সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশ নিয়ে সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে জানিয়ে ড. ইউনূস বলেন, সংস্কারের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হলে এবং ভোটার তালিকা তৈরি হলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

আইএমএফের প্রধান নির্বাহী ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা এই উদ্যোগে ড. ইউনূসের প্রতি সমর্থন জানান। ঋণদাতা সংস্থা এই সরকারের জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়টি দ্রুত 'ট্র্যাক করবে' জানিয়ে জর্জিয়েভা বলেন, তিনি বাংলাদেশে আইএমএফের একটি দল পাঠিয়েছেন এবং দলটি এখন ঢাকায় রয়েছে। আগামী মাসে দলের সদস্যরা আইএমএফ পরিচালনা পর্ষদের কাছে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দেবেন।

জর্জিয়েভা বলেন, আইএমএফ বোর্ড দলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন ঋণদান কর্মসূচি শুরু করতে পারে অথবা গত বছরের শুরুর দিকে চালু হওয়া বিদ্যমান সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আরও ঋণ দিতে পারে।

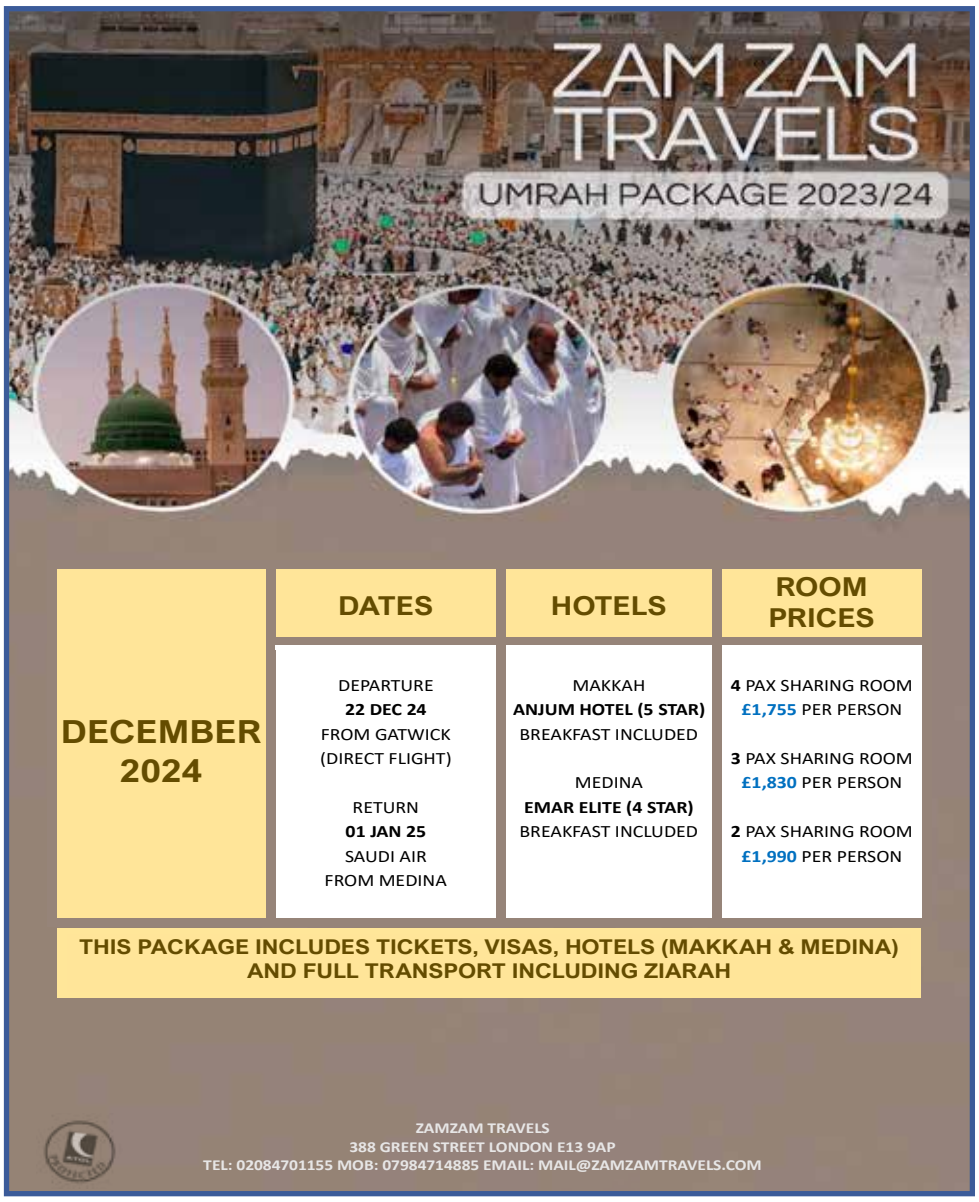

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বললেন

‘অ্যাকশনে’ যেতে, বাহিনীর সদস্যরা নির্বিকার

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজধানীতে ছোট পরিসরের একটি আন্দোলন নিয়ে ভিন্ন অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে দেখা গেল পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। রোববার রাজধানীর কাকরাইলের অডিট ভবনের সামনে গ্রেড পরিবর্তনের দাবিতে অডিটরদের সড়ক অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে এমন চিত্র দেখা যায়।

কাকরাইলের অডিট ভবনের সামনের সড়কটি রোববার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অবরোধ করে রেখেছিলেন বাংলাদেশের মহা হিসাবনিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের (সিএজি) অধীন দেড় শ থেকে দুই শ অডিটর। তাঁদের দাবি, ১১তম গ্রেড থেকে তাঁদের পদকে ১০ম গ্রেডে উন্নীত করতে হবে। এই দাবিতে সড়ক অবরোধের কারণে কাকরাইলের আশপাশসহ রাজধানীর বড় অংশজুড়ে যানজট তৈরি হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদলকে আলোচনার জন্য ডাকলেও তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

যান চলাচল স্বাভাবিক করতে পুলিশের পক্ষ থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে আন্দোলনকারীদের সড়কের এক পাশে অবস্থান নিতে দফায় দফায় অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাঁরা শোনেননি। একপর্যায়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সড়ক থেকে আন্দোলনকারীদের সরাতে ‘অ্যাকশনে’ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন অধস্তন কর্মকর্তাদের নির্বিকার ভূমিকার কারণে বাধে বিপত্তি।

আন্দোলনকারীরা দুপুর সাড়ে ১২টার আগে সিএজি কার্যালয়ের ফটক দিয়ে ভেতরে

ঢোকার চেষ্টা করেন। তখন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি), সেনাবাহিনী ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) সদস্যরা কার্যালয়ের ফটকে শক্ত অবস্থান নেন। ফলে আন্দোলনকারীরা ভেতরে ঢুকতে পারেননি।

এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে সাঁজোয়া যান আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) ও জলকামান আনা হয়। বেলা দেড়টার পর আন্দোলনকারীদের সড়ক থেকে সরে যেতে হ্যান্ডমাইকে দফায় দফায় অনুরোধ জানান ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. সারোয়ার জাহান। কিন্তু আন্দোলনকারীরা সড়ক ছাড়েননি। একপর্যায়ে তাঁদের পাঁচ মিনিট সময় বেঁধে দিয়ে সড়ক থেকে সরে যেতে বলা হয়। তখনো আন্দোলনকারীরা সড়ক না ছাড়লে অডিট ভবনের সামনে সড়কের পশ্চিম দিকে অবস্থান নেয় পুলিশ।

এ সময় অধস্তন পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে ডিসি সারোয়ার জাহানকে বলতে শোনা যায়, সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি নিয়ে সবাই প্রস্তুত হোন। একপর্যায়ে হ্যান্ডমাইকে তিনি সবাইকে আন্দোলনকারীদের দিকে এগিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকা রমনা জোনের এডিসি, রমনার এসি (পেট্রল), রমনা থানার ওসিসহ কয়েক পুলিশ সদস্য ছাড়া অধস্তন আর কাউকে এগোতে দেখা যায়নি।

ডিসি সারোয়ার জাহান দফায় দফায় সেখানে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের (ফোর্স) উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। বলেন, ‘সাহস নিয়ে আপনারা এগিয়ে আসুন।’ এ সময় কনস্টেবল ও উপপরিদর্শক (এসআই) পদমর্যাদার কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে সরাসরি বলতে শোনা যায়, তাঁরা কোনো ‘অ্যাকশনে’ যেতে পারবেন না। এই সুযোগে সড়কে দোয়া ও মোনাজাত শুরু করেন আন্দোলনকারীরা।

পুলিশ কর্মকর্তা সারোয়ার জাহান কয়েকজন কনস্টেবল ও এসআইকে জিজ্ঞেস করেন, ‘সাউন্ড গ্রেনেড মারতে পারো না তুমি?’ তখন তাঁদের কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি পারি না, স্যার।’ এপিবিএনের দলটির কাছে গিয়ে ডিসি সারোয়ার বলেন, ‘তোমরা কি আমার কথা শুনবা না?’ এ সময় এক এপিবিএনের একজন সদস্যকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা যেতে পারব না, স্যার।’ অনেকেই আবার নিজেদের মধ্যেও আলাপ করছিলেন, যেন কেউ সামনে না যায়। দুই এসআইকে কনস্টেবলদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘যা বলে বলুক, চুপ করে থাকো।’

এমন পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় বিরক্তি প্রকাশ করতে শোনা যায় রমনার ডিসি সারোয়ার জাহানকে। সবশেষে আন্দোলনকারীদের সড়ক থেকে সরাতে নিজের ব্যর্থতার কথা মুঠোফোনে বলতে শোনা যায় পুলিশের রমনা বিভাগের ডিসিকে। তিনি তখন বলছিলেন, ‘স্যার, কেউ কথা শুনছে না। বারবার বলেছি, কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না।’

এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর কাকরাইলের সড়কের অবরোধ করা অংশে দেখা যায় ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (অপারেশনস) সানা শামীনুর রহমানকে। তবে তিনি আসার পরও অবরোধকারীদের সড়ক থেকে সরানো যায়নি।

বেলা ৩টা ১৭ মিনিটে আন্দোলনকারী অডিটরদের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে, তাঁরা সড়কের অবরোধ তুলে নিয়ে সেগুনবাগিচার দিকে চলে যাবেন। আগামীকাল (সোমবার) আবার তাঁদের কর্মসূচি পালন করা হবে। যদিও আন্দোলনকারীদের কেউ কেউ তখন আবার বলছিলেন, এখনই না গিয়ে সড়কে সংবাদ সম্মেলন করে তাঁরা চলে যাবেন।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

তরুণেরাই গড়বে নতুন বাংলাদেশ: ড. ইউনূস

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের তরুণেরাই গড়বে নতুন বাংলাদেশ। আমি তাদের সাফল্য কামনা করি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে থাকা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ কথা বলেছেন। মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের প্রতিষ্ঠান 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, তরুণেরা সব সময় তরুণদের নিয়ে কথা বলতে চান। তরুণদেরই নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের মতো বুড়োদের নয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিদেশে থাকা ড. ইউনূস বলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না, বাংলাদেশে কী ঘটছে। হঠাৎ বাংলাদেশের সব তরুণ একত্র হয়েছেন এবং বলছেন, যথেষ্ট হয়েছে। আমরা আর এসব (অন্যায়, বৈষম্য) সহ্য করব না। তাঁরা সহ্য করেননি, তারা বিগত সরকারের ছোড়া গুলির সামনে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। তরুণেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি কিছু ভিডিও দেখেছি। তারা সেখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বলছিলেন, আমাদের কতজনকে আপনারা হত্যা করতে পারবেন। আমরা এখানে আছি, আমাদের হত্যা করুন। তারা নতুন একটি বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছেন।

ড. ইউনূস বলেন, পরবর্তী বাংলাদেশ হবে তরুণদের বাংলাদেশ। তারা এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আগের সরকার চলে যাওয়ার পর তারা আমাকে আমন্ত্রণ জানান। আমাকে দেশের নেতৃত্ব দিতে আমন্ত্রণ জানান। আমি সেটাই করার চেষ্টা করছি। তরুণেরা জাতিকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। তারা যেভাবে (আন্দোলন) করেছেন, তাতে পুরো জাতি এক হয়েছে। পুরো দেশের মানুষ এবার তরুণদের সমর্থন দিয়েছেন। তরুণদের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সমর্থন পেয়ে আমি খুব খুশি। আমরা আরও এগিয়ে যেতে চাই। নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই। তারা বলেছেন আমরা 'রিসেট বাটন' চেপেছি। সব পুরোনো শেষ হয়েছে। এখন আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ব।

মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, দেশ গড়তে, নিজেদের গড়তে যে শব্দে, যে ভাষায় তারা (আন্দোলনকারীরা) কথা বলেছেন, তা অসাধারণ। আমি আগে কখনও এভাবে কাউকে কথা বলতে শুনিনি। তারা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করতে প্রস্তুত। দয়া করে তাদের সাহায্য করুন, সমর্থন করুন। তাদের স্বপ্ন যেন সত্য হয়। আমরা একসঙ্গে এ দায়িত্ব নিতে পারি। এ স্বপ্ন পূরণে আপনি (ক্লিনটন) আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

ছাত্র-জনতার আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন,'এ আন্দোলন খুব পরিকল্পিতভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিছুই এমনিতে হয়নি। এটি খুব গোছানো ছিল। এমনকি, লোকজন জানতেন না, কারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাই, আপনি একজনকে ধরে ফেলে বলতে পারবেন না, ঠিক আছে আন্দোলন শেষ।

নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতা চান ড. ইউনূস

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, যুবসমাজের জীবন উৎসর্গ ও অদম্য নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে তারা জীবন দিয়েছে। তরুণদের এই স্বপ্নের নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বিদেশি বন্ধুদের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এ কথা বলেন। বিদেশি বন্ধুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তরুণদের আত্মত্যাগ আমাদের সামনে বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আমরা এই সুযোগ হারাতে চাই না। বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে তরুণেরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চায়। এটি বাস্তবায়নে আপনাদের সবার সমর্থন প্রয়োজন।'

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপ্রাপ্তির ৫০তম বছর উদ্‌যাপন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। এতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ; যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আরও ছিলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আবদুল মুহিত, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি-বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রমুখ।

অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে আলোকচিত্রী ও লেখক শহিদুল আলম গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা নিয়ে লেখা দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। শিক্ষার্থীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, 'গোটা জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। যারা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল, তাদের আমরা হতাশ করতে চাই না।'

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার সরকার কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

ড. ইউনূস বলেন, যুবসমাজের সামনে কোনো স্বপ্ন ছিল না। স্বৈরাচার তাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। তাই তারা স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে বুলেটের সামনে দাঁড়াতে পিছপা হয়নি। বাংলাদেশের তরুণেরা যে সাহস ও প্রত্যয় দেখিয়েছেন, তা অভিভূত করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বুলেটের সামনে দাঁড়িয়ে তারা পঙ্গুত্ব বরণ করতে পিছপা হয়নি। তরুণদের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ গড়তে আমরা আপনাদের পাশে চাই।'

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অ্যাসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারারস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৮ টায় লন্ডনের স্টেপ্লিগ্রীণের একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্টে এ সভা হয়।

এতে টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জাহেদ মিয়া'র সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক লিটন আহমদ এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ বশির আহমদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা শাহান আহমদ চৌধুরী। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা জগলুল খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি সফর উদ্দিন, সহ-সভাপতি নুরুল আলম, সহ-সভাপতি রুহেনা বেগম, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুমিন, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ আসাদুজ্জামান, সহ সাধারণ সম্পাদক জবরুল হোসেন, সহকারি প্রেস সচিব কানিজ ফাতেমা, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক সাজু মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রোকসানা পারভিন, নির্বাহী সম্পাদক আনোয়ারা বেগম, সহ-সভাপতি ফজলুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রেদওয়ান হোসেন, মোঃ সুহেল খান, আশরাফ জামান, মোঃ মিসবাহ উদ্দিন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাংবাদিক অজামিল নাথের অকাল মৃত্যুতে স্মরণ সভা

গোলাপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সদ্যপ্রয়াত সাংবাদিক অজামিল চন্দ্র নাথের মৃত্যুতে এক ভার্চুয়াল স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অজামিল চন্দ্র নাথকে একজন মানবহিতৈষী খাঁটি দেশপ্রেমিক এবং গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকদের অভিভাবক হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

গত ২২ সেপ্টেম্বর রোববার যুক্তরাজ্য সময় বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য রাখেন উত্তর আমেরিকা প্রথম আলো সংস্করণের সম্পাদক, আইনজীবী ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী শেখ আখতারুল ইসলাম, গোলাপগঞ্জ উপজেলার স্বনামধন্য সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম, গোলাপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাকালীন আহবায়ক জামাল উদ্দিন আহমদ, গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক মানবকণ্ঠের প্রাক্তন সম্পাদক দুলাল আহমেদ চৌধুরী, গোলাপগঞ্জ প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আইনজীবী দেলোয়ার হোসেন দিলু, গোলাপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ভূমি ও ভবন দাতা আনোয়ার শাহজাহান, পরিবেশবিদ আবদুল করিম কিম, সাপ্তাহিক সিলেটের তথ্য পত্রিকার প্রাক্তণ সম্পাদক সৈয়দ নাদির আহমদ এবং গোলাপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাবেক দপ্তর সম্পাদক সাংবাদিক ইমরান আহমেদ।

স্মরণ সভা পরিচালনা করেন গোলাপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও হাওয়া টিভি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাহমুদুর রহমান শানুর।

সভায় অজামিল চন্দ্র নাথকে একজন সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষক, সমাজ সেবক হিসাবে উল্লেখ করে আলোচকবৃন্দ বলেন, অজামিল চন্দ্র নাথ সৃজনশীলতার চর্চা করে গোলাপগঞ্জে এক অন্যন্য অবদান রেখে গেছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সমাজের উন্নয়ন কার্যক্রম, শিক্ষার উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রেখে গেছেন।

অজামিল চন্দ্র নাথের অকালে চলে যাওয়া অনেক কষ্টের এবং বেদনাদায়ক উল্লেখ করে

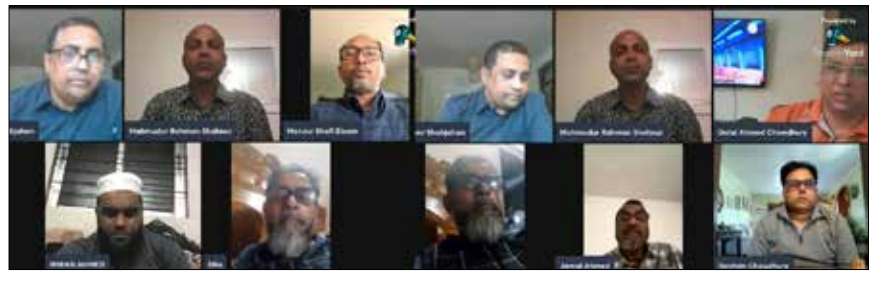

আলোচকরা আরো বলেন, গোলাপগঞ্জের প্রতিটি শ্রেনী পেশার মানুষের সংগে সাংবাদিক অজামিলের ছিল অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক। তাঁর অকাল প্রয়াণে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পুরন হবার নয়।

তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, অজামিল চন্দ্র নাথের পরিবারকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করার জন্য গোলাপগঞ্জের প্রবাসী সাংবাদিকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

স্মরণ সভায় সাংবাদিক আনোয়ার শাহজাহান গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকদের আর্থিক ভাবে সহযোগিতা, বিভিন্ন ট্রেনিং পরিচালনা করার জন্য প্রবাসী গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কল্যাণমূলক ট্রাস্ট গঠন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন আর্থিকও সামাজিকভাবে সহযোগিতা করা যাবে। বিশেষ করে মফস্বল সাংবাদিকরা অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকতা করে থাকেন।

উপস্থিত সকলেই ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন এবং আনোয়ার শাহজাহানের প্রস্তাব সমর্থন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। এ রকম ট্রাস্ট করলে অনেককে

স্মরণ সভায় গোলাপগঞ্জের উন্নয়ন, দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, সমস্যা ও সম্ভবনা কথা সবসময় তুলে ধরার জন্য গোলাপগঞ্জের সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। আর এগুলো তুলে ধরলে অজামিল চন্দ্র নাথের কর্মকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখার সম্ভব হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

জাতিসংঘে ড. ইউনূস : নতুন বাংলাদেশের গল্প শুনবে বিশ্ব

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে পৌঁছবেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন প্রতি বছরই বিশ্বনেতাদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। সরকারপ্রধান হিসেবে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবারই প্রথম এ অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন। এ বছর বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি হবে। জাতিসংঘ ভুক্তির রজতজয়ন্তী বিশেষভাবে পালন করবে বাংলাদেশ। যার মধ্যমণি হয়ে উঠবেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান। জাতিসংঘে উপস্থিত সব সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ মিশন আশা করছে, ৫০টি দেশের সরকারপ্রধান বা তাদের প্রতিনিধিরা এ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও এতে উপস্থিত থাকবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. ইউনূস দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফর নিউইয়র্কে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের জন্য সেখানে অবস্থানকালে বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ভাষণ দেবেন সাধারণ পরিষদের বৈঠকে। শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিশ্বনেতাদের সম্পর্ক অনেক আগে থেকেই। সামাজিক ব্যবসা নিয়ে দুনিয়ায় তোলপাড় তুলেছেন এই নোবেল লরিয়েট। তাঁর বক্তব্য শুনতে অধীর আগ্রহে থাকেন বিশ্বনেতারা। বিভিন্ন দেশের পাঠ্যসূচিতেও তাঁর চিন্তাদর্শন ঠাঁই পেয়েছে। জাতিসংঘে এবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে বিশ্ব মোড়লদের তিনি শোনাবেন নতুন বাংলাদেশ এবং ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কাহিনি। বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করবেন রাষ্ট্র মেরামতে তাঁর সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম। বিশ্ববাসী জানবে এক নতুন বাংলাদেশকে। যারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে অঙ্গীকারবদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশকে পরিচিত করেছে জগৎজুড়ে। যে মহান যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে পথ থেকে সরে আসার কারণেই বাংলাদেশ ভাবমূর্তির সংকটে পড়ে বিশ্বপরিসরে। দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বাসা বাঁধে সব ক্ষেত্রে। তা থেকে উত্তরণে জুলাই বিপ্লবের গল্প তিনি জানাবেন এবার বিশ্ববাসীকে।

সেনা ম্যাজিস্ট্রেসি : এক প্রশ্নের ১৭ জবাব

রিন্টু আনোয়ার

মনমতো কিছু না হলে প্রশ্ন করায় এখন আর ভয় থাকছে না। স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা আগেভাগেই এই অভয় দিয়েছেন পরপর দুবার। সাংবাদিকদের প্রথমবার বলেছেন, ভুল-ত্রুটি পেলে ধরিয়ে দিতে। পরেরবার একেবারে সাফ বলেছেন, নির্ভয়ে সরকারের সমালোচনা করতে। এর সুবাদে উপদেষ্টাদের কথা-কাজ-আচরণ সব কিছু নিয়ে মানুষ যার যার মতো কেবল প্রশ্ন নয়, সমালোচনাও করছে। কোথাও থেকে সামান্যতম বাধা আসছে না। কাউকে তুলে নিয়ে শায়েস্তা করার কোনো সংবাদও এখন পর্যন্ত মেলেনি। এ ধারাবাহিকতায় ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা নিয়ে সম্প্রতি সারা দেশে সেনাসদস্যদের কাজ নিয়ে কিছু প্রশ্ন ঘুরছে। কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে, এটি সিভিল আইনে কাভার করে না। সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেয়ায় ক্ষেপে যাবে বলে সংশয় প্রকাশও বাদ পড়েনি।

অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে- এ ধরনের প্রশ্ন বা সংশয় প্রকাশ করায় সরকারের কেউ ক্ষেপে যায়নি। এমন প্রশ্নকে সরকারবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী বলে তকমাও দেয়নি। এ ছাড়া প্রশ্নের অবকাশও রাখা হয়নি। অথবা প্রশ্নের আগাম জবাব দিয়েই সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। এখন থেকে সেনাবাহিনীর কমিশন্ড কর্মকর্তারা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন। এখন থেকে কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার কিংবা গ্রেফতারের নির্দেশ দিতে পারবেন তারা। সরকারের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে সেনাবাহিনীর ১৭টি কাজের এখতিয়ারের মধ্যে তা একদম পরিষ্কার। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮-এর ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৯৫(২), ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৩ এবং ১৪২ ধারা অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির এসব ধারা অনুযায়ী, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পাওয়ায় এখন থেকে সেনা কর্মকর্তাদের সামনে কোনো অপরাধ হলে অপরাধীদের সরাসরি গ্রেফতার করতে পারবে। দিতে পারবে জামিনও। সেখানে বলা হয়- বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে পারবেন সেনাকর্মকর্তারা। গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে পুলিশকে নির্দেশও দিতে পারবেন তারা। বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি করতে পারবেন।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, এখন থেকে সেনাকর্মকর্তারা বেআইনি সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে পারবেন। একই সাথে এটি বন্ধে বেসামরিক বাহিনীকেও ব্যবহার করতে পারবেন। সেখানে কারণ ও ব্যাখ্যা পরিষ্কার। এই অর্ন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বিভিন্ন দাবিতে রাস্তা আটকে মিছিল সমাবেশ করতে দেখা যাচ্ছে সরকারি বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের। কাউকে ধরপাকড় বা সভা পণ্ড করতে হয়নি। রাস্তা আটকে কারো সভা পণ্ড করতে হচ্ছে না। সমাবেশ বা বায়নানামায় গোল পাকানোর পাগলামি এরই মধ্যে কমে এসেছে। সেনাবাহিনীর ১৭ ক্ষমতার মধ্যে আছে স্থানীয় উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আদেশ জারি, সন্দেহভাজনকে আটক করাও।

আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে- এবার সেনাবাহিনী মাঠে নামানোর কাজটি পতিত সরকারই করে গেছে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ঢাকাসহ সারা দেশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে গত ১৯ জুলাই রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি ও সেনা মোতায়েন করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার। তাদের পতনের সময়ও সেনাবাহিনী মাঠেই ছিল। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্বিচার গুলি চালাতে সরকারের হুকুম তামিল করেনি সেনাবাহিনী। ফলে সরকারের হিসাব মেলেনি। পুলিশের মতো সেনাবাহিনীকে আগ্রাসী কাজে খাটাতে পারেনি স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার। তাদেরই মোতায়েনকৃত সেই সেনাবাহিনীর কমিশন্ড কর্মকর্তাদের এখন দেয়া হয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা। গত দুই দশকে বাংলাদেশের সব জাতীয় নির্বাচনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলেও তাদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা ছিল না। তারা বিভিন্ন কাজে মাঠ প্রশাসনকে সহায়তা করেছে। এরও আগে ২০০২ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে অপারেশন 'ক্লিনহার্ট' নামে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ওই অভিযানে তখন নিরাপত্তা হেফাজতে থাকা অবস্থায় অন্তত ৪০ জনের মৃত্যুর খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই ছিল তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিএনপির নেতাকর্মী।

নতুন অর্ন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়ায় আবারো এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হবে কি না সেই প্রশ্নের সাথে কিছু শঙ্কাও ঘুরছে। একবার চুন খেয়ে পরে দই দেখলেও ভয় পাওয়ার অভিজ্ঞতার জেরেই এই শঙ্কা। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলে তিন দিনের মাথায় ৮ তারিখ ক্ষমতা নেয় ড. ইউনূসের অর্ন্তর্বর্তী সরকার। এর পূর্বাপরে সারা দেশে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় ছিল পুলিশ। সে সময় ছাত্রদের সাথে নিয়ে মাঠের পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল সেনাবাহিনী। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে পুলিশও ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

বিভিন্ন খাতের কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মীরা জোর করে তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের উদ্যোগ নিচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর করে শিক্ষকদের পদত্যাগের ঘটনা ঘটছে। অনেক জায়গায় বিক্ষুব্ধ জনগণ আটককৃত আসামিদের ওপর হামলা করছে। শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে কল-কারখানা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। মাজারসহ ধর্মীয় স্থাপনায় হামলার ঘটনাও ঘটছে। এমন পরিস্থিতিতে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অর্ন্তর্বর্তীকালীন সরকার চেষ্টা করে পরিস্থিতি পুরোপুরি অনুকূলে আনতে পারেনি। ফলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, সারা দেশে আগামী দুই মাস নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব:) মো: জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, 'সেনাবাহিনী অনেক দিন ধরেই মাঠে আছে। তাদের একটা ক্ষমতার মধ্যে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য বাহিনীতে স্বল্পতা রয়ে গেছে। এটি পূরণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে আমরা এই দায়িত্ব দিয়েছি।'

অর্ন্তর্বর্তীকালীন সরকার কেন এই সিদ্ধান্ত নিলো এ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সরকারের আরেক উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ যেন ঠিক থাকে, জননিরাপত্তা যেন নিশ্চিত হয় সে কারণে একটি জরুরি পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে শুধু দুই মাসের জন্য।

মেসেজ তো পরিষ্কার। দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করেছে, এখনো করছে। সরকারি নির্দেশ পেলে মাঠ প্রশাসনকে সহায়তাও করেছে তারা।

দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ যখন যে রাজনৈতিক সরকারই ক্ষমতায় ছিল সব জাতীয় নির্বাচনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। কোনো কোনো জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকালে সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা দিতে ইসির কাছে দাবিও জানিয়েছিল কোনো কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল। কিন্তু অতীতের কোনো নির্বাচন কমিশনই সেনাবাহিনীকে সেই ক্ষমতা দেয়নি। নির্বাচন পরিচালনার পর তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। তবে কমিশন নির্বাচন পরিচালনা আইন বা আরপিওতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনাবাহিনীকে যুক্ত করেছে।

এর আগে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতিতে উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসেছিল বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি তারা। উ□া সে সময় ঢাকার রাস্তায় একের পর এক ওয়ার্ড কমিশনরাকে গুলি করে হত্যার মতো ঘটনা ঘটে। এই প্রেক্ষাপটে ২০০২ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে সরকারের নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা নিয়ে সারা দেশে একযোগে অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। নির্বিচারে তল্লাশি ও গ্রেফতার চালানো হয়। এই অভিযানের নাম দেয়া হয়েছিল অপারেশন ক্লিনহার্ট। অপারেশন ক্লিনহার্টের আওতায় সেনাবাহিনী বিভিন্ন জায়গায় যাদের আটক করে তাদের মধ্যে অন্তত ৪০ জনের বেশি হেফাজতে মারা যান বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। সেনাবাহিনী মোট ৮৪ দিন অভিযান পরিচালনার পর তাদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। যেদিন থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার শুরু হয়, তার আগের দিন 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ-২০০৩' জারি করা হয়। এর মাধ্যমে শেষ হয় অপারেশন ক্লিনহার্ট।

এবারের প্রেক্ষিতটা ভিন্ন। এখন পর্যন্ত সে সরকম কিছুর আলামত নেই। তবে অধ্যাপক ইউনূসের সরকার ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানোয় তেমন কোনো সঙ্কট তৈরি হবে কি না এ নিয়ে সংশয় তো আছেই। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে বড় কোনো ঝুঁকি না থাকলেও সরকারের এই সিদ্ধান্ত সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভালোভাবে নেবে না। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা এটি নিয়ে পরে ইস্যুও তৈরি করতে পারে।

তবে, শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশের চলমান বিভিন্ন ইস্যুতে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ অনেক রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক অবস্থায় সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেয়ার সরকারের এই সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তের জন্য যৌক্তিক মনে করছে সবাই। পাশাপাশি সেনাবাহিনীর এই ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার শুধু দেশে শৃঙ্খলা ফেরাতেই যেন কাজে লাগে সরকারকে সেদিকে নজর রাখার কথাও বলছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

সংশ্লিষ্টরা মনে করে, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ও খাতে বিশৃঙ্খলা চলছে, এই সঙ্কট কাটাতে সেনাবাহিনীর হাতে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা থাকলে মাঠের পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

বস্তুত মানুষ যাতে নিরাপদ বোধ করে এবং জনবান্ধব পরিবেশে চলাচল করতে পারে, সে জন্য সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের এই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দেরিতে হলেও অর্ন্তর্বর্তী সরকারের এ সিদ্ধান্ত সাধুবাদযোগ্য। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যে ধরনের অরাজক কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের তরফে কঠোর পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। বিগত সরকার পতনের পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোতে জনবলের স্বল্পতা লক্ষ করা গেছে। বিগত সরকারের সময়ে পুলিশের ভূমিকা ও পরবর্তীকালে সমাজে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতির অভাবে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় জনমনেও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছিল। ফলে দেশের সব জায়গায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশা করা যায়, সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পরিস্থিতির উন্নতি হলে সেনাবাহিনীর এ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভের পর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার কোনো অপপ্রয়োগ ঘটবে না, এমনটিই প্রত্যাশা। অবশ্য জনগণকেও সর্বাত্মক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কমিশন্ড অফিসারদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতার সুফল ভোগ করবে দেশের মানুষই। এ কথা অনস্বীকার্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি জনবান্ধব সুশৃঙ্খল বাহিনী। তাদের সাথে যোগাযোগে বা তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেনাবাহিনীকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়ার মাধ্যমে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে, এটিই সবার প্রত্যাশা।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ারের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন সম্পন্ন

খালেদ মাসুদ রনি:

সুনামগঞ্জবাসীর প্রাণের সংগঠন সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর বিকালে ইষ্ট লন্ডনের একটি হলে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ইন্সপেক্টর অব পুলিশ জনাব মোঃ আহবাব মিয়া।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ ছানাওর আলী কয়েছের সঞ্চালনায় শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলনা তরিকুল ইসলাম।

সভাপতি আহবাব মিয়ার স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে অধিবেশনের প্রথম পর্বে বিগত দু-বছরের রিপোর্ট পেশ করেন সাধারন সম্পাদক মোঃ ছানাওর আলী কয়েছ এবং আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ জনাব শামীম আহমদ।

অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন কমিশনার কাউন্সিলর হুমায়ুন কবীর আগামী দুই বছরের মেয়াদের (২০২৪-২৬) বিশিষ্ট শিল্পপতি মোহাম্মদ আবুল লেইছ সভাপতি ও মো. ছানাওর আলী কয়েছকে সাধারণ সম্পাদক এবং মোঃ শায়েখ মিয়াকে কোষাধ্যক্ষ ও কামরুজ্জামান চৌধুরীকে সিনিয়র সহ-সভাপতি করে ৬৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করেন।

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন- সহ-সভাপতি-মোঃ নজরুল ইসলাম, মজির উদ্দিন, আবদুল মালিক কুটি, আবদুর রব, খালেদ কামালী, সৈয়দ জিল্লুল হক, সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ, মাছুম মিয়া তালুকদার, শামীম আহমদ, রেদোয়ান খান, মোঃছানু মিয়া, তাহিরুল ইসলাম (আবু তাহের), আবুল মনসুর রুমেল, অধ্যাপক আব্দুর রব ও ব্যারিসটার রফিক আহমদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মাওলনা তরিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক সবুজ মিয়া, মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, মাহবুবুর রউফ নয়ন, মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, হোসেইন আহমদ, নজির উদ্দিন, তফাজ্জুল আলী, আনছার মিয়া, বদরুল ইসলাম, জাকির হোসেইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুজিব কিবরিয়া তালুকদার, মোহাম্মদ আমীর হোসেন, দিলবর আলী, মোঃ শামীমুর রহমান, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট আমীর উদ্দিন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক-জুলহাস আহমদ

চৌধুরী, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলনা আবদুল ওয়াদুদ লতিফি, আন্তর্জাতিক সম্পাদক -মিজানুর রহমান হিরু, সদস্য সচিব-মো. জরীফ উল্লাহ, সংসকৃতি বিষয়ক সম্পাদক -মৌলনা আবু ছাদেক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক -মোহাম্মদ আলী সেলিম। নির্বাহী সদস্যবৃন্দ হলেন, কাউন্সিলর ভিপি ইকবাল হোসেন, ব্যারিষটার শাহ মিছবাউর রহমান, নুরুল আমীন (সাবেক চেয়ারম্যান), অধ্যাপক ওমর ফারুক, আলা উদ্দিন আহমদ মুক্তা, আবু সুফিয়ান চৌধুরী খোকন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ফজলুল করীম, মকসুদ আহমদ, ইকবাল হোসেন, আবুল হাসনাত কয়েছ, মহি উদ্দিন জিলু আহমদ, মো. জাহির আলী (আপ্তাব), আবুল কাসেম আলীম, মোঃ বশীর আহমদ, মোঃ ফারুক মিয়া, ফারুক আহমদ, এম এ বাছিত শেলু, আবুল হোসেন রফিক, আবুল হোসেন, আলী মোহাম্মদ রহমান মকবুল, আলকাছ মিয়া ।

উলেখ্য, অপর দুজন নির্বাচন কমিশনার জামাল উদ্দীন মকদ্দুছ বিশেষ প্রয়োজনে বাংলাদেশে অবস্থানের কারনে এবং অধ্যাপক মাহবুব হোসেন অসুস্থতাজনিত কারণে সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

সম্মেলনে নব নির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে রাখেন প্রধান অতিথি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সাইফ উদ্দীন খালেদ, ডেপুটি মেয়র মায়ুম মিয়া তালুকদার, ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর শুলুক আহমদ, সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাউন্সিলর ভিপি ইকবাল হোসেন, সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার শাহ মিসবাউর রহমান, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আতাউর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক খসরু খান, সুনামগনজের সাবেক সহকারী জাজ্ ব্যারিস্টার এনামুল হক, ব্যারিস্টার রফিক আহমদ, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকে'র সাবেক সভাপতি মনছব আলী জেপি, বিসিএ ইউকে'র সাধারন সম্পাদক মিঠু চৌধুরী, কাউন্সিলর লুৎফা রহমান, কাউন্সিলর সৈয়দ শেয়খুল ইসলাম, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, কাউন্সিলর আবদুল মন্নান, ছাতকের সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়াম্যান রাশিদা খানম নানসি, মৌলনা শুয়েব আহমদ, হবিগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশন ইউকে'র সভাপতি এম এ আজিজ,সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক কোষাধ্যক্ষ মাষ্টার সিরাজ উদ্দীন,জগন্নাথ পুর বৃটিশ বাংলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি আকিক এফ রহমান,বিশিষ্ট আইনজ্ঞ কাজী গৌছ মিয়া, ফজলুল করীম চৌধুরী, সৈয়দ এনামুল হক, নুরুল ইসলাম এমবিই, সাবেক চেয়ারম্যান নূরুল আমীন, কবি ও সাংবাদিক আবু সুফিয়ান চৌধুরী খোকন, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সফিক আহমদ, শওকত আলী, মাস্টার এম এ গফুর, মাহবুবুর রউফ নয়ন, আবদুস সোবহান, মোহন মিয়া, জগমবর আলীসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সুনামগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরে সাবেক সভাপতিসহ নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ সুনামগঞ্জবাসীর সুখে দুঃখে পাশে থেকে সুনামগঞ্জের উন্নয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সবাইকে ধন্যবাদ ও দেশে-বিদেশে সুনামগঞ্জবাসী সকলের সহযোগিতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

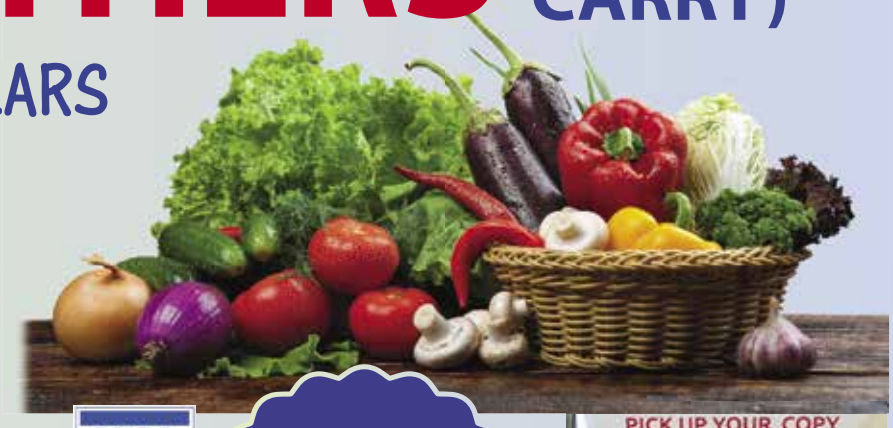

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

মুসলিম হেল্প ইউকের বার্ষিক কুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষায় উৎসাহিত করতে এক কুরআন প্রতিযোগিতার অয়োজন করে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা মুসলিম হেল্প।

গত ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার লন্ডন মুসলিম সেন্টারে বিকাল ৪টা থেকে এ অনুষ্ঠান শুরু হয়। লন্ডনের বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৮ জন ছেলে-মেয়ে এ কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিম হেল্পের চেয়ারম্যান আব্দুছ ছোবহানের সভাপতিত্বে ও চ্যারিটি কো-অর্ডিনেটর অখলাকুর রহমানের পরিচালনায়, বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার কারী আহমেদ হাসান, উস্তাদ হামজা, শেখ আব্দিল ফাত্তাহ, কাদির, আশরাফুল হুদা, আক্তার হোসাইন, শামীম আশরাফ, মোহাম্মদ আনোয়ার খান, জান্নাতুল ইসলাম, গয়াস মিয়া, ইলিয়াস আলী পাশা প্রমুখ।

অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক, লেখক এ কে এ আবু তাহের চৌধুরী, সচিন্তা লিটল ম্যাগাজিনের নির্বাহী সম্পাদক, ব্যাংকার সৈয়দ সোহেল আহমদ, কবি আব্দুল মুহিত, সাংবাদিক শাকিল আহমদ সোহাগ, যুবনেতা আনোয়ার খান, মানিক মিয়া সহ অংশগ্রহণকারী ছেলে মেয়েদের পিতা-মাতা ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী।

আবু সায়েদ আনসারী, হাফিজ মুস্তাক আহমেদ ও রেজাউর রহমান। এতে বিপুল সংখক মা, বাবা ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের বার্ষিক ডিনারে, সিলেটের বিশ্বনাথে প্রথম মেটার্নিটি হসপিটাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফান্ডরাইজিং ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাসপাতালের ফাউন্ডার লাইফ মেম্বারদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুসলিম হেল্প চ্যারিটির সিইও সিদ্দিক আলী, অনুপম নিউজ টোয়েন্টিফোর ও দৈনিক প্রেসনোট সম্পাদক সাংবাদিক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, কলেজ শিক্ষক মুহাম্মদ রুহানি, বারাকা রেস্তোরাঁ এর ডিরেক্টর ইসলাম উদ্দিন, কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব তাজ উদ্দিন, আব্দুল বার্ষিক ডিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে ও দুআ পরিচালনা করেন জনপ্রিয় টিভি প্রেজেন্টার আবু সায়েদ আনসারী।

দুটি পর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যাচাই করে তিন জনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয় এবং বাকি সবাইকে সম্মান সূচক মেডেল ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয় ।

বিচারকরা বলেন, ছেলে মেয়েকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুসলিম কমিউনিটিকে আরো সচেতন ও উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে, এতে ছেলে মেয়েরা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হবে না। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটসের ‘বি ওয়েল’ অ্যাপ চালু

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন লেজার সার্ভিস “বি ওয়েল” একটি নতুন অ্যাপ চালু করেছে। আপনি যদি একজন সদস্য হন, আপনি এখন সহজেই জিম, সাঁতার এবং ফিটনেস ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন এবং আপনার আগ্রহের জন্য তৈরি করা নতুন সেশনগুলি আবিষ্কার করতে পারেন। স্থানীয় কমিউনিটিগুলোর সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার বিষয়টি প্রচারের জন্য আমাদের লেজার সার্ভিসে আমরা বিপুল বিনিয়োগ করছি।

মে মাস থেকে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বিনামূল্যে লাইফগার্ড প্রশিক্ষণ সহ বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ চালু করেছে যার মধ্যে রয়েছে অবসর সময়ে ক্যারিয়ার এবং ১৬ বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী ও মেয়েদের জন্য এবং ৫৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সী পুরুষ বাসিন্দাদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার কাটার সুবিধা ইত্যাদি।

লেজার সার্ভিসটি স্ট্রিমলাইন করার জন্য অ্যাপটি চালু করা হল। আপনি গুগল প্লে বা অ্যাপল স্টোর থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারেন। এটি দ্রুত ডাউনলোড করা যায় এবং ব্যবহার করাও খুব সহজ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সেকেন্ডারি স্কুলে টিকাদান কার্যক্রম

একটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করার আগেই বেশিরভাগ টিকা দেওয়া হয়, তবে কিছু টিকা রয়েছে যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষিত, অত্যন্ত অভিজ্ঞ টিকাদাতাদের একটি দল আপনার সন্তানের স্কুলে যাবেন এবং ভ্যাকসিন বা টিকা দেবেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার সন্তানকে টিকা দেওয়ার জন্য আপনার সম্মতি প্রদান করা।

টিকা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক- নীচের লিঙ্কটি ব্যবহার করে আপনার সন্তান তাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে যে ভ্যাকসিন গুলো পেতে পারে সে সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে হলে ভিজিট করুন।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH RICE MEAT CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

ইউকের বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভা অনুষ্ঠিত

গ্রেট ব্রিটেনে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রেরণে, ব্রিটিশ বাঙালিদের কল্যাণে ও নিজেদের ঐক্যতানে ব্রিটেনে বাংলা মিডিয়ায় রিপোর্টার্সদের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম সংগঠন-ইউকের বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সভা লৈন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এতে

বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা শেষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

গত মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পূর্বলন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি, ডেইলী স্টারের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি আনসার আহমদ উল্লাহর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক, ডিবিসি নিউজের যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি জুবায়ের আহমদের পরিচালনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন - বাংলা মিররের বিশেষ প্রতিনিধি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, ব্রিটিশ বাংলা নিউজের সম্পাদক এটিএম মনিরুজ্জামান, সংগঠনের সহসভাপতি, জগন্নাথপুর টাইমসের সম্পাদক সাজিদুর রহমান, সংগঠনের সহসভাপতি, ২৬ শে টেলিভিশনের সিইও জামাল আহমদ খান, ইকরা টিভির পেজেন্টার মিজানুর রহমান মীরু, সংগঠনের ট্রেজারার - ইউকে বাংলা গার্ডিয়ানের সহকারী সম্পাদক এসকেএম আশরাফুল হুদা, এসিসটেন্ট ট্রেজারার, নলজুরের লন্ডন প্রতিনিধি ও জগন্নাথপুর টাইমসের নিউজ এডিটর মির্জা আবুল কাসেম, এসিসটেন্ট সেক্রেটারী, জগন্নাথপুর টাইমসের কন্টিভিউটিং রিপোর্টার মুহাম্মদ সালেহ আহমদ, অনুপম নিউজ২৪ এর সম্পাদক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী ও মাছুম জামান প্রমুখ।

সভায় ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটি শিক্ষা বৃত্তি ২০২৫ খ্রি. আগামী জানুয়ারি মাসে প্রদান করা হবে। এর জন্য পূর্বের নীতিমালা অনুসরন করে অনুদান প্রদানকারীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইউকেবিআরইউ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২৪ খ্রি এবং বেস্ট রিপোর্টার অফ দ্যা ইয়ার ২০২৪ খ্রি, প্রদানে প্রস্তুতি গ্রহণে সিদ্ধান্ত হয়। এ সভায় আরো অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় এবং এজিএম নভেম্বরে করার সিদ্ধান্ত হয়। সংবাদ

যুক্তরাজ্য খেলাফত মজলিসের নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার নির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের ফোর্ডস্কয়ার কনফারেন্স হলে এই সভা হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় অভিভাবক পরিষদের সদস্য ইমাম মাওলানা ফরিদ আহমদ খান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ, যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মুফতী হাবীব নুহ ও হাফিজ শায়খ জালাল উদ্দিন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতির আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান,সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম,সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইকবাল হোসাইন, সহ সভাপতি হাফিজ মাওলানা ছালেহ আহমদ,সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া,সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছাদিকুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মন্‌জুরুল হক,বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান,নির্বাহী সদস্য ক্বারী মাওলানা আব্দুল জলিল,মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,মাওলানা আহমদ হোসাইন, হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন প্রমুখ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, সারা দেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের এক নতুন গণজাগরণ তৈরী হয়েছে। দলে দলে আলেম উলামা সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ সংগঠনে যোগদান করেছেন। গণজাগরণকে কাজে লাগিয়ে বৃটেনেও সাংগঠনিক কার্যক্রম কে আরো জোরদার ও গতিশীল করতে হবে। সভায় সাংগঠনিক কার্যক্রম আরো জোরদার ও গতিশীল করতে বেশ কয়টি শহরে সফর সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরিশেষে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত ও দেশ জাতির কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও ব্রাডফোর্ড তাওক্কুলিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব শায়খ মাওলানা আব্দুল জলিল বলরামপুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

হাই উইকাম্বের রয়্যাল গ্রামার স্কুলে বাকস বাংলা উৎসব অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে হাই উইকাম্বের রয়্যাল গ্রামার স্কুলে বাকস বাংলা উৎসব-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক নারী পুরুষ শিশু কিশোর অংশগ্রহণ করেন। যা বাংলাদেশের সংস্কৃতি, খেলাধুলা, কমিউনিটি এবং দাতব্য কাজের এক উজ্জ্বল উদযাপনে পরিণত হয়েছিল। উৎসবটি সকাল সাড়ে ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে, যেখানে পারিবারিক বিনোদন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং একটি মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন কার্যক্রম ছিল। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত একটি চ্যারিটি গালা ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে কমিউনিটির অসামান্য অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়।

উৎসবটি পরিবার-বান্ধব কার্যক্রমে পূর্ণ ছিল, যার মধ্যে বাউন্সি ক্যাসল, ফায়ার ব্রিগেড প্রদর্শনী এবং ২৫টি স্টল ছিল, যেখানে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশি স্ট্রিট ফুড, পোশাক এবং মেহেদির পরিষেবা ছিল। দর্শনার্থীরা শিমু ও বকুলের স্ট্রিট ফুড, ভোজন বিলাস ইউকে, মেঘবালিকা এবং আম্বিয়ার বুটিক এর মতো স্টলগুলিতে ভিড় করেন, এবং অক্সফোর্ড কলেজ, কুটচেনহাউস হাই উইকাম্ব এবং এমজে অ্যাকাউন্ট্যান্টস লন্ডন বিভিন্ন তথ্য এবং সেবা প্রদান করে।

খেলাধুলা প্রোগ্রামটি দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত চলতে থাকে, যেখানে ক্যারাম বোর্ড, ২৯ কার্ড এবং লুডো এর মতো জনপ্রিয় গেমস ছিল, এবং শিশুদের জন্য ছিল চিত্রাঙ্কন ও ফ্যাশন শো প্রতিযোগিতা। শিশুদের প্রতিযোগিতাগুলো ছিল একটি বড় আকর্ষণ, যেখানে জারিফ চিত্রাঙ্কন, মাইশা যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় এবং ইনামুল হক শাপলা সিটি এবং কাটাল ইউনাইটেডের মধ্যে অনুষ্ঠিত ফুটবল ম্যাচে সেরা গোলদাতা হিসেবে মুকুট পরেন।

উৎসবের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে একটি ছিল বিবিএফ মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট, যেখানে ছয়টি দল অংশ নেয়। বয়স্কদের ক্যাটাগরিতে, ঢাকা ড্রাগনস চ্যাম্পিয়ন হয় এবং তারা ট্রফি, মেডেল এবং ১৫০ মূল্যের চেক পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করে। রানার-আপ ছিল সিলেট স্ট্রাইকার্স, যারা মেডেল পায়, এবং এহতেশাম নাজির টুর্নামেন্টের সেরা গোলদাতা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

উৎসবে বিকাল আড়াইটা থেকে ৪টা ১৫ পর্যন্ত একটি জমজমাট বাংলা লোকসঙ্গীত ও ব্যান্ড কনসার্ট ছিল, যেখানে বিশিষ্ট শিল্পী গৌরি চৌধুরী এবং তারিক ও বন্ধুরা পারফর্ম করেন। দিনের শেষে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মানিত করা হয়। হাই উইকাম্বের মেয়র কাউন্সিলার নেইথন থমাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাথে ছিলেন বিবিসিসিআইয়ের ইমেরিটাস উপদেষ্টা শাহাগির বখত ফারুক, সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মদু আচার্য, বিবিএফ উপদেষ্টা এবং আয়োজকগণ ।

উৎসবের পর একটি চ্যারিটি গালা ডিনার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাকিংহামশায়ার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কাউন্সিলার মিমি হার্কার ওবিই এবং মিস্টার রবিন হার্কার। এসময় কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদাদের জন্য তিনজনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আজহারুল হক (স্কলার অফ দ্য ইয়ার ২০২৪), রূপী আমিন এবং ডার্টফোর্ড সপ্ত সুর বাংলা স্কুল (দ্য আপলিফটার অ্যাওয়ার্ড ২০২৪), কাজী জহিরুল ইসলাম (দ্য কমিউনিটি স্টার ২০২৪)।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাসুদ আহমদ খান (প্রাক্তন বিবিসি বাংলা প্রযোজক), জুলফিকার রহমান (সলিসিটার), বশির আহমেদ (ব্যাবসায়ী) এবং জুবায়ের বাবু (ইসলাম চ্যানেল বাংলার প্রধান)।

এই ফেস্টিভেল টাইগার গার্ডেন, এভারেস্ট ফুডস এবং অক্সফোর্ড কলেজ সহ বিভিন্ন স্পনসর দ্বারা উদারভাবে সমর্থিত হয়। অন্যদিকে, র‍্যাফেল ড্রয়ের পুরস্কারের মধ্যে ছিল মিস্টার ইন্ডিয়া থেকে ২ জনের খাবারের ভাউচার এবং চিলডারন মোটরিং কোম্পানি থেকে একটি বিনামূল্যে এমওটি পরিষেবা।

বাকস বাংলা উৎসব সাংস্কৃতিক গৌরব এবং দাতব্য কাজকে একত্রিত করেছে। এই ইভেন্টটি স্থানীয় কমিউনিটিকে একত্রিত করেছে, বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির কিছু অংশ উপস্থাপন করেছে এবং জনহিতকর দাতব্য কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

চবি এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে পুনর্মিলনী সম্পন্ন

উৎসবমুখর পরিবেশে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার লন্ডনের চ্যাড্ওয়েল হিথস্হ "মেফেয়ার ভ্যানু" হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী তাদের পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ছিল স্মৃতিচারণ, গুণীজন সম্মাননা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যাফেল ড্র এবং পুনর্মিলনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ মোঃ আবু নাসের তালুকদার, ফারজানা করিম ও ইউসুফ রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। এরপর জাতীয় সংগীত ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের জন্য চবির শিক্ষার্থী কবি ও গীতিকার মোঃ নুরুল ইসলাম-এর লিখা টাইটেল সংগীত পরিবেশন করা হয়। এর পরেই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি একেএম ইয়াহ্ইয়া। তিনি এ অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের বিভীন্ন শহর থেকে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানে প্রায় ৪৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি সালেহ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক এ এস এম আবু নছর তালুকদার, ট্রেজারার মাসুক আহমেদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সরওয়ার হোসেন এবং বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মো. আব্দুল হান্নান সহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এ অনুষ্ঠানের বাড়তি আকর্ষণ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী "শাটল ট্রেইন", বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটের আদলে নির্মিত "একটি গেইট" ও ঐতিহ্যবাহী "মউর দোয়ান"।

উপস্থিত শিক্ষার্থীরা এই স্থাপনাগুলোর ভিতরে বাইরে ছবি উঠানো সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্মৃতির মাঝে কিছুক্ষনের হলেও নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেন। মধ্যা[] ভোজের পর সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক শিরিন তাজ বেগম মিরার তত্ত্বাবধানে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেন নাসরিন আক্তার বাপিন, সুমিত্রা সেন, শর্মিলা দাশ, লাবনী বড়ুয়া, সেলিনা গোমেজ, লুনা সাবিরা, নাজরাতুন নাইম, হীরা দেলওয়ার, দীপক, সায়েক সওদাগর, অনুপম সাহা, মুন্নী বড়ুয়া, জয়শ্রী দত্ত, মহুয়া চৌধুরী, উপল, মুন্না, শহীদুল ইসলাম সাগর, ফারজানা করিম, ইউসুফ রেজা, ইব্রাহীম জাহান, প্রিয়ন্তী, তাহিয়া প্রমুখ। এরপর সংগঠনের সভাপতি একেএম ইয়াহ্ইয়ার পরিচালনায় গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রফেসর ড. নুরুন নবী, ড. নুরুল আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মাবুদ সৈয়দ, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সালেহ আহমদ, আনোয়ার হোসেন মজুমদার এবং ওসমান গনী-কে সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুণর্মিলনী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'স্মৃতিতে মুখরিত ক্যাম্পাস'-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। চৌধুরী জিন্নাত আলী এবং আফতাব উদ্দিন এর পরিচালনায় র‍্যাফেল ড্রতে লোভনীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। এতে প্রথম পুরস্কার ছিল একটি টেলিভিশন। এছাড়া ছিল মোবাইল, ওভেনসহ নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার। বিকালের দিকে "মউর দোয়ান" থেকে সবাইকে ছোলা, পেয়াজি, মুড়ি, ফোসকা, জিলাপী ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিমানে ভাড়া হ্রাসের দাবীতে প্রবাসে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত

সিলেটের ওসমানী বিমানবন্দরকে পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর, অন্যান্য এয়ার লাইনের ফ্লাইট চালু, টার্মিনালের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন, যাত্রী হয়রানী বন্ধ ও বিমানের ভাড়া কমানোর দাবীতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহবাব হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন- বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, ডঃ এম এ আজিজ, কমিউনিটি নেতা এম এ রব, মোহাম্মদ আজম আলী, শাহ শেরওয়ান কামালী, ইউসুফ জাকারিয়া খান, সৈয়দ মামুন আহমদ, এম আর চৌধুরী, জিতু মিয়া, নুরুল হক প্রমুখ।

সভায় দীর্ঘ আলোচনাক্রমে একটি ক্যাম্পেইন কমিটি গঠন করে দেশে বিদেশে আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সমীপে স্মারকলিপি ও বাংলাদেশে ডেলিগেট প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সভায় সকল সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে যোগদানের অনুরোধ জানানো হয়। এ সভায় একটি ক্যাম্পেইন কমিটি গঠন করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ভিকি পার্কের জন্য ভোট দিন

আবারও গ্রিন ফ্ল্যাগ পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ডের জন্য দৌড়ে রয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটসের সবচেয়ে জনপ্রিয় পার্ক ভিক্টোরিয়া পার্ক। এই এওয়ার্ড হচ্ছে যুক্তরাজ্যের সেরা পার্ক গুলোর স্বীকৃতি প্রদানকারী একটি জাতীয় পুরস্কার প্রকল্প। ভিক্টোরিয়া পার্ক সারা বছর ধরেই সঙ্গীত উৎসব থেকে শুরু করে কমিউনিটির নেতৃত্বে অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে ৪,০০০ টিরও বেশি গাছ, হ্রদ, একটি নৌকা চালানোর উপযোগী পুকুর, খেলার মাঠ এবং খেলাধুলা ও বিশ্রামের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে।

বারার মানুষের গর্বের এই পার্কটিকে ১২তম বছরের জন্য দেশের সেরা ১০টি পার্ক গুলোর মধ্যে একটি হিসাবে মানচিত্রে দৃড়ভাবে রাখার জন্য ১১ অক্টোবর পর্যন্ত ভোট দেয়া যাবে। যারা আগ্রহী তারা ওয়েবসাইটে গিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্ককে ভোট দিতে পারেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আরবি পড়াইতে চাই

আপনি কি আপনার সন্তানকে সহিহ শুদ্ধভাবে তাজবীদ সহকারে কুরআন শিক্ষা দিতে চান? ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলিম ও আলিমা (মহিলা) দ্বারা কুরআন শরীফ ও দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হয়।

যোগাযোগ : আহসান আহমেদ (ক্বারী ও আলিম)
Mob: 07466 689 586
WD: 29-33

সিলেট শহরে বাড়িসহ জায়গা বিক্রি

শাহজালাল উপশহরের সি-ব্লক হতে তিন মিনিট হাঁটার দূরত্বে ও সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের সন্নিকটে

সাড়ে ৪০ ডেসিমেল জায়গার উপর নির্মিত দু'তলা ফাউন্ডেশনের একতলা বাড়ি জায়গাসহ বিক্রি হবে।

মূল্য আলোচনা সাপেক্ষে। জায়গার সব কাগজপত্র সম্পূর্ণ সঠিক পাবেন। ইনশাআল্লাহ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। বিক্রয়মূল্য ফোনে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

এছাড়াও, সৈদানীবাঘ জামে মসজিদের পাশে বাড়ি তৈরির উপযোগী আরো সাড়ে ৭ ডেসিমেল জায়গা বিক্রি হবে। দাম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবেন।

সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ, যারা প্রকৃত আগ্রহী শুধু তারাই কল করবেন। অনর্থক ফোন করে কষ্ট দিবেন না। দয়া করে নামাজের সময় ফোন করবেন না।

Contact:
07305 568 096, 07305 566 834
WD:30-33

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের মতবিনিময় সভা

এয়ারপোর্টে প্রবাসী হয়রানি বন্ধ ও বিমানের ভাড়া হ্রাস করার দাবি

গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে নর্থ ওয়েষ্ট রিজিওনে বসবাসরত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে ওলডহ্যাম শহরের ওবিএ মিলোনিয়াম সেন্টারে গত ২২ সেপ্টেম্বর দুপুরে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিতি

ছিলেন।

প্রবীণ কমিউনিটি লিডার খোন্দকার আব্দুল মছব্বির এমবিইর সভাপতিত্বে ও গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কমিটির কনভেনর সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর ও বিশিষ্ট সমাজসেবক এডভোকেট মীর গোলাম মোস্তফার যৌথ পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ৭১ এর বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আব্দুল ক্বাইউম কয়ছর, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কো কনভেনার বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মসুদ আহমদ, প্রবীণ কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব আলহাজ্ব সুরাবুর রহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি সংগঠক নাজমুল ইসলাম, কাউন্সিলার মন্তাজ আলী আজাদ ও সৈয়দ মুজিবুর রহমান।

সভায় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবুর রহমান মুজিব, মুমিন খান, মোহাম্মদ আলী সালিক, এ বি রুনেল, দেওয়ান মহসিন আহমেদ, দবির আলী, মদরিছ আলী, মোহাম্মদ শিপার মিয়া, সৈয়দ সাইফুল ইসলাম সুমিত, শফিক মিয়া, হাজি জুয়েল মিয়া প্রমুখ ।

সভায় বক্তারা গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং নর্থ ওয়েষ্ট রিজিয়নের সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সহ সকল বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা, ওসমানী বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনালের কাজ চার বছরে মাত্র বিশ শতাংশ হওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে কাজ সমাপ্ত করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া গৃহিত প্রস্তাবে, বিমানের ভাড়া হ্রাস, ওসমানী বিমানবন্দরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু, প্রবাসীদের বাংলাদেশী পাসপোর্টকে দেশে আইডি হিসাবে গ্রহণ, পাওয়ার অব এর্টনির বেলায় ব্রিটিশ পাসপোর্টকে আইডি হিসাবে গ্রহণ, অতি সত্তর এনআইডি কার্ড প্রদানের দাবী জানানো হয় ।

সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন শাহজাহান আহমেদ, মুফাজ্জিল খান, সৈয়দ মিজান, সুহেল মিয়া, গোলাম রব্বানী, হারুন মিয়া, আব্দুল মতিন, মুজিবুর রহমান, শফিক মিয়া, মুসুরান রহমান, জি এম চৌধুরী নিক্সন, মাওলানা নুরুল হক, খালেদ আহমদ, আফসার শামীম, মইনুল চৌধুরী ময়নু, সৈয়দ সুরুক মিয়া, মানফর আলী, মাসুকুর রহমান সাচ্চু, মাকদ্দুস আলী, ফয়ছল রহমান ও আব্দুল মতিন প্রমুখ ।

সভায় নর্থ ইষ্ট রিজিয়নের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে মরহুম গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, আলহাজ্ব মফচ্ছিল আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম নুরানী চৌধুরী হুমায়ুন, হাসান চৌধুরী,আলহাজ্ব মকসুদ আলী, হাফিজুর রহমান ও আব্দুস শহীদসহ বিভিন্ন নেতাদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে রুহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হয়। মোনাজাত করেন হাফেজ মাওলানা হাবিবুর রহমান। পরিশেষে উপস্থিত সবাইকে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যে জাসদের সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্য জাসদ এর এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে উদ্ভূত অনভিপ্রেত ও অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতাকে বিবেচনায় নিয়ে এই সভা আয়োজন করা হয়।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ইস্ট লন্ডনের নিউরোডের হল রুমে জাসদ যুক্তরাজ্য এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহজাহানের সঞ্চালনায় এবং সহ সভাপতি এডভোকেট মজিবুল হক মনি'র সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঢালাওভাবে রাজনৈতিক নেতাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে গ্রেপ্তার ও হয়রানি করা, নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুর করা, সারাদেশ ব্যাপী অহরহ গণপিটুনীর মাধ্যমে নিরীহ নির্দোষ লোকজনকে হত্যা করা, বিভিন্ন স্থানে নারীদের উপর হামলা করা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মূল্যবোধকে হেয় প্রতিপন্ন করে বিভিন্ন কর্মকান্ড সংগঠিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর বক্তারা বিশদভাবে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা করেন।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের বিপ্লবী সভাপতি, অবিসংবাদিত জননেতা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক বীর মুক্তিযুদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জনাব হাসানুল ইনু'কে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলার মাধ্যমে ইতমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই সময়ে জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহঃসভাপতি এবং সিলেট জেলা জাসদের বিপ্লবী সভাপতি জনাব লোকমান আহম্মদকে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলার আসামী করা হয়েছে এবং দুর্বৃত্তদের কতৃক তাঁর সিলেট বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়েছে।

সভায় বক্তারা ১৪ দল নেতা হাসানুল হক ইনু এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কাস পার্টির প্রধান, বর্ষিয়ান জননেতা রাশেদ খান মেননকে গ্রেপ্তার, লোকমান আহম্মদের উপর মিথ্যা মামলা এবং তাঁর বাসভবন ভাঙচুরের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং অবিলম্বে তাঁদের উপর মিথ্যা ও বানোয়াট মামলাগুলো তুলে নেয়া সহ দেশে চলমান আইন শৃংখলার অবনতিতে গণপিটুনির মাধ্যমে হত্যা, লোকজনের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লুটপাট সহ সকল আইনবহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করার জন্য বর্ত্তমান অন্তবর্তিকালীন সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। জরুরী সভায় বক্তব্য রাখেন দলের কার্যকরী কমিটির সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ এনামুল হক বদরুল, মতিউর রহমান মতিন, সাবুল শামছুজ্জামান ও মাহমুদুর রহমান শানুর।

সভার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন জনার আহমেদ হোসেন খান শামীম ও ইকবাল আহমেদ। বিশেষ ব্যক্তিগত দ্বায়বদ্ধতার কারনে উপস্থিত হতে পারছেন না বলে জানান, এমরান আহমেদ, আবদুল হালিম চৌধুরী, সালেহ আহমেদ, রেদওয়ান খান, শাজাহান মিয়া, হেলাল আহমেদ ও জ্যোৎস্না পারভীন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইষ্টহ্যান্ডসের ফ্রি স্মার্ট ফোন পেলেন ৪০ জন

লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ইষ্টহ্যান্ডস, গুড থিংস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২০ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ৪০টি স্মার্ট ফোন বিতরণ করেছে।

যারা বেনিফিট ও ইউনিভার্সেল ক্রেডিটে আছেন-এমন মানুষদের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট একসেস নেয়ার জন্য ন্যাশনাল ডিভাইস ব্যাংকের কাছ থেকে গুড থিংস

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফোনগুলো ইষ্টহ্যান্ডস চ্যারিটি বিতরণ করেছে।

এই উদ্যোগটি ইষ্টহ্যান্ডসের পূর্ববর্তী ফ্রি সিম কার্ড বিতরণ ক্যাম্পেইনের ধারাবাহিকতা, যা ভার্জিন মোবাইল, থ্রি মোবাইল, এবং ভোডা ফোনের সহযোগিতায় করা হয়েছিল এবং স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়েছিল। চলমান এই প্রচেষ্টায় মোবাইল ডিভাইসের সংযোজন সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ডিজিটাল অ্যাক্সেসে জরুরি প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে।

স্মার্ট ফোন হাতে পেয়ে সাফিয়া খাতুন নামের এক নারী বলেন, তিনি তার ভিন্নভাবে সক্ষম ছেলেকে নিয়ে থাকেন। একটি স্মার্ট ফোন কেনার সামর্থ ছিলো না। এই স্মার্ট ফোন পেয়ে ভালো লাগছে।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে স্মার্ট ফোন বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ইষ্টহ্যান্ডসের ট্রাস্টি ও চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিন, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, ট্রাস্টি বাবলুল হক, সিইও আ স ম মাসুম, সাংবাদিক ে-া ফুটবল কোর্ডিনেটর আহাদ চৌধুরী বাবু, ভলান্টিয়ার কোর্ডিনেটর রুমানা রাখি, মোহাম্মদ কিনু, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, বিশ্বদীপ দাশ, ইস্টহ্যান্ডস এম্বাসেডার সাংবাদিক পলি রহমানসহ আরো অনেকে। লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের বলেন, ইষ্টহ্যান্ডস অসাধারণ ব্যাতিক্রমী প্রজেক্ট ডেলিভারি করে। আজকের স্মার্ট ফোন ডেলিভারি অনুষ্ঠান তারই একটি উদাহরণ। আজকে যারা এসেছিলেন তাদের সবাই কষ্ট অব লিভিং ক্রাইসিসে ভুগছেন। তাদের এই স্মার্ট ফোন খুব কাজে লাগবে।

ইষ্টহ্যান্ডস চেয়ারম্যান নবাব উদ্দিল বলেন, ইষ্টহ্যান্ডস চ্যারিটি ন্যাশনাল ডাটা ব্যাংক ও গুড থিংস ফাউন্ডেশনের সাথে পার্টনারশিপে কাজ করছে। এই লটে আমরা ফ্রি ৪০ টি স্মার্ট ফোন দিয়েছি। এর আগে আমরা ন্যাশনাল ডাটা ব্যাংকের সহায়তায় ৪০ জনকে ফ্রি ইন্টারনেটসহ সিম দিয়েছি। আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিগত সরকারের গুম-খুন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দ্রুত বিচার দাবিতে প্রতিবাদ সভা

পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ সরকারের গুম-খুন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দ্রুত বিচার দাবিতে লন্ডনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন 'স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশ' এর আয়োজনে গত ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের একটি হল

রুমে এই প্রতিবাদ সভা হয়।

সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুকুলের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট সাইফুর রহমান পারভেজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর নির্বাহী সম্পাদক নিজাম উদ্দিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক এম এম ইয়াজদিন। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শাহিন আলম, মিডিয়া সম্পাদক সিরাজুম মুনির, সহ প্রচার সম্পাদক শিব্বির আহমদ, মানবাধিকার কর্মী আব্দুল মুহিত, আদুল লাতিফ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যা চালানো পলাতক শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের সকল মন্ত্রী, এমপি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। গুম, খুন ও নির্যাতনের সাথে জড়িত আওয়ামী সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিবাদের দোসররা কাদের সহযোগিতায় দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। বক্তারা আরও বলেন, মানুষকে আয়নাঘরে ঘরে বন্দী রেখে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে, ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল বিগত সরকার। তাদের ষড়যন্ত্র এখনও বন্ধ হয় নাই। তারা বিভিন্ন স্থানে বিএনপি, জামায়াত ও সেনাবাহিনীর ওপর হামলা করছে। যতদিন দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৮ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা

ওসমানী হাসপাতালে হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

সিলেট প্রতিনিধি, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনজন জ্যেষ্ঠ স্টাফ নার্সসহ আটজনের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আসামিদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ গ্রহণ এবং সরকারি ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম বিক্রি করে হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার সকালে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় সিলেটে উপসহকারী পরিচালক নিঝুম রায় প্রান্ত বাদী হয়ে মামলাটি করেন। ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও দণ্ডবিধি আইনে মামলাটি করা হয়। সিলেটের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক হাবিবুর রহমান সিদ্দিকের আদালতে পরে মামলাটি দাখিল করা হয়।

মামলায় হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ স্টাফ নার্স ইসরাইল আলীকে (সাদেক) প্রধান আসামি করা হয়েছে। আওয়ামী লীগপন্থী হিসেবে পরিচিত ইসরাইল আলী হাসপাতালের নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অন্য আসামিরা হলেন জ্যেষ্ঠ স্টাফ নার্স আমিনুল ইসলাম ও সুমন চন্দ্র দেব, হাসপাতালে কর্মরত পুলিশ কনস্টেবল জনী চৌধুরী, ওসমানী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হাসান, হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টার রওশন হাবিব, নিরাপত্তা প্রহরী আবদুল জব্বার ও সরদার মো. আবদুল হাকিম।

আসামিদের মধ্যে ইসরাইল আলী একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে কারাগারে আছেন। প্রতারণাসহ বিভিন্ন অভিযোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গত ৯ জানুয়ারি

ওই মামলা করে।

মামলার সংক্ষিপ্ত এজাহারে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা সংঘবদ্ধ দুর্নীতি চক্রের সদস্য। ইসরাইল, রওশন ও জব্বারের কাছে হাসপাতালের শত শত কর্মচারী জিম্মি। তাঁরা হাসপাতালের কর্মচারীদের জিম্মি, প্রতারণা, ঘুষবাণিজ্য ও টাকা আত্মসাৎ করে অবৈধভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ মালিক হয়েছেন। চাকরি হারানো ও বদলির ভয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে সাহস পান না। আসামিদের অন্যায়, দুর্নীতি, ঘুষবাণিজ্য, অনিয়ম, টাকা আত্মসাতের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুললে বা আইনের আশ্রয় নিলে আসামিরা হত্যা করে লাশ গুম করার হুমকি দেন।

অভিযোগে আরও বলা হয়, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের ওয়ার্ড, কেবিন, বেড, বারান্দা বেড ও উন্নত চিকিৎসা করিয়ে দেওয়ার কথা বলে রোগী ও তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন আসামিরা। এ ছাড়া রোগীদের অস্ত্রোপচারের সিরিয়াল পাইয়ে দেওয়া ও দ্রুত অস্ত্রোপচার করিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করে রোগী ও তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে আসামিরা টাকা নিতেন।

আসামিরা হাসপাতালে প্রতারণা, দুর্নীতি, টাকা আত্মসাৎ, চুরি, বাটপাড়ি, টেন্ডার বাণিজ্য, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, বিনা মূল্যে সরকারি ওষুধ না দিয়ে দালালদের মাধ্যমে বাইরে বিক্রি, ওটি থেকে ওষুধ চুরি করে দালাল দিয়ে বাইরের ফার্মেসিতে বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ আছে। এতে হাসপাতালের সুনাম দিন দিন ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে এজাহারে বলা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ইসরাইল জ্যেষ্ঠ স্টাফ নার্স হয়েও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং অবৈধভাবে রাতারাতি শত শত কোটি টাকার মালিক হয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। ক্ষমতার দাপটে কাউকে তোয়াক্কা করেন না। তিনি হাসপাতালের অঘোষিত মালিক ও নিজেকে 'মুকুটহীন সম্রাট' মনে করেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ বাণিজ্য, যৌন হয়রানি, ভুয়া বিল করে উপপরিচালকের নামে অর্থ আত্মসাৎ, করোনায় নার্সদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অভিযোগ আছে।

সিলেট শহরে ইসরাইল আলীর নামে ও দখলে ৬ থেকে ৭টি বহুতল ভবন, স্ত্রী-সন্তানদের নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ আছে বলে অভিযোগে দাবি করা হয়। এতে আরও বলা হয়, রোগী পরিবহন ও মাদক-আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসার জন্য ইসরাইল আলীর নামে-বেনামে ৩৫ থেকে ৪০টি নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স আছে। এসব অ্যাম্বুলেন্সের বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা।

পুলিশ কনস্টেবল জনী চৌধুরী দীর্ঘ ১০ বছর হাসপাতালে কর্মরত থেকে হাসপাতালের ভেতরে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল হাসানকে সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজদের চক্রের একজন সদস্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযুক্ত অন্যরাও একই চক্রের সদস্য হিসেবে হাসপাতালের ভেতরে সব ধরনের অপরাধে জড়িত থেকে অবৈধভাবে প্রচুর টাকার মালিক

সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের জামিন নামঞ্জুর

সিলেট প্রতিনিধি, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ মান্নানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক নির্জন কুমার মিত্র।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা

১১টার দিকে এম এ মান্নানের অনুপস্থিতিতে আদালতে বাদী ও আসামিপক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শুনে এ আদেশ দেন বিচারক। মামলার পক্ষে-বিপক্ষে বিপুলসংখ্যক আইনজীবীর উপস্থিতিতে জামিন আবেদন ও নামঞ্জুরের শুনানি হয়।

বাদীপক্ষের আইনজীবী আব্দুল হক জানান, সুনামগঞ্জের সাধারণ ছাত্র আন্দোলনের বিপক্ষে মাস্টারমাইন্ড ছিলেন এম এ মান্নান। তাঁর পরিকল্পনায় দেশে ও সুনামগঞ্জে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে। সেখানে অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি করেছে সরকার। তাই নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচার দাবি করা হচ্ছে।

এদিকে, এম এ মান্নানের জামিন শুনানির খবরে জড়ো হতে থাকেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সুনামগঞ্জের শিক্ষার্থীরা। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে অবস্থান নেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা মামলায় জড়িত সবার শাস্তির দাবিতে স্লোগান দেন।

গত বৃহস্পতিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার নিজ বাসা থেকে এম এ মান্নানকে গ্রেপ্তার করে সুনামগঞ্জ সদর থানায় আনা হয়। গত শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তাঁকে আদালতে তোলা হয়। পরে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সুনামগঞ্জ শহরে গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় ২ সেপ্টেম্বর আদালতে মামলা করা হয়। জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার বাসিন্দা হাফিজ আহমদ নামের এক ব্যক্তি দ্রুত বিচার আইনে মামলাটি করেন। এ মামলায় এম এ মান্নানসহ ৯৯ জনকে আসামি করা হয়। বাদীর ভাই শিক্ষার্থী জহুর আহমদ হামলার ঘটনায় আহত হয়েছিলেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

কোতোয়ালির সাবেক ওসি মঈন উদ্দিনকে ছেড়ে দিল পুলিশ

সিলেট প্রতিনিধি, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র জব্দের অভিযানে আটক হওয়া সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার সাবেক ওসি মঈন উদ্দিন শিপনকে (৪৩) প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার রেজাউল হক খান। তবে তিনি (মঈন উদ্দিন) সিলেটের বন্দরবাজারে পুলিশের গুলিতে সাংবাদিক এটিএম তুরাব নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় ৬ নম্বর আসামি।

জানা যায়, গত সোমবার (২৩

সেপ্টেম্বর) ভোরে টাস্কফোর্সের অভিযানে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার একেএম ফয়সাল তার আটকের বিষয়টি সে সময় নিশ্চিত করেছিলেন। মঈন উদ্দিন গোপীনাথপুর গ্রামের ইমাম উদ্দিনের ছেলে। ৫ আগস্ট পর্যন্ত তিনি সিলেট কোতোয়ালি থানার ওসি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

হবিগঞ্জ জেলা পুলিশ সূত্র জানায়, অভিযানে কোনো অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি। পরে মঈন উদ্দিনের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স বৈধ হিসেবে প্রমাণিত হয়, ফলে সোমবার দুপুর ১১টায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship.
Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC
STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

জরিপে ৫ শতাংশ এগিয়ে গেলেন কমলা

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ডোনালড ট্রাম্প থেকে জনপ্রিয়তায় পাঁচ শতাংশ এগিয়ে গেছেন।

রোববার এনবিসি নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার পর গণমানুষের কাছে এই প্রথম এত বেশি ইতিবাচক সাড়া পেলেন হ্যারিস। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এক হাজার নিবন্ধিত ভোটারের ওপর চালানো এই জরিপে হ্যারিসের পক্ষে আছেন ৪৮ শতাংশ মানুষ। জুলাইয়ে এই হার ছিল ৩২ শতাংশ। এনবিসির জরিপে এর আগে জনপ্রিয়তার এত বড় ব্যবধান দেখা গিয়েছিল ৯/১১-এর পরে, সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ক্ষেত্রে। এদিকে ট্রাম্পের দিকে ইতিবাচক মত দিয়েছেন ৪০ শতাংশ ভোটার। জুলাইয়ে এ হার ছিল ৩৮ শতাংশ।

১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালানো এ জরিপে লক্ষ্যচ্যুতি ৩ শতাংশের আশপাশে হতে পারে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।

সিবিএস নিউজ পরিচালিত অন্য এক জরিপে জনপ্রিয়তায় ট্রাম্প থেকে ৪ শতাংশ এগিয়ে আছেন হ্যারিস। ট্রাম্পের ৪৮ শতাংশের বিপরীতে হ্যারিসের পক্ষে রায় দিয়েছেন ৫২ শতাংশ মার্কিনি। এ জরিপে চ্যুতির মাত্রা কমবেশি ২ শতাংশ হতে পারে।

অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে হেরে গেলে আর নির্বাচনে অংশ নেবেন না ট্রাম্প। রোববার সিনক্লেয়ার মিডিয়া গ্রুপের এক সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের কাছে জানতে চওয়া হয়, এবার হেরে গেলে তিনি পরবর্তীতে আবারও নির্বাচন করবেন কি না। কিন্তু সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, 'না, আমি করব না। আমি মনে করি এটাই (শেষবার) হবে। আমি একেবারেই (পুনরায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতো বিষয়) দেখতে পাচ্ছি না।'

ট্রাম্প অবশ্য আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে সফল হওয়ার আশা করেছেন। তিনি বলেন, 'আশা করি, আমরা খুব সফল হতে যাচ্ছি।'

'মানবতাবিরোধী অপরাধী' ইসরাইলের বিচার চাইলেন অস্কারজয়ী অভিনেতা

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় 'মানবতাবিরোধী অপরাধের' জন্য ইসরাইলি সরকারের সমালোচনা করেছেন স্পেনের অস্কারজয়ী অভিনেতা হ্যাভিয়ার ব্যারডেম। একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি এ অপরাধীকে বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন।

শুক্রবার স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে ডোনস্টিয়া লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার নেওয়ার সময় ব্যারডেম এ আহ্বান জানান।

এ সময় তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, ইসরাইলের বর্তমান সরকার সবচেয়ে চরমভাবে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' সংঘটিত করে যাচ্ছে। পাশাপাশি তারা 'আন্তর্জাতিক আইন'ও লঙ ঘন করতে সচেষ্ট।

হ্যাভিয়ার ব্যারডেম উল্লেখ করেন, গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে হওয়া হামলার জন্য ফিলিস্তিনিদের ওপর সমষ্টিগত শাস্তি দেওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। সেই সঙ্গে গাজায় চালানো ইসরাইলি হামলাগুলোকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য, ভয়াবহ এবং মানবতার জন্য বিপর্যস্ত' হিসেবে চিহ্নিত করেন।

স্প্যানিশ এ অভিনেতা আরও বলেন, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশগুলোকে ইসরাইলের প্রতি তাদের 'অযৌক্তিক সমর্থন' পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এ সময় তিনি

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাছে দায়ীদের বিচার করার আহ্বান জানান।

এদিকে প্রায় ১২ মাস ধরে চলা ইসরাইলি হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত ৪২ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া প্রায় ৯৬ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে গাজায় চলমান অবরোধের কারণে খাবার, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

গাজায় ইসরাইলের এসব কর্মকাণ্ড নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার অভিযোগও উঠেছে।

এছাড়া আইসিসির প্রসিকিউটর করিম খান গত মে মাসে আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের নামে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার অনুরোধ করেছেন।

তবে এ বিষয়ে আইসিসির তরফ থেকে এখনও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

ইসরাইলের ভয়াবহ হামলা লেবাননে নিহত বেড়ে ৪৯২

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : লেবাননে ইসরাইলের ভয়াবহ হামলায় অন্তত ৪৯২ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ২৪ শিশু, ৩৯ নারী এবং দুই মেডিক সদস্য রয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৬৪৫ জনেরও বেশি মানুষ। দেশটির তিনশোর বেশি স্থাপনায় সোমবার একযোগে হামলা করেছে ইসরাইল।

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই হতাহতের তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আলজাজিরার।

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইসরাইলি বাহিনীর মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে হামলা পালটা হামলা অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে লেবাননের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে বেশ কয়েক দফায় বিমান হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী।

হিজবুল্লাহ ইসরাইলের সঙ্গে 'হিসাব-নিকাশের লড়াই' ঘোষণা করায় মধ্যপ্রাচ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

দক্ষিণ লেবাননে হামলার আগে সেখানকার বাসিন্দাদের কাছে

ফোন কল করে হিজবুল্লাহর ব্যবহৃত যে কোনো স্থাপনা থেকে অবিলম্বে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনকি লেবাননের একটি রেডিও হ্যাক করেও তাতে এ বার্তা প্রচার করে ইসরাইল।

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরাইলি বিমান থেকে শত শত স্থাপনায় হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিবিসির এক প্রতিনিধি। লেবাননের সঙ্গে ইসরাইলের চলমান উত্তেজনায় এখন পর্যন্ত সোমবারের হামলাই সবচেয়ে তীব্র বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী সোমবার সকালের পরপরই লেবাননের দক্ষিণে হিজবুল্লাহর তিন শতাধিক স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করেছে।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট বলেছেন, লেবাননে হামলা আরও তীব্র করা হচ্ছে। হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত ইসরাইলিকে উত্তরে ফেরানোর জন্য 'আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত' এ হামলা চলবে।

গত সপ্তাহে লেবাননের সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সদস্যদের ব্যবহার করা হাজার হাজার পেজার ও ওয়াকি-টকিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের এই ঘটনায় লেবাননে ৪০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে; যাদের মধ্যে হিজবুল্লাহর অন্তত ১৬ সদস্য রয়েছেন। এই বিস্ফোরণের জন্য ইসরাইলকে ব্যাপকভাবে দায়ী করছে হিজবুল্লাহ।

সশস্ত্র গোষ্ঠীটির যোগাযোগের যন্ত্রে বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে উত্তেজনা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাঝেই সোমবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় একাধিক শহরে একযোগে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী।

১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিজবুল্লাহ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসরাইলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে আছে গোষ্ঠীটির। তবে এর উল্লম্ফণ ঘটেছে গত বছর ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার পর থেকে। ওই হামলার পর হামাসের প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরাইরের উত্তরাঞ্চলে রকেট-ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া শুরু করে হিজবুল্লাহ। জবাবে ইসরাইলও সমান তালে হামলা অব্যাহত রাখেছে।

ওয়াইসির প্রশ্ন

এক বছর ধরে মণিপুর জ্বলছে, মোদি কী করেছেন

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : সর্বভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের (এআইএমআইএম) প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজ দেশে সংঘাতে জর্জরিত মণিপুর রাজ্যে যাচ্ছেন না। কিন্তু তিনিই আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দলটির একটি অনুষ্ঠানে ধর্মীয় এই নেতা জানিয়েছেন, মোদি কেন মণিপুরে

যাচ্ছেন না সেটি তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি মোদির কাছে প্রশ্ন রেখে বলেছেন, গত এক বছর ধরে মণিপুর জ্বলছে। তিনি এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের জন্য কী করেছেন। ওয়াইসি বলেছেন, 'আমাদের মোদিজি, তিনি কী করেছেন? মণিপুর প্রায় এক বছর ধরে জ্বলছে। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শককে পুতিনের কাছে, জেলেনস্কির কাছে পাঠিয়েছেন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য। কিন্তু ঘরেই তো আগুন জ্বলছে। এটি বন্ধ করুন। ঘরে আগুন লেগেছে কিন্তু এ নিয়ে কোনো চিন্তা নাই!'

মোদি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করলেও তার নিজ দেশের মণিপুর রাজ্যে যাচ্ছেন না। যেখানে গত এক বছর ধরে মেতিইস এবং কুকি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত চলছে। এই সংঘাতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এত মানুষের মৃত্যুর পরও মোদি কেন সেখানে যাননি এ প্রশ্নই তুলেছেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

কয়েকদিন আগে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। ওই সময় তিনি দুইজনকেই যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান।

প্রিয় নবির শেষ বিদায়

ইবরাহীম আল খলীল

ফজরের আজান ভেসে এলো মসজিদ থেকে। ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ পর্যন্ত এসে থেমে গেল। বিলাল (রা.) আর সামনে এগোতে পারলেন না। বারবার গলায় আটকে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। নাহ্, তিনি আর পারছেন না। হায়! আমার আজান শোনার মানুষটি চলে গেল! ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। ‘হাইয়া আলাস সালাহ’ ঢেকে গেল কান্নার আড়ালে। সবাই নিজের পরানখানি মাটিচাপা দিয়ে এসেছে। বুক ফাঁকা। শূন্য দৃষ্টি। ফাতিমা (রা.) কাঁদছেন আর বলছেন, ‘আনাস! তোমার পক্ষে কী করে সম্ভব হলো, তুমি তোমার রাসূলকে মাটিচাপা দিয়ে রেখে এলে?’ আ-হ! সবার অন্তরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

সবাই কাঁদছে। সারাটা মসজিদে কান্নার রোল পড়ে গেল। আলী (রা.) দাঁড়ানো। হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। উসমান (রা.) শিশুর মতো ছটফট করতে লাগলেন। উমর (রা.) সইতে না পেরে বলে উঠলেন, ‘যে বলবে তিনি মারা গেছেন আমি এ তলোয়ার দিয়ে তার মাথা ফেলে দেব।’

এখন সবার দৃষ্টি কর্ণধার সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর প্রতি। তিনি বিরহকে চাপা দিয়ে বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলেন। স্থির থাকার চেষ্টা করলেন। বহু কষ্ট নিজের মাঝে চাপা দিচ্ছেন। কিন্তু এরপরও এভাবে কি পারা যায়! নিজেকে কোনো রকম সামলিয়ে হুজরায় প্রবেশ করলেন। কপালে চুমু খেলেন। বুকে চেপে ধরে কান্না শুরু করলেন আর বললেন, ‘আপনি জীবনে মরণে পবিত্র।’ তারপর তিনি লোকদের সামনে বললেন, ‘যারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর আশেক তারা শোনো- তিনি মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহর আবেদ, খোদার আশেক, তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব, মউত কখনো তার হবে না।’ আহ!! কী কঠিন দৃশ্য! এ দৃশ্যের চেয়ে কঠিন কোনো দৃশ্য কোনো মুমিনের জন্য হতে পারে না। মুমিনের অন্তর ক্ষতবিক্ষত এ দৃশ্য যখন কল্পনা করে।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের তারিখ : ঘটনাটি ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল। এটি প্রসিদ্ধ মত। কোনো কোনো বর্ণনামতে ২ রবিউল আউয়াল। দিনটি ছিল সোমবার। সুবহে সাদিক থেকে সাহাবায়ে কেরাম বসা। সবার চাহনি এক দিকে। এক লক্ষ্যে।

আজ রাসূল মৃত্যুশয্যায়। তিনি হয়তো চলে যাবেন। চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে। কখনো সেই মিম্বারে দাঁড়াবেন না। আমাদের সামনে কথা বলবেন না। জীবন চলার পাথেয় বাতলে দেবেন না। সব কল্পনায় ভাসছে আর অঝোর ধারায় কান্না আসছে! এ কান্না তো থামার নয়। বন্ধ করা তো দুস্পাপ্য ব্যাপার। স্মৃতির ডানায় ভর করে সবাই ভাসছেন কল্পনার রাজ্যে।

মৃত্যুযন্ত্রণা : শুরু হলো মৃত্যুযন্ত্রণা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বাইরে অপেক্ষমাণ। সবার চোখের চাহনি এখন রাসূলের হুজরার দিকে। বেকারার দৃষ্টিতে তাকিয়ে। একটি আনন্দদায়ক ও স্বস্তির সংবাদের আশায়। ভেতরে হজরত আয়েশা (রা.)। তেমন কোনো সান্ত্বনার সংবাদ বাইরে আসছে না। উৎকণ্ঠা আর চাপা কান্না সবার চোখে-মুখে।

আয়েশা (রা.) বলেন, তখন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) সেখানে এলেন। তার হাতে ছিল একটি মিসওয়াক। রাসূল তখন আমার শরীরে হেলান দেওয়া অবস্থায় ভর করে আছেন। তিনি মিসওয়াকের প্রতি লক্ষ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য কি মিসওয়াক নেব? তিনি মাথা নেড়ে নেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারপর আমি মিসওয়াক নিয়ে তাঁর জন্য নরম করে দিলাম। তিনি খুব সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন। সামনে রাখা পানির পাত্রে তিনি হাত ডুবিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নিশ্চয় মৃত্যু যন্ত্রণা একটি কঠিন ব্যাপার।’ (সহিহ বুখারি ২/৬৪০)।

মিসওয়াক করা শেষ করে রাসূল (সা.) হাত উঠিয়ে ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরলেন। তাঁর দুই ঠোঁট নড়ে উঠল। তিনি বলছিলেন ‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা কঠিন ব্যাপার।’ মিসওয়াক করার পর তিনি দোয়া করছিলেন-‘হে আল্লাহ! নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎ ব্যক্তিরা; যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! আমাকে রফিকে আ’লায় পৌঁছে দাও। হে আল্লাহ! তুমি রফিকে আ’লা।’ (সহিহ বুখারি ২/২৩৮-৬৪১)।

সে সময় রাসূল (সা.)-এর বয়স ছিল তেষট্টি বছর চার দিন। এখন সূর্যের উত্তপ্ত হওয়ার সময়। ক্রমেই সূর্য প্রখর হয়ে উঠছে। তিনি পরম সত্য মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মুহূর্তেই চারদিকে দুঃখের আঁধার ছড়িয়ে গেল। কোথাও স্বস্তির আলোটুকু দেখা যাচ্ছে না।

দুঃখ বেদনার অতল সাগরে ডুবে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। হৃদয়কে বিদীর্ণকারী এ খবর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মদিনাবাসী দুঃখের অতল সাগরে তলিয়ে যান। আনাস (রা.) বলেন, যেদিন রাসূল (সা.) আমাদের কাছে আগমন করেন, সেদিনের মতো উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখিনি এবং যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সেদিনের মতো শোক ও অন্ধকার দিন আর দেখিনি।

ফাতেমা (রা.) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, ‘হায় আব্বাজান! আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! যার ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদাউস। হায় আব্বাজান! জিবরাইল (আ.)কে আপনার মৃত্যু সংবাদ জানাই।’

আহ! রাসূল (সা.) দুনিয়াতে নেই। একটু কল্পনা করে দেখুন এ সংবাদ সাহাবাদের কী হালত তৈরি করে দিয়েছিল! সিরাত পাঠ মধুর হলেও রাসূলের ইন্তেকাল হয়ে গেছে এ অংশটুকুতে এলে অন্তর এমনভাবে মোচড় দিয়ে ওঠে, মনে হয় কী জানি হারিয়ে ফেলেছি। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল (সা.)কে কতটা ভালোবাসতেন তা এ অবস্থা থেকেই ফুটে ওঠে। নিজের জীবনের চেয়েও নবিজিকে তারা বেশি মুহব্বাত করতেন।

চাঁদের চেয়েও সুন্দর ছিলেন তিনি

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

মুসলমান মাত্রই প্রিয় নবিজি (সা.)-এর আশেক। তাঁকে মহব্বত ইমানের শাশ্বত দাবি। তাই সব আশেকে রাসূলের উচিত-তাদের চিন্তাচেতনা, কাজ-কর্ম, বিচার-ফয়সালাসহ জীবনের সব পর্যায়ে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করা। নিজেকে সেই মতে প্রতিষ্ঠা করা। তবেই তাঁর প্রতি মহব্বত সার্থক হবে। অন্যথায় তা নিছক লৌকিকতা। রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের ব্যাপারে আল-কুরআনে আল্লাহতায়ালা নিজেই বলে দিয়েছেন ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো...।’ (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ৩৩)।

আমরা রাসূল (সা.)-কে দেখিনি, কিন্তু সেই রাসূল (সা.)-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে রয়েছে। রাসূল (সা.)-এর চরিত্র, গুণাবলি ও দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির সুষমা বর্ণনা করা মহাসমুদ্রে মুক্তা খোঁজার মতো। দৈহিক গঠনে তিনি কেমন ছিলেন তা হাদিসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

রাবিআ ইবনু আবু আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, ‘রাসূল (সা.) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, আবার একেবারে খাটোও ছিলেন না। ধবধবে সাদাও ছিলেন না, তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তার চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। ... ।’ (সহিহ বুখারি : ৩৫৪৮; সহিহ মুসলিম: ২৩৪৭)। এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সা.)-এর দেহ মোবারকের দীর্ঘতা ছিল। আর সেই দীর্ঘতা মাধ্যম গড়নের, যা খাটোর তুলনায় লম্বার দিকে ঝোঁকা ছিল। তাঁর দৈহিক কাঠামোটা ছিল প্রশংসিত। তাঁর ত্বকের বৈশিষ্ট্য ছিল সাদার ভেতরে লাল আভা শোভা পেত।

বারা ইবনুল আজিব (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘রাসূল (সা.) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর পরা অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কোনো কিছু দেখিনি।’ (সহিহ বুখারি : ৩৫৫১; সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭)। এ হাদিসে তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। এর দ্বারা বোঝা যায়, তার সিনা মোবারকও প্রশস্ত ছিল, যা পরিমিত অবস্থার বেশি ছিল না। যা আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত।

আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ না অতি লম্বা ছিলেন আর না বেঁটে ছিলেন। হাত-পায়ের তালু ও আঙুলগুলো মাংসল ছিল। মাথা কিছুটা বড় ছিল। হাড়ের গ্রন্থিগুলো মোটা ও মজবুত ছিল। তার বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ফুরফুরে পশমের একটি চিকন রেখা প্রলম্বিত ছিল। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন, যেন তিনি ঢালবিশিষ্ট জায়গা থেকে হেঁটে চলছেন। আমি তার পূর্বে কিংবা পরে আর কাউকে তাঁর মতো দেখিনি।’ (সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৩৭)। তাঁর হাত-পায়ের তালু ও আঙুলগুলো মোটা ও পরিমিত লম্বা ছিল। আর তাঁর আঙুলগুলো ছোট ছিল না। অঙ্গগুলোর এ রকম গঠন প্রকৃতি পুরুষের ক্ষেত্রে অতি প্রশংসনীয়। নবিজি যখন জিহাদের অথবা গৃহের কোনো কাজ নিজ হাতে করতেন, তখন তার হাতের তালু অমসৃণ হতো। আবার যখন কাজ থেকে বিরত থাকতেন, মসৃণতা ফিরে আসত। যা ছিল নবিজির সৃষ্টিগত সৌন্দর্য।

সিমাক ইবনু হারব (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘রাসূল (সা.) প্রশস্ত চেহারার অধিকারী ছিলেন। চোখের শুভ্রতার মাঝে কিছুটা লালিমা ছিল। তিনি সুষম গোড়ালিবিশিষ্ট আকৃতির অধিকারী ছিলেন। শুরা (রহ.) বলেন, আমি সিমাক (রহ.) কে জিজ্ঞেস করলাম, দালিউল ফাম কী? তিনি বললেন, প্রশস্ত চেহারা। আমি বললাম, আশকালুল আইন কী? তিনি বললেন, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট। আমি বললাম, মানহুসুল আকাব কী? তিনি বললেন, গোড়ালিতে মাংস কম হওয়া’। (সহিহ মুসলিম : ২৩৩৯)।

জাবির ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া লাল রঙের পোশাক। আমি রাসূল (সা.) ও চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম। আমার চোখে রাসূল (সা.) চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।’ (সুনানুত তিরমিজি : ২৮১১)। সহিহ মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি সামুরা (রা.)কে জিজ্ঞেস করল, ‘নবিজির চেহারা কি তরবারির মতো ছিল? তিনি বললেন, না, বরং চন্দ্র ও সূর্যের মতো ছিল এবং তা গোলাকার ছিল।’ (সহিহ মুসলিম : ২৩৪৪)। সূর্যের সঙ্গে উপমা পেশ করার উদ্দেশ্য হলো-তাঁর চেহারার উজ্জ্বলতা বর্ণনা করা। আর চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করার তাৎপর্য হলো লাবণ্যময়তা তুলে ধরা। এ উভয় উপমায় তাঁর অপার সৌন্দর্য ও গোলাকৃতির বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি রাসূল (সা.)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো কিছু দেখিনি। যেন সূর্য তাঁর চেহারায় বিচরণ করছে।’ (মুসনাদু আহমদ ইবনু হাম্বল : ৮৬০৪)। রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়িজ (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে-তিনি বলেন, ‘হে প্রিয় বৎস! যদি তুমি তাকে দেখতে তাহলে বলতে, সূর্য উদিত হয়েছে।’ তিনি মোটাও ছিলেন না, আবার চিকনও নন। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, ‘যেহেতু সৌন্দর্য অন্তর আকৃষ্টের কারণ এবং মর্যাদাদানের কারণ হয়, এজন্য আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক নবিকেই সুন্দর আকৃতি, সুন্দর চেহারা, শ্রেষ্ঠ বংশ, উত্তম চরিত্র ও মায়াবী কণ্ঠস্বর দিয়ে প্রেরণ করেছেন।’

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, ‘রাসূল (সা.) যখন মদিনায় এসে পৌঁছলেন, লোকজন তাকে দেখার জন্য দ্রুত তাঁর দিকে ছুটতে লাগল। এবং বলাবলি করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এসেছেন। অতএব, আমিও তাঁকে দেখার জন্য লোকদের সঙ্গে উপস্থিত হলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কোনো মিথ্যুকের চেহারা নয়। তখন তিনি প্রথম যে কথা বললেন, তা হলো-হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, খাদ্য দান করো এবং মানুষ ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় (তাহাজ্জুদ) নামাজ আদায় করো। তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা অনায়াসে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮৫)।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২৭	৫:২৪	৬:৫২	১২:৫৬	৪:৫১	৬:৫০	৮:০৭
শনিবার	২৮	৫:২৭	৬:৫৪	১২:৫৬	৪:৪৯	৬:৪৭	৮:০৪
রবিবার	২৯	৫:২৯	৬:৫৬	১২:৫৬	৪:৪৭	৬:৪৫	৮:০২
সোমবার	৩০	৫:৩০	৬:৫৭	১২:৫৭	৪:৪৫	৬:৪৩	৮:০০
মঙ্গলবার	০১	৫:৩১	৬:৫৯	১২:৫৫	৪:৪৩	৬:৪০	৭:৫৮
বুধবার	০২	৫:৩৩	৭:০১	১২:৫৫	৪:৪১	৬:৩৮	৭:৫৬
বৃহস্পতিবার	০৩	৫:৩৪	৭:০২	১২:৫৫	৪:৩৯	৬:৩৬	৭:৫৫

পিলখানা হত্যার পুনঃতদন্ত ও বিচার প্রসঙ্গ

সুরঞ্জন ঘোষ

বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) যা বর্তমানে নাম পালটে হয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি, একটি ঐতিহ্যবাহী সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এটি ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের উত্তরসূরি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে এবং দেশে দুষ্কৃতিকারী দমনে এবং বিশেষ করে সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে এর রয়েছে সাহসী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা। রাষ্ট্রের এই বাহিনীর নেতৃত্বে শুরু থেকেই ছিলেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। এ কারণে বিডিআরের সিপাহি ও সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল। শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অনৈতিক কাজের জন্য বিডিআর সদস্যদের শাস্তি দিয়ে থাকেন তাদের কর্মকর্তারা, এটিই বাহিনীর বিভাগীয় বিধান। বলা হয়, এসব কারণে বিডিআর সদস্যরা সেনাবাহিনী নেতৃত্বকে সহজভাবে নিতে পারত না। এটি চরম অপেশাদার মানসিকতা। অন্য দিকে ডাল-ভাত কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধা এবং টাকা-পয়সার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে বিডিআরের সিপাহি এবং সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল বলেও জানা যায়। কিন্তু তাতে পিলখানায় বিডিআর সদর দফতরে এত বড় হত্যাকাণ্ড হতে পারে তা কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা হলে সে সময় পিলখানায় কেন ঘটল এই গণহত্যা? এর পেছনে কী কোনো দেশী-বিদেশী মাফিয়া কিংবা রাষ্ট্রের হাত ছিল? নাকি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ডতুল্য সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর দেশবাসী বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পায়নি। কারণ প্রশ্ন তোলারই সুযোগ ছিল না। ছিল গুম হয়ে যাওয়ার ভয়। এখন মুক্ত পরিবেশে

দেশবাসী পিলখানায় সংঘটিত গণহত্যার নতুন তদন্ত ও পুনঃবিচার চায়। চানতে চায় এর নেপথ্যের খলনায়কদের সম্পর্কে।

বিদ্রোহের পরিকল্পনা : তদন্তে সহায়তাকারী একটি সংস্থার তথ্যানুসারে, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ড, লুটতরাজ ও অন্যান্য অপরাধের পরিকল্পনার সাথে বিডিআরের অনেক সদস্যসহ বেসামরিক ব্যক্তিরা জড়িত ছিল। প্রায় দুই মাস ধরে চলছিল এ ষড়যন্ত্র।

২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বিডিআরের বেশ কিছু সদস্য ব্যারিস্টার তাপসের অফিসে যান। এদের মধ্যে উল্লেখ্য, হাবিলদার মনির, সিপাহি তারেক, সিপাহি আইয়ুব, ল্যান্স নায়েকের সহকারী সাইদুরসহ ২৫-২৬ জন জওয়ান ও জাকির নামে একজন। নির্বাচনের তিন-চার দিন পর কয়েকজন বিডিআর সদস্য এমপি তাপসের বাসভবন 'স্কাই স্টারে' যান। সেখানে তাপসকে দাবি পূরণের কথা বলা হলে তিনি রেশনের বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় বিবেচনায় আনা সম্ভব নয় বলে জানান। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি দু'জন ডিএডি এবং বেসামরিক ব্যক্তি জাকিরের নেতৃত্বে ১০-১২ জন বিডিআর সদস্য সংসদ সদস্য শেখ সেলিমের বাসায় তার সঙ্গে দেখা করেন। এমপি সেলিম জানান, এসব দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়। তিনি দাবিনামার একটি কপি তাকে দিতে বলেন। পরে এ দলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিল। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত ব্যাপারে আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে জওয়ানরা নিজেদের মধ্যে পরিকল্পনা করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের বাস্কেটবল মাঠে এক বৈঠকে একজন বিডিআর সদস্য মন্তব্য করেন, 'এরকম দাবি করে লাভ নেই, অফিসারদের জিম্মি করে দাবি আদায় করতে হবে।' ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সন্ধ্যায় ৫ নং গেটসংলগ্ন বেসামরিক ব্যক্তি জাকিরের প্রাইম কোচিং সেন্টারে বৈঠক হয়। তাদের দাবি-দাওয়াসংবলিত একটি খসড়া প্রচারপত্র প্রাইম কোচিং সেন্টারে টাইপ করিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি পিলখানার সব ব্যাটালিয়নসহ আরএসইউ অফিসারদের কাছে বিতরণ করা হয়। ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি রহিমসহ আরো তিন-চারজন ডিএডি ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের এক সৈনিকের বাসায় বৈঠক করেন। ঘটনার আগের রাতে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের মাঠে একটি চূড়ান্ত বৈঠক হয়। কিন্তু সেখানে লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় ল্যান্স নায়েক জাকারিয়ার (সিগন্যাল) টিনশেড বাসায় গভীর রাত পর্যন্ত শলাপরামর্শ করেন। ওই বৈঠকেই বিডিআরের সেনা কর্মকর্তাদের জিম্মি করার কৌশল ঠিক করা হয়। বলা হয়, 'ডিজি ও ডিডিজিকে জিম্মি করা হবে এবং তাদের মাধ্যমে অন্যান্য অফিসারেরও জিম্মি করা হবে। কোনো বাধা এলে গুলি করা হবে। তাদের হত্যা করা হবে।'

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সকালে ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল আহম্মদ দরবারে তার বক্তৃতায় ডাল-ভাত কর্মসূচিসহ অন্যান্য বিষয়ে বক্তব্য রাখার সময় বিডিআরের এক বিদ্রোহী সদস্য মঞ্চে অস্ত্রসহ আচমকা প্রবেশ করে। সে ডিজি শাকিলের দিকে অস্ত্র তাক করার পরপরই দরবার হলের বাইরে ফাঁকা গুলি করা হয়। যা ছিল বিদ্রোহ শুরুর সিগন্যাল। ওই গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দরবার হলে উপস্থিত বিদ্রোহী সিপাহিরা 'ভাগো' বলে চিৎকার করে ওঠে এবং বিডিআরের সৈনিকদের দরবার ত্যাগের ইশারা করতে থাকে। এরপর মুহূর্তেই গুজব ছড়ানো হয়, সেনা কর্মকর্তারা গুলি করে বিডিআর সৈনিকদের হত্যা করছে। যদিও পরে তদন্তে এটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভের কারণে বিডিআর সদস্যরা তাদের কমান্ডিং প্রধানসহ ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবে, এটি যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে বিবেচনা করা মুশকিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিরদাঁড়া ভেঙে দেয়ার জন্য কোনো দেশী বা বিদেশী চক্র কী এতে জড়িত ছিল? তৎকালীন সরকারের কোনো অংশ কি এই গণহত্যার হোতা? এখন সময় এসেছে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করার। প্রয়োজনে এ কাজের জন্য বিদেশী গোয়েন্দা ও বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

লিফলেট বিলি : তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্বোধন করে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি প্রচারপত্র পিলখানায় বিলি করা হয়। প্রচারপত্রটি বিডিআরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। তবে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ প্রচারপত্র বিলি সম্পর্কে কিছুই জানত না। প্রধানমন্ত্রীর পিলখানা সফর উপলক্ষে বিলি করা প্রচারপত্রে বিডিআরে কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপন সম্পর্কে উষ্মা প্রকাশ করা হয়। তা ছাড়া ডাল-ভাত কর্মসূচির টাকা আত্মসাৎ, বিডিআর সৈনিকদের নাশতার টাকা আত্মসাৎ, নির্বাচনের বিল পরিশোধ না করাসহ অন্যান্য অভিযোগ তোলা হয় ডিজি শাকিল আহম্মদ এবং ঢাকার সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হকের বিরুদ্ধে।

২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টায় দরবার হলের মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহম্মদ এবং তার বাঁ পাশে একটু পেছনে ছিলেন উপমহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম এ বারী। দরবার শুরু হয় সকাল ৯টা ২ মিনিটে। দরবারে মোট উপস্থিত ছিলেন দুই হাজার ৫৬০ জন। সকাল ৯টা ৬ মিনিটে মহাপরিচালক বক্তব্য দিতে শুরু করেন। কুশলবিনিময়ের পর তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেড পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়েছেন এবং প্যারেডের প্রশংসা করেছেন মর্মে সবাইকে অবহিত করেন। মহাপরিচালকের বক্তব্য চলাকালেই সকাল ৯টা ২৬ মিনিটে মঞ্চের বাঁ দিকের পেছনে (দক্ষিণ-পূর্ব) অবস্থিত প্যান্ট্রি থেকে হঠাৎ দু'জন বিদ্রোহী বিডিআর সিপাহি অতর্কিত মঞ্চে প্রবেশ করেন। এদের একজন ছিলেন সশস্ত্র। নিরস্ত্র সৈনিকটি মঞ্চের ওপর দিয়ে দৌড়ে দরবার হলের উত্তর পাশের কাচের জানালা ভেঙে বের হয়ে যান। অন্য জওয়ানের হাতে ছিল একটি এসএমজি (স্মল মেশিনগান)। অস্ত্রধারী বিদ্রোহী সিপাহি মহাপরিচালককে বাঁ দিক থেকে আঘাত করলে তিনি চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে যান। আনুমানিক সাড়ে ৯টায় মহাপরিচালক শাকিল আহম্মদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সেনাবাহিনী প্রধান, র‍্যাবের মহাপরিচালক ও ডিজিএফআইয়ের মহাপরিচালকের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন এবং জানান, ৪৪-রাইফেল ব্যাটালিয়ন বিদ্রোহ করেছে। তিনি অবিলম্বে সেনা হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। এ ছাড়াও অবরুদ্ধ অন্য সেনা কর্মকর্তারাও তাদের মোবাইলে বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করেন এবং এসএমএস পাঠান যে, তারা বিদ্রোহী বিডিআর সিপাহিদের হাতে অবরুদ্ধ। তাদের বেঁচে থাকার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বিদ্রোহী সিপাহিরা সেনা কর্মকর্তাদের দরবার হল থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দেয়, অন্যথায় তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এ অবস্থায় মঞ্চের পেছনে আত্মরক্ষার্থে অবস্থান নেয়া অফিসাররা ডিজিকে বৃত্তাকারে ঘিরে মঞ্চের পেছন থেকে বের হয়ে আসেন। বিদ্রোহীরা তাদের হাত তুলে সিঙ্গেল লাইনে এগোতে বলে। ডিজি নিজে উদ্যোগী হয়ে লাইনের সম্মুখে চলে আসেন এবং বিদ্রোহীদের নির্দেশ অনুযায়ী হাত মাথার উপর তুলে পশ্চিম দিকের দরজার দিকে এগোতে থাকেন। এ সময় বিদ্রোহীরা অফিসারদের অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকেন। দরবার হল থেকে বের হয়ে তিনি যেই মাত্র সিঁড়িতে পা দিয়েছেন তখনই বাইরে দাঁড়ানো পিকআপের পাশে থেকে মুখোশপরা একদল বিডিআর সিপাহি সেনা কর্মকতাদের লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। মহাপরিচালক শাকিল আহম্মদের বুকে গুলি লাগে। তিনি ডান দিকে কাঁৎ হয়ে পড়ে যান এবং সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন। লাইনে থাকা আরো কয়েকজন অফিসার ব্রাশ ফায়ারে মারা যান। দু-একজন যারা শরীরে গুলি লাগার পরও বেঁচে ছিলেন তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে সৈনিকরা আবার এসে আহতদের লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে এবং বেয়নেট দিয়ে খোঁচায়। এর পরও যারা বেঁচে যান, তারা কেউ বাথরুমে, কেউ দরবার হলের বাইরে বেরিয়ে চার দিক ছড়িয়ে পড়েন। এদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুজ্জামান, মেজর মুনীর অন্যতম। এরপর বিদ্রোহীরা সেনা কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তানসহ অতিথিদের কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে আটকে রাখেন।

এ দিন দুপুর সাড়ে ১২টায় ৩ নম্বর গেটের সামনে বিডিআরের পক্ষে শতাধিক মানুষের মিছিল হয়। এরা বিডিআর জওয়ানদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে 'জয় বাংলা-জয় বিডিআর', বিডিআর জনতা ভাই ভাই প্রভৃতি স্লোগান দেয়। এরপর বিদ্রোহীরা ২০ মিনিট ধরে এলোপাতাড়ি কয়েক হাজার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এর পর পরই তারা মাইকে ঘোষণা দিয়ে জানায়, আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের পিলখানায় আসতে বাধা নেই। এরপর বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সাদা পতাকা নিয়ে ৪ নং গেটের সামনে এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, সংসদ সদস্য ফজলে নূর তাপস ও মির্জা আজমের সাথে ৪ নং গেটের সামনে অবস্থানরত বিডিআর বিদ্রোহীরা কথা বলতে রাজি হয়। জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম বিডিআর বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার পর তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলতে রাজি করান। পরে এই দুই আওয়ামী লীগ নেতা ১৪ সদস্যের বিডিআর প্রতিনিধিদল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য রওনা হন। কিন্তু এই ১৪ জনের নামের তালিকা বিডিআর বিদ্রোহবিষয়ক তদন্ত কমিশন খুঁজে পায়নি। প্রতিনিধিদলটি ৩টা ৪০ মিনিটে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মিন্টো রোডের যমুনায় প্রবেশ করে। যমুনায় প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহী প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলে, 'চাকরিরত বা অবসরপ্রাপ্ত কোনো সেনা কর্মকর্তা তাদের সামনে থাকলে তারা কোনো প্রকার আলোচনা করবে না।' একপর্যায়ে সেখানে অবস্থানরত তিন বাহিনীর প্রধানসহ নিরাপত্তা উপদেষ্টারা বের হয়ে যান। তবে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য এসএসএফের চারজন সদস্য রয়ে যান। প্রতিনিধিদলটি তখন তাদের দাবি ও শর্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে। এ আলোচনায় বিদ্রোহীদের পক্ষে কথা বলেন ডিএডি তৌহিদুল ইসলাম।

বিডিআর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিদ্রোহী সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। আটককৃত শিশু ও মহিলাদের ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তখন পর্যন্ত শেখ হাসিনার সরকার দেশবাসীকে জানাতে পারেনি বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহম্মদসহ অন্য সেনা কর্মকর্তারা জীবিত আছেন কি নেই। অন্য দিকে পিলখানায় ফিরে ডিএডি তৌহিদ যমুনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্রোহীদের অস্ত্র জমা দিতে রাজি করাতে পারেননি। এ সময় বিদ্রোহীরা তাদের অপকর্ম গোপন রাখার জন্য পিলখানার ভেতরে কয়েকটি স্থানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকার করে রাখে। কিন্তু পিলখানা এলাকা কেন বিকল্প ব্যবস্থায় আলোকিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি তদন্ত কমিটি এর সদুত্তর পায়নি। এ কারণে প্রশ্ন জাগে, বিডিআর বিদ্রোহে কি সরকারের কোনো মহলের হাত ছিল?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে বিডিআর গণহত্যার যে বিচার হয়েছিল, সেই বিচারের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও তদন্ত প্রতিবেদনের মান ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে নিহতদের স্বজন এবং বিচার-বিশেষজ্ঞদের অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তাই দেশবাসী বিডিআর বিদ্রোহে সেনাবাহিনীর ৫৭ জন চৌকস কর্মকর্তা হত্যার পুনঃবিচার দাবি করছে। নতুন তদন্ত কমিশন গঠন করে উন্মুক্ত আদালতের মাধ্যমে এ গণহত্যার বিচার হওয়া উচিত।

লেখক : নব্বইয়ের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা ও রাজনীতিক

অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাবের

যুগ্ম সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন, প্রেস ও প্রচার সম্পাদক এস কে আবু সাজ্জাদ, আইন সম্পাদক মোহাম্মদ আলাদিন ও ইসি মেম্বার মোহাম্মদ তারেক।

সংবাদ সম্মেলনে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এনাম খান বলেন, আমরা পরিবেশগত কারণে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পুনর্বাসন এবং বাংলাদেশে গাছ লাগানোর লক্ষ্যে সমর্থন এবং সহায়তা আহ্বান করছি। এই চ্যারিটি ইভেন্টের উদ্দেশ্য হলো সমাজের উন্নয়ন এবং পরিবেশের সুরক্ষায় সময়োপযোগী যথাযথ অবদান রাখা। অংশগ্রহণকারী সকলে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপচারিতা, অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা, আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র এবং নিলাম কর্মসূচীগুলো একত্রে উপভোগ করতে পারবেন। পাশাপাশি থাকবে সুস্বাদু খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা। সকল ডোনেশন সরাসরি রোটারি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে চ্যারিটেবল কার্যক্রমে প্রদানে করা হবে। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সব দাতা তাদের দানের ওপর গিফট রিলিফও দাবি করতে পারবেন, যা এই ইভেন্টকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

অ্যাকাউন্ট্যান্টস ক্লাব ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উল্লেখ করা বলা হয়, যার লক্ষ্য হলো ব্রিটিশ বাংলাদেশী চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদের একটি পেশাদার নেটওয়ার্কে একত্রিত করা। এই ক্লাবের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান বৃদ্ধি পাবে, যা পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করবে এবং আমাদের কমিউনিটির বাইরেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ক্লাবটি সকল সদস্য, স্থানীয় ব্যবসায়ী কমিউনিটি, সরকার এবং মূল অংশীদারদের সাথে ইতিবাচকভাবে জড়িত হওয়ার উদ্দেশ্যে কাজ করছে, যাতে পরিবর্তিত বিশ্বের চ্যালেঞ্জগুলো সঠিকভাবে মোকাবিলা করা যায়।

দ্য অ্যাকাউন্ট্যান্টস ক্লাবের নির্বাহী কমিটি এবং সকল সদস্য এই চ্যারিটি ইভেন্টের আয়োজন করতে পেরে গর্বিত উল্লেখ করে বলা হয়, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা সমাজের উন্নয়ন এবং পরিবেশের সুরক্ষায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করতে চাই। হাডসন ওয়্যার যুক্তরাজ্যের অন্যতম শীর্ষ ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার। মি. হাসিব হাওলাদার এফসিএ, সিটিএ, এফসিসিএ, জেআইইবি-যিনি দ্য অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাবেরও সভাপতি, এই প্রতিষ্ঠানের একজন মালিক ও পরিচালক। হাডসন ওয়্যার হল যুক্তরাজ্যের একমাত্র ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার ফার্ম, যেখানে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ইনসলভেন্সি প্র্যাকটিশনার, ম্যানেজার ও অন্যান্য অফিসারগণ কাজ করে থাকেন। হাডসন ওয়্যার দ্য অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাবের আয়োজনে আসন্ন চ্যারিটি ইভেন্টের স্পনসর হওয়ার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। এই ইভেন্টটি শুধু একটি দান কার্যক্রম নয়, বরং এটি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। হাডসন ওয়্যার বিশ্বাস করে যে, এই ধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে তারা পরিবেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। আমরা আশা করি, এই সহযোগিতা সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে এবং সকলের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

সকল ব্যবসায়ী এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে এই চ্যারিটি ইভেন্টে নিবন্ধন করার জন্য সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি তথ্যবহুল এবং বিনোদনমূলক হবে। সাংস্কৃতিক শো, নেটওয়ার্কিং, অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা এবং সুস্বাদু খাবার এই সমাবেশকে অবিস্মরণীয় করে তুলবে। তাছাড়া, আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র এবং নিলামের আয়োজনে পুরস্কার থাকবে এক্সক্লুসিভ পণ্য এবং ভ্রমণ প্যাকেজ। এখান থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ পরিবেশগত কার্যক্রমে এবং বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনে ব্যয় করা হবে। এতে সবাইকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, এই শুভ কাজে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে আমরা সমাজে আরও বেশি অবদান রাখতে পারি। একত্রে আমাদের সমাজ এবং পরিবেশের জন্য কাজ করি। দি অ্যাকাউন্টেন্টস ক্লাব একটি বড় ধরণের সমাবেশের অপেক্ষায় রয়েছে, যেখানে একত্রিত হবে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, অ্যাকাউন্টেন্টস, আইনজীবী, ব্যাংকার, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবীগণ। আমাদের লক্ষ্য হলো একত্রিত হয়ে সমাজের উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষায় অবদান রাখা। আমরা বিশ্বাস করি, সকলের সহযোগিতায় এই আয়োজন হবে স্মরণীয় এবং আমাদের কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে। আপনার উপস্থিতি এবং সমর্থন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। আসুন, একসাথে একটি সুন্দর সন্ধ্যা কাটাই। আরো তথ্য বা অংশগ্রহণ ও স্পনসরশিপের সুযোগ সম্পর্কে জানতে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বাইডেন-ইউনুস ঐতিহাসিক বৈঠক

উচ্চতায় বাংলাদেশ

ড. ইউনুস বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ও সাবেক রাষ্ট্রপ্রধানদের হাতে জুলাই-আগস্ট ছাত্র বিপ্লবের সময় সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঢাকার রাজপথের দেয়ালে আঁকা গ্রাফিথি দিয়ে তৈরি বই 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' উপহার দেন

এদিন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে বুকে টেনে নেন। হাতে হাত রেখে বলেন, বাংলাদেশের সংস্কারের যে লক্ষ্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ঠিক করেছেন, তাকে বাস্তবে রূপ দিতে সব ধরনের সহযোগিতা করবে হোয়াইট হাউস। বাংলাদেশ সময় ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজে দুই শীর্ষ নেতার বিরল বৈঠকের ছবি ও সংবাদ প্রচার করা হয়।

নিউইয়র্কে কাজ করেছেন এবং এখন কাজ করছেন, বাংলাদেশের এমন পাঁচজন কূটনীতিক বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাধারণত জাতিসংঘ অধিবেশনে তাঁর নির্ধারিত বক্তৃতার দিন সকালে নিউইয়র্কে পৌঁছান। বক্তৃতার পর অধিবেশনে আসা রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক একাধিক কূটনীতিকের মতে, প্রথা ভেঙে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক প্রতীকী অর্থে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত হলেও দুই নেতার বৈঠক এই বার্তাই দিচ্ছে যে হোয়াইট হাউস বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনকে সর্বাত্মক সহযোগিতায় প্রস্তুত।

স্মরণ করা যায়, ৭৯তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বিতর্ক সেশন শুরু হয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে। ওই আয়োজনে অংশ নিতে প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস সোমবার রাতেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছান। আরও খোলাসা করে বললে, বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকের সূচি ঠিক হওয়ায় পূর্ব-নির্ধারিত সফরসূচী একদিন এগিয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে যান তিনি। অবশ্য তার অন্য কর্মসূচিও এগিয়ে আনা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

জাতিসংঘ মহাসচিব আয়োজিত সংবর্ধনায় ড. ইউনূস :

এদিকে নিউ ইয়র্ক সফরের প্রথম দিনেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস আয়োজিত সংবর্ধনায় যোগ দেন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়, যেখানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগদানকারী বিশ্ব নেতাদের স্বাগত জানান সংস্থাটির মহাসচিব। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ড. ইউনুস ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, মরিশাসের প্রেসিডেন্ট পৃথ্বিরাজ সিং রূপন এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার সম্পর্কিত হাই কমিশনার ভলকার টুর্কসহ অন্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের আমন্ত্রণে ড. ইউনূস ৭৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে একান্ত বৈঠক :

ওদিকে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের ফাঁকে মঙ্গলবার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। সংক্ষিপ্ত বৈঠকে দুই নেতা বাংলাদেশ-কানাডা সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার উপায়, জনসাধারণের স্বাধীনতা আরও বিস্তৃত করা, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং বাংলাদেশের যুবসমাজকে সহায়তা করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় ড. ইউনূস কানাডার প্রধানমন্ত্রীর হাতে 'দ্য আর্ট অব ট্রায়াম্ফ' (বিজয়ের আর্ট) নামে একটি শিল্পকলা বই উপহার দেন, যেখানে বাংলাদেশে বিপ্লব চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থী ও তরুণদের আঁকা বর্নিল গ্রাফিতি স্থান পেয়েছে। জাস্টিন ট্রুডো নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ ড. ইউনূসের নেতৃত্বের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগের শাসন ব্যবস্থা দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে ধ্বংস করেছিল বৈঠকে ড. ইউনূস তা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতি কানাডার বন্ধুত্ব এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি কানাডা সরকারের সমর্থনের প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য অরো ভিসা প্রদানের জন্য কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

বৃটিশ ক্রাইম এজেন্সিকে চিঠি

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর সম্পদ জব্দ করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আহবান

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তি কেনার ঘটনায় তদন্তের মুখে পড়েছেন বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোর যথাযথ তদন্তের দাবি জানিয়ে যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ সংস্থার নির্বাহী মহাপরিচালকের কাছে চিঠি দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সংসদ সদস্য আপসানা বেগম। এছাড়াও অবৈধভাবে অর্জিত তার সব সম্পদ জব্দ করে বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

গত মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) পাঠানো ওই চিঠিতে লেবার পার্টির নেতা লিখেছেন, 'আমি জানতে চাই, যুক্তরাজ্যে যেসব সম্পত্তি ও সম্পদ বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সংসদ সদস্যদের দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, সেগুলোর বিষয়ে জাতীয় অপরাধ সংস্থা (এনসিএ) কী পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালে সাইফুজ্জামান চৌধুরী বিদেশে বিপুল অর্থ পাচার করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। এরপর তার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু করে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ।

চিঠিতে এসব বিষয় উল্লেখ করে আপসানা বেগম বলেন, বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে কর জমা সংক্রান্ত তদন্ত চলছে। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটি দাবি করেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে কোটি কোটি ডলার পাচার করেছেন।

তিনি বলেন, 'এইচএম ল্যান্ড রেজিস্ট্রি এবং ইউকে কোম্পানি হাউসের রেকর্ডগুলোর বিষয়ে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলো ১৫ কোটি পাউন্ডেরও বেশি মূল্যের কমপক্ষে ২৮০টি সম্পত্তি অর্জন করেছে। আল-জাজিরার তদন্তে আরও জানা গেছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী আমার নির্বাচনী এলাকা পপলার ও লাইমহাউজে ৭৪টি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন।'

এনসিএ মহাপরিচালকের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যেহেতু বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন অন্যায়ভাবে অর্জিত তহবিল পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চাইছে, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো যদি আপনি স্পষ্ট করেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরী এবং এই দুর্নীতির তদন্তে অভিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির যুক্তরাজ্যভিত্তিক সব সম্পদ তদন্ত ও ফ্রিজ করার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

'আপনি নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এই তহবিল ফ্রিজ ও প্রত্যর্পণ করা শুধু ন্যায়বিচারের জন্যই নয়, বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের ভবিষ্যতের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে, এটি যুক্তরাজ্যের সুনাম ও আন্তর্জাতিক অবস্থানের জন্যও অপরিহার্য।

২ লাখ কোটি টাকা

গড়েছেন বলে কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে। যুক্তরাজ্য ছাড়াও সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে সম্পদ গড়ে তোলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আহসান এইচ মনসুর আরও বলেন, এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সরকার 'বেশ সহায়তা' করছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার বাংলাদেশ ব্যাংকে এসেছিলেন; তাঁরা অনেক কারিগরি সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিশেষ করে শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক ভূমিমন্ত্রীর কেনা ১৫০ মিলিয়ন বা ১৫ কোটি পাউন্ডের সম্পত্তির অর্থের উৎস সম্পর্কে বাংলাদেশ জানতে চেয়েছে বলে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে জানিয়েছেন আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, এসব সম্পদ বাংলাদেশ পুনরুদ্ধার করতে চায়; সে লক্ষ্যে যুক্তরাজ্য সরকারের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যুক্তরাজ্যের কর্মকর্তারা; কিন্তু বৈঠকে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে তাঁরা কিছু বলতে রাজি হননি।

শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ করে আসছেন বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক বিধিনিষেধ আছে। প্রতি বছর বাংলাদেশের নাগরিকেরা বৈধভাবে মাত্র কয়েক হাজার ডলার বিদেশে নিতে পারেন।

আহসান মনসুর বলেন, 'এই বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রধানমন্ত্রীর অজ্ঞাতসারে দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।' তবে তিনি এও বলেন, তদন্ত এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান। তিনি ভারতের কোথায় আছেন তা জানা যায়নি। ফলে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তবে এসব অভিযোগ যুক্তরাজ্যের স্যার কিয়ার স্টারমারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টির সরকারের জন্য কিছুটা অস্বস্তিকর হতে পারে। শেখ হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক লেবার সরকারের সিটি মিনিস্টার, যদিও এখন পর্যন্ত এমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি যে টিউলিপ সিদ্দিক এসব অপকর্মের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য টিউলিপ সিদ্দিকের সঙ্গে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস যোগাযোগ করলেও তিনি সাড়া দেননি।

শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নন, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসও ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে এক সাক্ষাতে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সহায়তা চেয়েছেন।

মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ দেশটি থেকে 'চুরি হওয়া ও বিদেশে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনবে। সরকারের যেসব অগ্রাধিকার রয়েছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম।'

শেখ হাসিনা দুই দশক বাংলাদেশ শাসন করেছেন; কিন্তু তাঁর শাসনামলে ভোট চুরি, অধিকার লঙ্ঘন ও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগ থেকে ছাত্রবিক্ষোভ সৃষ্টি হয়; পরিণতিতে হাসিনা সরকারের পতন হয়।

চলতি বছরের শুরুতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ইউকে জানায়, যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মালিকানাধীন কোম্পানির সম্পত্তি আছে। সে দেশে যে বাংলাদেশিদের এ রকম 'অব্যাখ্যাত সম্পদ' আছে, এটি তার নজির। তারা বলেছিল, যুক্তরাজ্য সরকারের উচিত হবে, এসব খতিয়ে দেখা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস যুক্তরাজ্যের ভূমি নিবন্ধন দপ্তর ও কোম্পানিসংক্রান্ত দপ্তরের নথি খতিয়ে দেখেছে। তাদের অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো ১৫ কোটি পাউন্ডের বেশি মূল্যের অন্তত ২৮০টি সম্পত্তি কিনেছে।

এসব সম্পদ ২০১৬ সালের পর থেকে কেনা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ভূমি কার্যালয়ের তথ্যানুসারে, বেশির ভাগ সম্পদ কেনা হয়েছে ২০১৯ সাল থেকে ২০২২ সালের মধ্যে। সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারের ভূমিমন্ত্রী ছিলেন।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সম্পদ কিনেছেন সাইফুজ্জামান চৌধুরী। এর মধ্যে ফ্রিহো বা চিরকালীন মালিকানার অধিকারের সম্পদ আছে, যার মধ্যে রয়েছে লন্ডনের মূলকেন্দ্রের ফিটজ্রোভিয়া এলাকার এমারসন বেইনব্রিজ হাউস, পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে ৬১টি বাড়ি ও ব্রিস্টলে একটি সমবায় সুপারমার্কেট।

যুক্তরাজ্যে এসব সম্পদ কেনার অর্থ কোত্থেকে এসেছে তা পরিষ্কার নয়। যদিও নথিপত্র দেখে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, কিছু সম্পদ কেনার ক্ষেত্রে বন্ধকি ঋণ নেওয়া হয়েছে।

সাইফুজ্জামান চৌধুরীর আইনজীবী আজমালুল হোসেন ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, তাঁর মক্কেলের 'লুকানোর কিছু নেই' এবং তিনি কোনো কিছু চুরি করেননি। তিনি আরও বলেন, সাইফুজ্জামান চৌধুরী চতুর্থ প্রজন্মের ব্যবসায়ী। রাজনীতিতে আসার আগে সেই ১৯৯০-এর দশক থেকে তিনি যুক্তরাজ্যে সম্পদ কিনছেন।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী চলতি বছরের শুরুতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আন্তর্জাতিক ব্যবসার অর্থ থেকে তিনি বিদেশে সম্পদ কিনেছেন। আজমালুল হোসেন বলেন, ড. ইউনূসের 'অসাংবিধানিক সরকার' আওয়ামী লীগ সদস্য ও নেতাদের নিপীড়ন করছে। তিনি আরও বলেন, যথেষ্ট আশঙ্কা আছে, সাইফুজ্জামান চৌধুরী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

শেখ হাসিনার সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আরাফাত ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে বলেন, তদন্ত হলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা নির্দোষ প্রমাণিত হবেন। তিনি আরও বলেন, '(নতুন সরকার) সব কিছুকে বড় দুর্নীতি হিসেবে দেখাতে চাইছে। তাঁরা সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে দোষী করতে চাইছেন। তবে এটা ভালো যে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা হচ্ছে ...এসব অভিযোগ তাঁদের প্রমাণ করতে হবে।'

যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার পারস্পরিক আইনি সহায়তার অনুরোধ করেছে কি না, সে বিষয়ে তারা কিছু বলবে না। এ বিষয়ে তাদের অনেক পুরোনো নীতি রয়েছে। সূত্র: দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

কেয়ার ভিসার নামে প্রতারণা

অভিযোগ অস্বীকার করলেও, শিক্ষার্থীদের কিছু অর্থ ফেরত দিয়েছেন। মি. রাজা ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে অফিস ভাড়া নিয়েছিলেন এবং তার অফিসে কয়েকজন কর্মীও নিয়োগ দিয়েছিলেন। তার প্রতিষ্ঠানটি প্রায় দেড়শ' শিক্ষার্থীকে কেয়ার হোম এবং এমপ্লয়মেন্ট স্পনসরশিপে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।

ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থী বলেছেন, আমাদের বলা হয়েছিল তিনি বৈধ কাগজপত্র বিক্রি করছেন। তবে এগুলোর সাহায্যে অল্প কয়েকজন শিক্ষার্থী ভিসা এবং আসল চাকরি পেয়েছেন। আর অধিকাংশই এসব মূল্যহীন কাগজপত্র কিনতে তাদের সব সঞ্চয় খুইয়েছেন।

ওয়ার্ক ভিসা পেতে হাজার হাজার পাউন্ড হারানো ১৭ জন নারী ও পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি। ২০ বছর বয়সী তিন শিক্ষার্থী বিভিন্ন এজেন্টকে মোট ৩৮ হাজার পাউন্ড দিয়েছে বলে জানান।

তারা জানান, ইংল্যান্ডে এসে নিজেদের ভাগ্য ফেরানোর আশায় জন্মভূমি ভারত ছেড়েছিলেন তারা। অথচ বর্তমানে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন এবং দেশে ফিরে কিভাবে পরিবারকে এসব জানাবেন তা ভেবে খুব ভয় পাচ্ছেন।

এদের একজন নীলা। তিনি বিবিসিকে বলেন, 'আমি এখানে (ইংল্যান্ডে) আটকা পড়েছি। আমি যদি ফিরে যাই, তাহলে আমার পরিবারের সমস্ত সঞ্চয় মাটি হয়ে যাবে।' ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যের সেবা খাতে (কেয়ার হোম ও এজেন্সিসহ) রেকর্ড ১ লাখ ৬৫ হাজার পদ খালি ছিল।

এরপর যুক্তরাজ্যের সরকার অন্যান্য দেশ থেকে চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনের অনুমতি দেয়, যার ফলে ভারত, নাইজেরিয়া ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোর বহু মানুষ এ কাজে আবেদন করে। তবে এতে শর্ত ছিল, আবেদনকারীদের অবশ্যই একটি যোগ্য স্পনসর থাকতে হবে, যেমন একটি নিবন্ধিত কেয়ার হোম বা এজেন্সি এবং চাকরিপ্রার্থীদের তাদের স্পনসরশিপ বা ভিসার জন্য একটি পয়সাও দিতে হবে না। আকস্মিক এই সুযোগ মেলায় মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের ফায়দা লুটেছে। তারা মূলত ফুল টাইম কাজ করতে চাওয়া শিক্ষার্থীদের থেকে সুযোগ নিয়েছে।

আমরা এসব শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেছি, তারা এখন বৈধভাবে যুক্তরাজ্যে থাকার জন্য অনেক চেষ্টা করছেন, তবে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার।

ভুক্তভোগীর কল ব্লক করে দেয় :

২১ বছর বয়সী নাদিয়া ভারত থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক সম্পন্ন করার জন্য ২০২১ সালে স্টাডি ভিসায় যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন। এক বছর পর তিনি পড়াশোনার জন্য বছরে ২২ হাজার পাউন্ড টিউশন ফি দেওয়ার বদলে চাকরি খোঁজার সিদ্ধান্ত নেন। একজন বন্ধু তাকে একজন এজেন্টের নম্বর দিয়েছিলেন। ওই এজেন্ট তাকে বলেছিল, তিনি ১০ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে কেয়ার ওয়ার্কের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র করে দিতে পারবেন।

নাদিয়া বলেন, ওই এজেন্ট তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলেন এবং এমনকি তাকে বলেছিলেন যে তাকে দেখে নিজের বোনদের কথা মনে পড়ে গেছে তার। উলভারহ্যাম্পটনের বাসিন্দা নাদিয়া বলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, 'আমি তোমার কাছ থেকে খুব বেশি টাকা নেব না, কারণ তুমি আমার বোনদের মতো দেখতে।' তিনি তাকে অগ্রিম ৮ হাজার পাউন্ড দিয়েছিলেন এবং ওয়ালসালের একটি কেয়ার হোমে চাকরির অভিজ্ঞতাপত্র পাওয়ার আশায় ছয় মাস অপেক্ষা করেছিলেন।

নাদিয়া বলেন, এরপর আমি সরাসরি কেয়ার হোমে ফোন করে আমার ভিসার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জানতে পারি, স্পনসরশিপের জন্য কাউকে কোনো সার্টিফিকেট দেয়নি তারা। কারণ তাদের সব কর্মী রয়েছে এবং কোনো পদ খালি নেই। পরবর্তীতে ওই এজেন্ট নাদিয়ার ফোন নাম্বার ব্লক করে দেন। অনেকে তাকে পুলিশের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। তবে নাদিয়া বিবিসিকে জানায়, তিনি খুব ভয় পেয়েছিলেন।

বার্মিংহামে বসবাসকারী নীলা বলেন, তার পরিবার বিশ্বাস করে যে যুক্তরাজ্যে আসার ফলে তিনি অনেক দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন এবং ভারতের চেয়ে বেশি উপার্জন করতে পারবেন। তিনি বলেন, 'আমার শ্বশুর সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তিনি তার সব সঞ্চয় দিয়ে আমার ওপর আস্থা রেখেছিলেন।'

তিনি জানান, তার ভিসাকে স্টুডেন্ট ভিসা থেকে কেয়ার ওয়ার্কারে পরিবর্তন করতে ওলভারহ্যাম্পটনের একটি ট্রেনিং এজেন্সিতে গিয়েছিলেন তিনি। নীলা বলেন, ওখানকার এজেন্টরা খুব বিনয়ী ছিল এবং তারা তাদের বৈধতা প্রমাণের জন্য ই-মেইল, চিঠি এবং ভিসার কপিও দেখিয়েছিল।

নীলা এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল যে ওই এজেন্সির লোকগুলো এবার তাদের জীবন বদলে দেবে।

তিনি বলেন, তারা আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় ফেরেশতার মতো আচরণ করেন। এ কথায়ই বুঝে নিন তারা আমাদের আস্থা অর্জনে কতটা সফল হয়েছিল। তিনি মূল্যহীন ওই কাগজপত্র করার জন্য ১৫ হাজার পাউন্ড দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে হোম অফিস থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এর ফলে তিনি তার পড়াশোনার জন্য পরিবারের দেওয়া ১৫ হাজার পাউন্ড নষ্ট করে ফেলেছে। নীলা জানান, তার জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ সেই প্রতারকরা আজও অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কোনো ভয় নেই।

৮৬ জন শিক্ষার্থী হাজার হাজার পাউন্ড হারিয়েছে :

বিবিসি জানতে পেরেছে, উলভারহ্যাম্পটনে বসবাস করা এবং বার্মিংহামে কর্মরত পাকিস্তানি নাগরিক তৈমুর রাজা একটি ভিসাচক্রের প্রধান। তিনি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, তিনি কেয়ার হোমে কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য ভিসা আবেদনের ব্যবস্থা করতে পারেন।

বিবিসি স্পন্সরশিপ ডকুমেন্টে ভরা একটি ফাইল দেখেছে। মি. রাজা ১৪১ জন আবেদনকারীর কাগজপত্র সমেত এই ফাইলটি একটি এজেন্সি সরবরাহ করেছিলেন। এসব আবেদনকারীর প্রত্যেকে ১০ থেকে ২০ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করেছেন এবং মোট ১২ লাখ পাউন্ড অর্থ দিয়েছেন।

আমরা যাচাই করেছি যে মি. রাজা এই স্পনসরশিপ নথিগুলো হোয়াটসঅ্যাপে পিডিএফ ফাইল হিসাবে ওই এজেন্সিকে পাঠিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ৮৬ জন মূল্যহীন কাগজপত্র পেয়েছেন, যা হোম অফিস অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর ৫৫ জন সফলভাবে ভিসা পেয়েছিলেন। তবে যে কেয়ার হোমগুলোর অভিজ্ঞতাপত্র তাদের দেওয়ার কথা ছিল, তাদের তা দেওয়া হয়নি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানে থাকা তৈমুর রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিবিসি। জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি 'মিথ্যা' ও 'একপেশে' এবং তিনি তার আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এরপর তিনি আর আমাদের সাক্ষাৎকারের অনুরোধে সাড়া দেননি।

অজয় থিন্দ নামের এক শিক্ষার্থী জানান, কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার জন্য ১৬ হাজার পাউন্ড দেওয়ার পর মি. রাজা তাকে নিজের এজেন্সিতেই নিয়োগ দেন। মি. রাজার এজেন্সিতে কাজ করা ছয়জনের একজন তিনি। তাদের প্রত্যেককে সপ্তাহে ৫০০-৭০০ পাউন্ড বেতন দেওয়া হতো। তাদের কাজ ছিল আবেদনকারীদের জন্য কাগজপত্র তৈরি এবং আবেদনকারীদের ফর্ম পূরণ। থিন্দ বলেন, রাজা অফিস ভাড়া নিয়েছিলেন এবং এমনকি তার টিমের সবাইকে দুবাই ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২০২৩ সালের এপ্রিলে তার প্রথম সন্দেহ হয়, যখন তিনি লক্ষ্য করেন যে হোম অফিস এক একে আবেদনগুলো প্রত্যাখ্যান করে দিচ্ছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে তার বন্ধুরাও ছিলেন, যারা মোট ৪০ হাজার পাউন্ড দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি রাজাকে এসব কথা বললাম এবং সে আমাকে বলল তোমার মাথায় এসব চাপ নেওয়ার দরকার নেই, আমাকে চাপ সামলাতে দাও।' তিনি আরও বলেন, 'শুধুমাত্র টাকার প্রয়োজন ছিল বলে আমি একাজ ছেড়ে চলে যাইনি।' থিন্দ জানান, তার বস অসংখ্য সংস্থার সাথে কাজ করছেন, তাই হাতিয়ে নেওয়া অর্থের পরিমাণ ১.২ মিলিয়ন পাউন্ডের চেয়ে আরও বেশি হতে পারে। ভুক্তভোগীদের অধিকাংশই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।

ওয়ার্ক রাইটস সেন্টারের অভিবাসন বিভাগের প্রধান লুক পাইপার বলেন, 'অনেক মানুষ পুলিশের কাছে যান না, কারণ তারা হোম অফিস এবং পুলিশকে জানানোর পরিণতি নিয়ে আতঙ্কিত। এর পরিবর্তে তারা ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের একটি শিখ মন্দির বা স্মেথউইকের গুরুদ্বার বাবা সাং জির কাছে সাহায্য চেয়েছেন।'

এসব মন্দিরের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ এজেন্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তারা ইতোমধ্যে কিছু মানুষকে হারানো অর্থ ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছেন। মন্দিরের প্রবীণরা এমনকি ২০২৩ সালের নভেম্বরে মি. রাজাকে একটি বৈঠকে হাজির করেন। জানা যায়, সেখানে তিনি অর্থ ফেরত দিতে এবং তার এসব কর্মকা– বন্ধ করতে রাজি হন।

মহামারি চলাকালীন মানুষকে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত গুরুদ্বারের শিখ অ্যাডভাইস সেন্টার এজেন্সির কর্মীদের সাহায্যে হরমনপ্রীত নামে এক তরুণী মা তার অর্থ ফেরত পেয়েছেন। তিনি জানান, অবস্থা এত খারাপ হয়ে যায় যে তিনি আত্মহত্যার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ওই নারী বলেন, 'আমি নিজের জীবন নেওয়ার কথাও ভেবেছিলাম। আমি কেবল আমার মেয়ে এবং শিখ পরামর্শ কেন্দ্রের কারণে বেঁচে রয়েছি।' কেন্দ্রের সদস্য মন্টি সিং জানান, শত শত মানুষ সাহায্যের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি এবং তার দল ২০২২ সালে অভিযুক্তদের নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাগাতার পোস্ট দেওয়া শুরু করেন। যাতে এসব ব্যক্তির লজ্জা হয় এবং অন্যরা এদের বিশ্বাস করার আগে সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়। পোস্টগুলো দেখার পরে আরও অনেকে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং ক্রমে প্রতারকদের তালিকা বড় হচ্ছিল। মি. সিং বলেন, তারা বুঝতে পারেন যে এজেন্টরা পিরামিড স্কিমের মতো কাজ করে। তিনি বলেন, 'অনেক ছোট ছোট টিম লিডার এবং এজেন্ট রয়েছে ... এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কমিশনও পায়।' তিনি আরও বলেন, ছোট এজেন্টদের মধ্যে কিছু হেয়ারড্রেসার এবং বাস ড্রাইভারও ছিল, যারা এসব কাজের মাধ্যমে বাড়তি অর্থ উপার্জনের বিশাল সুযোগ পেয়েছিলেন।

তিনি বলেন, রাজা ২ লাখ ৫৮ হাজার পাউন্ড পরিশোধ করলেও পরামর্শ কেন্দ্র বর্তমানে মামলাটি ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করেছে। নিজেদের পরিবার চরম লজ্জায় পড়ে যাওয়ায় অন্যান্য এজেন্টরাও অর্থ ফেরত দিয়েছিল।

মন্টি বলেন, 'পারিবারিক সম্মান একজন ব্যক্তির কাছে সবকিছু। আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করি, তার বিরুদ্ধে তদন্ত করি এবং সমস্ত প্রমাণ বিশ্লেষণ করি। প্রমাণ পাওয়ার পর আমরা পরিবারের সাথে কথা বলি। এতে তার পরিবার লজ্জিত হয় এবং তারা তখন ভুক্তভোগীর ঋণ শোধ করতে চায় এবং তাদের পরিবারের নাম প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেন।'

ভিসা আবেদনের সংখ্যা বেড়েছে :

২০২২ সালের জুন থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের ওয়ার্ক ভিসা পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদনের সংখ্যা ছয়গুণ বেড়েছে, যা আগের বছর ছিল ৩ হাজার ৯৬৬ জন। গত বছরের জুলাইয়ে হোম অফিস নিয়ম সংশোধন করে, যাতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষ করার আগে ওয়ার্ক ভিসা না পায়।

তবে শিখ অ্যাডভাইস সেন্টার জানিয়েছে, পুলিশ ও অভিবাসন কর্মকর্তাদের কঠোর পদক্ষেপই কেবল ভিসার অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করতে পারে।

মন্টির সঙ্গে কাজ করা জ্যাস কৌর বলেন, সরকারকে অবশ্যই ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

তিনি বলেন, 'আপনি যদি তৃণমূলের লোকজনের সঙ্গে কথা না বলেন, তাহলে আসলে কী ঘটছে সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা থাকবে না।'

হোম অফিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'জাল ভিসা আবেদন শনাক্ত এবং প্রতিরোধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা রয়েছে। এই জালিয়াতদের লক্ষ্যবস্তু হওয়া মানুষদের এটা জানতে হবে যে তাদের স্পনসরশিপ সার্টিফিকেট যদি আসল না হয় তবে সেই আবেদন সফল হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'যেকোনো অসাধু কোম্পানি এবং এজেন্ট; যারা বিদেশি কর্মীদের অপব্যবহার, শোষণ বা প্রতারণা করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া অব্যাহত রাখব।' ওয়ার্ক রাইটস সেন্টারের মি. পাইপার বলেন, সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করা।

ব্রিটিশ হওয়ার স্বপ্ন :

মূল্যহীন ভিসার কাগজপত্রের জন্য অর্থ হারানো মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। পাইপার বলেন, 'এটা স্পষ্ট যে বেশ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এ ধরনের প্রতারণা ঘটছে। সারাদেশ থেকে আমরা এ ধরনের অভিযোগ পাচ্ছি।'

স্মেথউইকের শিখ অ্যাডভাইস সেন্টার আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে এই ধরনের অভিযান অন্যান্য গুরুদ্বারেও চালু হবে। এছাড়া ভারতের মানুষ পড়াশোনা বা কাজের জন্য তাদের দেশ ছাড়ার সময় যে ঝুঁকি নেয় সে সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়াতে শুরু করেছেন তারা।

মি. সিং বলেন, 'মানুষকে সচেতন করার মানে নিষ্ঠুর সত্য জানানো যে অল্প কয়েকজন সাফল্য পাওয়ার মানে এই নয় যে সবার ক্ষেত্রে একই রকম ঘটবে।'

তিনি বলেন, 'তারা আরও একটি বিশ্বাসকেও পরিবর্তনের চেষ্টা করছে যে আরও ভাল করার একমাত্র উপায় হলো ব্রিটিশ বা আমেরিকান স্বপ্নের পেছনে ছোটা।' (ভুক্তভোগীদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে)। সূত্র: দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

বায়তুল মোকাররমের খতিব

বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মো: রুহুল আমিনকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে খতিবের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগকৃত খতিব মুফতি রুহুল আমিন আত্মগোপনে চলে যান। এ কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কয়েকজন ইমাম ও আলেমকে জুমার নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দেয়। গত ২০ সেপ্টেম্বর মুফাসিসর ড. মো: আবু ছালেহ পাটোয়ারীর জুমার নামাজ পড়ানোর দায়িত্ব দেয় ইফা। কিন্তু হঠাৎ করেই মুফতি রুহুল আমিন দলবল নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন ও জোরপূর্বক খতিবের দায়িত্ব নেয়ার চেষ্টা চালান। এ ঘটনায় সাধারণ মুসল্লিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা প্রতিবাদ জানালে মুফতি রুহুল আমিনের লোকজন মুসল্লিদের উপর হামলা চালায়। এতে অনেক মুসল্লি আহত হন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের চিঠিতে বলা হয়েছে, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব আল্লামা মুফতি রুহুল আমীন তার দায়িত্ব পালনকালে মাঝে মধ্যে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকতেন। সর্বশেষ গত ১৯, জুলাই, ২, ৯, ১৬ ও ২৩ আগস্ট শুক্রবারের জুমা'র নামাজে অনুপস্থিত থাকায় গত ২৯ আগস্ট ফাউন্ডেশন থেকে তাকে কারণ দর্শানো হয়। এ ছাড়া গত ২০ সেপ্টেম্বর জুমার নামাজ পড়াতে তার মসজিদে আসা এবং খুতবা দেয়ার চেষ্টাকালে এক অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ তদন্ত কমিটি আল্লামা মুফতি রুহুল আমীন ও তার অনুগত ছাত্র/বহিরাগত লোকদের দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সুষ্ঠুভাবে জুমার নামাজ পরিচালনার স্বার্থে তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে একজন যোগ্য আলেমকে খতিব হিসেবে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে। এ ছাড়া, আল্লামা মুফতি রুহুল আমিনের প্রতি সাধারণ মুসল্লিদের অনাস্থা তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তিনি জুমার নামাজ পড়াতে এলে আবারো হইচই হট্টগোলসহ অপ্রীতিকর ঘটনার আশঙ্কা থাকায় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব পদ হতে অপসারণের প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন। এজন্য বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে সুষ্ঠুভাবে জুমার নামাজ পরিচালনার স্বার্থে আল্লামা মুফতি রুহুল আমীন, মুহতামিম, গহরডাঙ্গা মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জকে নির্দেশক্রমে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব পদ থেকে অপসারণ করা হলো।

'জামায়াত ক্ষমতায় গেলে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ব্যবসায়ী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে জামায়াতে ইসলামী এ দেশে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। দেশসেরা ইসলামী ব্যাংক অল্প দিনেই এশিয়ার সেরা ব্যাংক হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই ইসলামী ব্যাংককে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরবর্তীতে এক এক করে দেশের সব ব্যাংকের টাকা আওয়ামী লীগ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে সচল করতে জামায়াতে ইসলামী প্রস্তুত রয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ডা. তাহের আরও বলেন, বাংলাদেশের মানুষের জন্য ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। পরিবর্তিত পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে আগামীর বাংলাদেশ গড়তে ব্যবসায়ীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের দেশপ্রেম বুকে লালন করে ব্যবসা করার অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির মো. নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় ব্যবসায়ী সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ড. আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবদুস সালাম, এফবিসিসিআইর পরিচালক আলহাজ এনায়েত উল্ল্যাহ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ব্যবসা বিভাগের সেক্রেটারি ছগির বিন সাইদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা মেজবাহ উদ্দিন সাইদ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নেতা আইয়ুব আলী ফরাজী, হামিদুর রহমান সোহাগ, রাশেদুল হাসান রানা, রিহ্যাবের কার্যনির্বাহী সদস্য ড. হারুনুর রশিদ, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নেতা লায়ন সবুজ সর্দার প্রমুখ।

আয়নাঘর থাকবে না

পুলিশ ক্যাডারের ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা রেজাউল করিম মল্লিক। ২০০৬ সালের পর তাকে আর বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কোথাও দেখা যায়নি। পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের অগুরুত্বপূর্ণ পদে তার পদায়ন হয়েছে। বিভিন্ন সময় নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তার নির্যাতিত কর্মজীবনের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, ডিবির কার্যক্রম নিয়ে তার পরিকল্পনা।

রেজাউল করিম মল্লিক বলেন, ২০০৬ সালের পর থেকে আমার উপর যে নির্যাতন, অবিচার, অন্যায়, অবহেলা ও অপমান করা হয়েছে সেটি বলে বুঝানো যাবে না। কেন আমার প্রতি এত নির্যাতন অবিচার করা হয়েছে সেটি আমি নিজেও জানি না। আমাকে তারা এতটাই কষ্ট দিয়েছে আমার বাবা, মা ও বড় ভাইয়ের মৃত্যুর সময় আসতে দেয়নি। এ ছাড়া গ্রামের বাড়িতে তাদের কবর পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে কোনো ছুটি দিতো না। ঢাকায় আসতে দিতো না। পিবিআইয়ের সিলেট বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচন ছিল। তখন আমি বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হকের পক্ষে কাজ করবো এই ভেবে আমাকে রাতারাতি রংপুরে বদলি করে দেয়া হয়। সিআইডিতে থাকাকালীন অফিসে টানানো বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার ছবির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে হেড অফিসে পাঠাতে হতো। দীর্ঘ ১৮ বছর এসব সহ্য করার পর আমরা একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ পেয়েছি।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে ডিবির সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি হারুনের আমলে অনেক অপকর্ম হয়েছে। তার সঙ্গে আমি কখনো চাকরিও করিনি, দেখাও হয়নি। আমি চেষ্টা করবো আমার মতো করে সুন্দর পরিবেশে, আইন মোতাবেক, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজ করে যাবো।

ডিবিতে আয়না ঘর ছিল, জনমনে এ নিয়ে একটা কৌতুহলও ছিল। ৫ই আগস্টের পর মানুষ সেটা দেখতেও এসেছিল। আপনার সময়ে কী সেরকম কিছু থাকবে? তিনি বলেন, এখানে কোনো আয়নাঘর, বাতিঘর কিছুই থাকবে না। আমি জনগণের সেবা করার জন্য এসেছি। আমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটিই করবো। এখানে আয়নাঘরের মতো কোনো ঘর নাই। যারা এখানে কর্মরত আছেন তারা সবাই সচেতন। আয়নাঘর বা অন্য কিছু এখানে খুঁজেও পাবেন না। আমরা স্বাভাবিক কার্যক্রম করছি।

হারুনের ভাতের হোটেল আলোচিত ছিল, আপনি সেটাকে কীভাবে দেখেছেন? আবার চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখেন কিনা? এ বিষয়ে রেজাউল করিম বলেন, প্রশ্ন-ই উঠে না। এখানে ভাতের হোটেল, চায়ের হোটেল, কফির হোটেল, চাইনিজ হোটেল কিছুই থাকবে না। আশ্বস্ত করে বলতে পারি সরকার আমাকে যতদিন রাখবেন ততদিন সার্বিকভাবে যে সকল কাজ হওয়ার কথা আমি সেভাবেই করে যাবো। সাধারণ মানুষ যেন সুবিচার পায়, অন্যায় জুলুম থেকে বাঁচতে পারে সেটি নিশ্চিত করা হবে। এমনকি আমিও আইনের ঊর্ধ্বে না। কোনো কর্মকর্তা যদি আইন লঙ্ঘন করে, তারা যদি কোনো দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবো। হারুনের ভাতের হোটেলের ভিডিও প্রচার নিয়ে বলেন, একজন পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে এটা তার কাজ ছিল না। চাকরি জীবনে আমরা কখনো দেখিনি, কখনো করিনি। এ রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। এটা আমার কাছেও ভালো লাগেনি। কখনো করা উচিত না।

৯ মাসে যুক্তরাজ্যে এসেছেন ২৫০০০

তথ্য জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, "গতকাল রোববার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে উত্তর ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন ৭১৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। তাদেরকে হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা বলছি, চলতি ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন মোট ২৫ হাজার ৫২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী।"

আগের দিন শনিবার দেশটিতে প্রবেশ করেছিলেন ৭০৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী। মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যত সংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশী যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন, তার চেয়ে চলতি ২০২৪ সালে প্রবেশ করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের হার শতকরা হিসেবে ৪ শতাংশ বেড়েছে। তবে ২০২২ সালে দেশটিতে প্রবেশ করা অভিবাসনপ্রত্যাশীদের তুলনায় গত ৯ মাসের এই সংখ্যা শতকরা ২১ শতাংশ কম। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আগমন নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০৯ সালের নির্বাচনে জিতে যুক্তরাজ্যে ক্ষমতায় আসে কনজারভেটিভ পার্টি। তবে নিজেদের মেয়াদের গত ১৫ বছরে এই ক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তন দেখাতে পারেনি দলটি।

গত জুলাইয়ের নির্বাচনে জয়ী হয় লেবার পার্টি। লেবার পার্টির শীর্ষ নেতা এবং যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার সম্প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অবৈধ অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্যাংগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা করবে তার সরকার। সূত্র : এএফপি

সাবেক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে জমি দখল করে গড়ে তোলেন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। ঢাকা, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও জামালপুরসহ বিভিন্ন জেলায় রয়েছে তার বাড়ি, জমি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। জামালপুরের বকশিগঞ্জে ৬০ বিঘা জমি দখল করে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মায়ের মাজার'।

এসব অভিযোগের বিষয়ে জানতে জাকির হোসেনের মোবাইল ফোনে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তিনি ও তার পরিবারের সব সদস্য এবং তার অনুসারীরা পলাতক থাকায় সরাসরি দেখা করেও এ বিষয়ে কারও বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মো. আব্দুল আলীম বলেন, জাকির হোসেন একজন রাজনীতিবিদ হয়ে দেশের ইতিহাসে অবৈধভাবে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছেন। রাজনীতিকে তিনি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে বিদেশেও টাকা পাচার করেছেন। এখন সময় এসেছে এসব বন্ধ করার। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ মুনিরা খান বলেন, সমাজে আগে কেউ অপরাধ করলে তাকে ঘৃণা করা হতো। অথচ এখন কারও বাসার গ্যারেজে ১০টি গাড়ি থাকলে সেখানে মানুষ বেশি ভিড় করে।

লাখপতি থেকে হাজার কোটি টাকার মালিক : ২০০৮ সালের নির্বাচনে হলফনামায় জাকির হোসেনের বাৎসরিক আয় দেখানো হয় এক লাখ ৫৫ হাজার (স্ত্রীর আয় ৯০ হাজার টাকাসহ)। নগদ অর্থসহ মোট সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয় ১৩ লাখ ১৫ হাজার টাকা। ২০১৩ সালের নির্বাচনি হলফনামায় আয় দেখানো হয় ১৪ লাখ ৪২ হাজার ২৯৫ টাকা। নগদ অর্থসহ সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয় ৮৯ লাখ ৪৪ হাজার ৫৮৩ টাকা। আর ২০১৮ সালে নির্বাচনি হলফনামায় আয় কমিয়ে দেখানো হয় ২ লাখ ৭৯ হাজার টাকা। আর নগদ অর্থসহ সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয় ৫ কোটি ৯ লাখ ৬০ হাজার ৬৩ টাকা। আর ওই সরকারের মেয়াদ শেষ হতে না হতে তার এবং পরিবারের নামে ও বেনামে গড়ে উঠেছে হাজার কোটি টাকার সম্পদ। রৌমারীর মন্ডলপাড়া রূপ নিয়েছে 'মন্ত্রীপাড়ায়'। জাকিরের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও কমপক্ষে ১১ জনের রয়েছে বহুতল বাড়ি। তাদের নির্মিত বহুতল ভবনের কারণে পালটে গেছে পুরো গ্রামের চিত্র। একই গ্রামে এখন বহুতল বাড়ির ছড়াছড়ি।

বাড়ি ও সুপার মার্কেটে সয়লাব : জাকির হেসেনের রৌমারী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজারে ৪ তলা সুপার মার্কেট রয়েছে। কর্তিমারীতে নির্মাণাধীন রয়েছে আরেকটি ৪ তলা সুপার মার্কেট। রাজিবপুর উপজেলা শহরে চলছে আরও একটি সুপার মার্কেটের নির্মাণের কাজ। এ ছাড়া রৌমারী পাড়ায় ৪০ শতাংশ জায়গায় একটি আলিশান বাড়ি, রাজিবপুর উপজেলার শহিদ মিনারসংলগ্ন ১০ শতাংশ জায়গায় একটি পাকা বাড়ি, কুড়িগ্রাম জেলা সদরের কুমারপাড়ায় ২০ শতাংশ জায়গায় আরেকটি বাড়ি রয়েছে। রংপরের নজিরেরহাটে ৪০ শতাংশ জায়গা এবং একটি বাড়ি রয়েছে। ঢাকায় তার স্ত্রী সুরাইয়া সুলতানার নামে রয়েছে ফ্ল্যাট। এছাড়া পূর্বাচলে ১০ শতাংশ জায়গায় আরেকটি বাড়ি রয়েছে।

দখল ও বালু ব্যবসা : সহজ-সরল মানুষের জায়গা দখলে নিতে যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখাতেন জাকির হোসেন। নামকাওয়াস্তে মূল্য দিয়ে কিনে নেন বেশ কিছু জায়গা। পরে সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বেকারত্ব ঘোচাতে চরশৌলমারী ইউনিয়নের ঈদগাহ মাঠ নামক স্থানে প্রায় আড়াই একর জায়গায় সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের কথা ছিল। তবে সেখানে তা-না করে ওই জায়গায় প্রাচীর নির্মাণসহ ব্যক্তিগত স্থাপনা নির্মাণ করেন তিনি। বর্তমানে ওই জায়গার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। ২০২২ সালের এপ্রিলে রৌমারী সদর ইউনিয়নের তুরা রোডে ৭০ শতাংশ সড়ক ও জনপদসহ (সওজ) অন্যের জমি অবৈধভাবে দখল করে 'শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়। দখলের কয়েকদিন পর রাতের আঁধারে সেই সাইনবোর্ডটি উধাও হয়ে যায়। বর্তমানে সেখানে তার ছেলে সাফায়াত পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। একইভাবে তুরা রোডের গুচ্ছগ্রামে ১৫ শতাংশ, একস্থানে ২১ ও অন্য স্থানে ৫০ শতাংশসহ মোট ২ একর জায়গা অবৈধভাবে দখল করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন জাকির। এ জমির বাজারমূল্য প্রায় ৪ কোটি টাকা।

উপজেলার সদর ইউনিয়নের জন্তিরকান্দা নামক স্থানে সরকারি ১ একর জায়গা অবৈধভাবে দখল করে জাকির হোসেন 'শিরি অটোরাইস মিল' একটি শিল্পকারখানা নির্মাণ করেন। যা এখনো চালু হয়নি। দখলকৃত জায়গার মূল্য ৩ কোটি টাকা। কর্তিমারী বাজারের সোনালী ব্যাংকসংলগ্ন ১নং খতিয়ানের ৩২ শতক জায়গা নামকাওয়াস্তে লিখে নিয়ে বহুতল ভবনসহ মার্কেট নির্মাণ করছেন। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪ কোটি টাকা। একই কায়দায় রাজিবপুর উপজেলা শহরের শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামসংলগ্ন উপজেলা পরিষদের সরকারি পুকুরের ২০ শতাংশ জায়গা অবৈধভাবে ভরাটসহ ভূমি শ্রেণি পরিবর্তন করে দোকানঘর নির্মাণ করন জাকির। যার বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। এ ছাড়াও বন্দবেড় ইউনিয়নের কুটিরচরে ১ একর, দুইখাওয়া এলাকায় ৫ একর, উপজেলার দাঁতভাঙ্গা বাজার এলাকায় ১ একর সরকারি জায়গা দখল ও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প দিয়ে ভরাট করে 'আরব আলী বাবার মাজার' নির্মাণসহ দোকানঘর গড়ে তোলা হয়। এ জমির বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

জামালপুরের বকশিগঞ্জ উপজেলার নালিতাবাড়ি পাহাড় এলাকায় ৬০ বিঘা জমি দখল করে 'মায়ের মাজার' নামে ব্যক্তিগত একটি মাজার গড়ে তোলেন। যার বাজার মূল্য ২০ কোটি টাকা। রৌমারী উপজেলার সদর ইউনিয়নের ইছাকুড়ি মহিলা মাদ্রাসা নামের একটি প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোসহ জায়গা দখল করেন জাকির হোসেন। সমালোচনা হলে সেখানে নিজের নামে একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যার নাম রাখেন জাকির হোসেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। তবে গত বছর মাধ্যমিক শাখা থেকে এ প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাশ করেনি।

'পাগলা বাহিনী'সহ ৩ বাহিনী : কুড়িগ্রাম-৪ আসনের সাধারণ মানুষের কাছে মূর্তিমান আতঙ্কের নাম ছিল জাকির হোসেন। এলাকায় 'পাগলা বাহিনী' নামে তার ক্যাডার বাহিনী ছিল। এর সদস্য ছিল ১৫-২০ জন। 'পাগলা বাহিনীর' নেতৃত্ব ছিলেন তার চাচাতো ভাই মারুফ আহমেদ সিক্ত। এ ছাড়াও আরও ২টি বাহিনী ছিল জাকির হোসেনের। যার একটি নিয়ন্ত্রণ করত স্ত্রী সুরাইয়া, অন্যটি মামা গাউছল আজম। অস্ত্রের মুখে নিরীহ মানুষকে তুলে এনে আটকে রাখা, জোর করে জমি লিখে নেওয়া, মাদক কারবার, চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মে লিপ্ত ছিলেন এসব বাহিনীর সদস্যরা। ২০২২ সালে স্থানীয় আব্দুর রহিম নামে এক ব্যক্তির জমি দখলের চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতার হাতে আটক ও গণধোলাইয়ের শিকার হয় 'পাগলা বাহিনীর' সাদেকুল আলম সেতু ও হাফিজুর রহমান।

মাদকের পৃষ্ঠপোষক থেকে প্রতিমন্ত্রী : ২০০৮ সালের আগে মাদক ও গরু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাকির হোসেন। এরপর ওই বছর নির্বাচনে নৌকায় জোয়ারে প্রথম এমপি নির্বাচিত হন। মাদক কারবার ও পৃষ্ঠপোষকতা করে রাতারাতি বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিক বনে যান। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে (২০১৪ সাল) জেপির প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। মাদক সংশ্লিষ্টতার কারণে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের তালিকায় (গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের ভিত্তিতে) 'মাদকের পৃষ্ঠপোষক' হিসাবে নাম আসে তার। ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর জাকিরের পারিবারিক মাইক্রোবাসে ইয়াবা নিয়ে যাওয়ার সময় ইয়াবাসহ গাড়িচালক রফিকুল ইসলামকে আটক করে র‍্যাব-১৪ এর একটি দল। এর আগে কুড়িগ্রামের মোগলবাসা নৌঘাট থেকে জাকির হোসেনের সঙ্গী সেকেন্দার বাবলুকে আধা কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করে কুড়িগ্রাম সদর থানা পুলিশ।

১৪ বছর কর্মস্থলে না গিয়েও নিয়মিত বেতন-ভাতা তোলেন স্ত্রী সুরাইয়া : দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা পদে কর্মরত সুরাইয়া সুলতানা। জাকির প্রথম দফায় (২০০৮) এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সুরাইয়া কর্মস্থলে না গিয়ে নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলে আসছেন। ভোগ করেন সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা।

বেপরোয়া পরিবারতন্ত্র : জাকির নিজে রৌমারী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে রয়েছেন, তার স্ত্রী সুরাইয়া সুলতানা উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। ছেলে সাফায়াত বিন জাকির, বোন শিউলী আক্তার, ভগ্নিপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মামা ওয়াজেদুল ইসলাম, চাচাতো ভাই মোস্তাফিজুর রহমান রবিন, মশিউর রহমান, রাশেদ ও মাসুম রয়েছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে। দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ সিনিয়র সহসভাপতি করা হয়েছে, নানা অপকর্মে লিপ্ত হত্যা ও গুম মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি জাকিরের কথিত বড় ভাই সুরুজ্জামাল মিয়াকে।

বিশ্বমঞ্চে তিন শিক্ষার্থী

ঢাকা, ২৫ সেপ্টেম্বর : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা তিনজনকে বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তারা হলেন- মাহফুজ আলম, সুচিস্মিতা তিথি ও নাইম আলী। এ সময় মাহফুজকে 'গণঅভ্যুত্থানের পেছনের কারিগর' হিসেবেও বিষেশভাবে পরিচয় করে দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে 'ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ লিডারস স্টেজ' অনুষ্ঠানে বক্তব্যের শেষ দিকে আন্দোলনের এই তিনজনকে পরিচয় করিয়ে দেন ড. ইউনূস। সুচিস্মিতা তিথি ও নাইম আলী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হিসেবে পরিচিত। অন্তবর্তী সরকার গঠনের পর মাহফুজ আলমকে নিজের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন প্রধান উপদেষ্টা। সুচিস্মিতা তিথি ও নাইম আলী তার সহকারী প্রেস সচিব।

ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ লিডারস স্টেজে ড. ইউনূস বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন। কীভাবে আওয়ামী লীগ সরকার ছাত্র জনতার ওপর গুলি চালিয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, ছাত্ররাও গুলির সামনে কীভাবে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে, সেই গল্প বলেন তিনি। এক পর্যায়ে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলা শুরু করেন। এ সময় তিনি দর্শকদের জানান, এখানে ছাত্র আন্দোলনের তিনজন প্রতিনিধি রয়েছেন।

ড. ইউনূস বলেন, তারা যেভাবে কথা বলে এরকম কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। তারা নতুন পৃথিবী, নতুন বাংলাদেশ গড়তে প্রস্তুত। প্লিজ আপনারা তাদের হেল্প করবেন। যেন তারা তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। এ গুরু দায়িত্ব আমাদের সবার নিতে হবে।

এ সময় বিল ক্লিনটনের হাত ধরে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন এ স্বপ্ন পূরণে।

তিনি আরও বলেন, তাদের দেখতে অন্য তরুণদের মতো মনে হলেও আপনি যখন তাদের কাজ দেখবেন, বক্তব্য শুনবেন, আপনিও অবাক হবেন। তারা সারা দেশ নাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের বক্তব্য, ত্যাগ কিংবা কমিটমেন্ট থেকে পিছিয়ে যায়নি। তাদের বক্তব্য ছিল, আপনারা চাইলে আমাদের হত্যা করতে পারেন, কিন্তু আমরা পথ ছেড়ে যাব না।

এ সময় মাহফুজকে সামনে এগিয়ে দিয়ে ড. ইউনূস বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পেছনের কারিগর মাহফুজ। যদিও মাহফুজ সব সময় বলে, সে নয় আরও অনেকে আছেন। যদিও সে গণঅভ্যুত্থানের পেছনের কারিগর হিসেবে পরিচিত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে স্বৈরশাসকের পতনের ডাকে হওয়া আন্দোলন সম্পর্কে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এটা হঠাৎ করে হয়েছে এমন কিছু নয়। খুবই গোছানো আন্দোলন। এছাড়া এত বড় আন্দোলন হয়েছে মানুষ জানতো না কে আন্দোলনের লিডার! ফলে একজনকে আটক করা যেত না। বলাও যেত না, একজনকে আটক করলে আন্দোলন শেষ।

এ সময় মাহফুজকে দেখিয়ে ড. ইউনূস বলেন, তার কথা শুনলে সারা পৃথিবীর যেকোনও তরুণ অনুপ্রাণিত হবে। তারা নতুন বাংলাদেশ তৈরি করবে। তাদের সফলতার জন্য আপনারা প্রার্থনা করবেন। তাদের জন্য হাততালি হোক। এ সময় বিল ক্লিনটনসহ সবাই হাততালি দিয়ে সম্মান জানান।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

বিবিসির অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

কেয়ার ভিসার নামে প্রতারণা লুটপাট

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: যুক্তরাজ্যে চাকরির সুযোগ দেওয়ার কথা বলে মূল্যহীন ভিসা সার্টিফিকেট তৈরির অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাজার হাজার পাউন্ড হাতিয়ে নিয়েছে একটি জালিয়াতি চক্র। খবর বিবিসির।

বিবিসির এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট হিসেবে কর্মরত মধ্যস্বত্বভোগীরা কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে (সেবাখাতে) চাকরি করতে চাওয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের মূলত নিজেদের শিকার বানায়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী স্পনসরশিপ সার্টিফেকেটের

জন্য ১৭ হাজার পাউন্ডেরও বেশি খরচ করেছে, অথচ তা বিনামূল্যেই পাওয়া উচিত ছিল। এরপর তারা যখন স্কিলড ওয়ার্কার ভিসার জন্য আবেদন করে, হোম অফিস তাদের কাগজপত্র অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

আমরা ভুক্তভোগীদের কাগজপত্র দেখেছি। দেখা গেছে, তৈমুর রাজা নামের এক ব্যক্তি মোট ১.২ মিলিয়ন পাউন্ডে ১৪১টি ভিসা সার্টিফিকেট বিক্রি করেছেন, এগুলো বেশিরভাগই ছিল মূল্যহীন। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনা ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

আয়নাঘর থাকবে না

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) অফিসে আর কোনো আয়নাঘর থাকবে না। ডিবি'র কলঙ্কিত অধ্যায় শেষ করে সেটিকে পবিত্র করা হবে। যেখানে মানুষ ন্যায়বিচার পাবে। ভুক্তভোগীদের ভরসাস্থল হবে। ডিবি অফিসের নাম শুনলে আর কেউ আতঙ্কিত হবে না। এখানে কোনো নায়িকা-অভিনেত্রী বা সেলিব্রেটিদের সময় কাটানোর জায়গা হবে না। থাকবে না কোনো ভাতের হোটেল। আসামি যে পক্ষেরই হোক না কেন সেও ন্যায়বিচার পাবে। গ্রেপ্তার আসামিদেরও নির্যাতন করা হবে না। ৫ই আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বিসিএস ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইংলিশ চ্যানেল এখন নিরাপদ রুট

৯ মাসে যুক্তরাজ্যে এসেছেন ২৫০০০

দেশ ডেস্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪: ব্যাপক কড়া পাহারার মধ্যেই ২০২৪ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৯ মাসে বছর ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন ২৫ হাজারেরও বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী। হোম অফিস গত সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

মাদকের পৃষ্ঠপোষক থেকে প্রতিমন্ত্রী

সাবেক গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সম্পদের পাহাড়

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন সম্পদের পাহাড়। গত ১৫ বছরে তার সম্পদ বেড়েছে ২ হাজার ৮০০ গুণ। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান তিনি। এরপর হু হু করে বাড়তে থাকে তার সম্পদ। 'আলাদিনের চেরাগ' হাতে পাওয়ার মতো জিরো থেকে হিরো বনে

যান জাকির হোসেন। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, শ্যালক-শ্যালিকা এমনকি অন্য আত্মীয়স্বজনদেরও কপাল খুলে যায়। বালুমহাল নিয়ন্ত্রণ, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, হাট-বাজার ইজারা নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ বাণিজ্য, বদলি বাণিজ্য, মাদক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, থানায় মামলা নিয়ন্ত্রণ, হামলা মামলা এবং সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ন্ত্রণ সবই হয় 'মন্ত্রীর' নামে। রাতের আঁধারে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

'জামায়াত ক্ষমতায় গেলে বেকারদের ১০ লাখ টাকা করে ঋণ দেবে'

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, আমরা রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দেশে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে ও যুবসমাজকে ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করতে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনা জামানতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বায়তুল মোকাররমের খতিব অপসারণ

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর : বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মুফতি মো: রুহুল আমিনকে অপসারণ করেছে সরকার। গত ২২ সেপ্টেম্বর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো: আবু বকর সিদ্দীক স্বাক্ষরিত এক প্রেস ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বমঞ্চে তিন শিক্ষার্থী পরিচয় করিয়ে দিলেন ড. ইউনূস

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk